HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজকর্ম পদ্ধতি

টপিক – ০১ সমাজকর্ম পদ্ধতি

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সমাজকর্ম পদ্ধতি
টপিক ০২: ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি
টপিক ০৩: ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান
টপিক ০৪: পেশাগত সম্পর্ক (র‍্যাপো)
টপিক ০৫: দল সমাজকর্ম
টপিক ০৬: সমষ্টি সমাজকর্ম
টপিক ০৭: সমষ্টি সংগঠন
টপিক ০৮: সমষ্টি উন্নয়ন
টপিক ০৯: সমাজকর্ম প্রশাসন
টপিক ১০: সামাজিক কার্যক্রম
টপিক ১১: সমাজকর্ম গবেষণা
টপিক ১২: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৩: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সমাজকর্ম পদ্ধতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সমাজকর্ম পদ্ধতি

পদ্ধতি কী?

সমাজকর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভে সহায়ক 'পদ্ধতি' (Method) প্রত্যয়টি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ইংরেজি 'Method' এর বাংলা পরিভাষা হলো পদ্ধতি। 'Method' শব্দটি গ্রীক 'Meta' এবং Hodos থেকে উদ্ভূত। Meta শব্দের অর্থ With এবং Hodos এর অর্থ হলো Way। সুতরাং উৎপত্তিগত অর্থে কোন কাজ সুশৃঙ্খল উপায়ে সম্পন্ন করতে যে পন্থার (Way) সাহায্য নিতে হয়, তাই হলো পদ্ধতি। অর্থাৎ সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত উপায়ে কোন কাজ সম্পাদনের উপায় হলো পদ্ধতি। উল্লেখ্য পদ্ধতি (Method) এবং কৌশল - (Technique) এক নয়। পদ্ধতি হলো সম্পূর্ণ কাজটি কী উপায়ে করা হবে, তার সার্বিক পন্থা। আর কৌশল হলো পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে কী কী উপায় অবলম্বন করতে হবে তার উপায়।

সমাজকর্ম পদ্ধতি

পদ্ধতি কী?

র‍্যাক্স এ স্কিডমোর (Rex A. Skidmore) এর মতে, পদ্ধতি হলো একাধারে তত্ত্ব অনুশীলনের বিজ্ঞান এবং কলা। (Method is both the science and art of applying theory to practice.) মনীষী এইচবি ট্রেকার (HB Trecker) এর মতে, "পদ্ধতি হলো কোন লক্ষ্যার্জনের একটি সচেতন প্রক্রিয়া এবং সুপরিকল্পিত উপায়। বাহ্যিক দিক হতে এটি একটি কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়া বা উপায় হিসেবে প্রতীয়মান হলেও এর অন্তরালে রয়েছে সুবিন্যস্ত ও সুসমন্বিত জ্ঞান, উপলব্ধি এবং সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি।"

পদ্ধতির সাধারণ সংজ্ঞায় বলা যায়, সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, উপলব্ধি এবং সুনির্দিষ্ট কর্মনীতির উপর ভিত্তিশীল কর্মসম্পাদনের সুপরিকল্পিত উপায় হলো পদ্ধতি। কোন কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিই বলে দেয় কীভাবে নির্দিষ্ট কাজটি করা সম্ভব।

সমাজকর্ম পদ্ধতি

সমাজকর্ম পদ্ধতির ধারণা

সমাজকর্মে পদ্ধতি পরিভাষাটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে নির্দিষ্ট হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়া (Intervention Process) চিহ্নিত করার উদ্দেশে সমাজকর্মীরা বিশেষকরে শিক্ষায় নিয়োজিত সমাজকর্মীগণ ব্যবহার করে।

(Methods in social work is the term used by social workers, especially those in education to identify specific types of intervention.)° বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য পেশাদার সমাজকর্মে যেসব সুশৃঙ্খল উপায় বা পন্থা অনুশীলন করা হয়, সেসব পন্থা বা উপায়গুলোর সমষ্টিই সমাজকর্ম অনুশীলন পদ্ধতি। সহজভাবে বলা যায়, যেসব কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা এবং নীতিমালা, ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা অনুশীলন করে, সেসব সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়ার সমষ্টিই সমাজকর্ম পদ্ধতি। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তব ক্ষেত্রে অনুশীলনের বাহন হচ্ছে সমাজকর্ম পদ্ধতি। পেশাদার সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি, মূল্যবোধ ও দর্শন এসব পদ্ধতিগুলোর মূল ভিত্তি।

সমাজকর্ম পদ্ধতি

সমাজকর্ম পদ্ধতির শ্রেণি

মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবেশ, সমস্যা, সম্পদ, চাহিদা প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকায়, সমাজকর্মে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুশীলন করা হয়। সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় মৌলিক পদ্ধতি (Basic Method) এবং সহায়ক পদ্ধতি (Auxiliary Method) এ দু'ধরনের পদ্ধতি অনুশীলন করা হয়।

মৌলিক পদ্ধতি (Basic method): মৌলিক পদ্ধতি বলতে সেসব কর্ম প্রক্রিয়াগুলোকে (Working Process) বুঝায়, যেগুলো সমস্যা সমাধানে সরাসরি এবং প্রত্যক্ষভাবে অনুশীলন করা হয়। সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সামগ্রিক কার্যক্রম এসব পদ্ধতিগুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় বিধায় এগুলোকে মৌলিক পদ্ধতি বলা হয়। ঐতিহ্যগত দিক হতে মৌলিক পদ্ধতি তিনভাবে বিভক্ত।

ব্যক্তি সমাজকর্ম (Social Casework);

দল সমাজকর্ম (Social Group Work);

সমষ্টি সংগঠন (Community Organisation)*

সমাজকর্ম পদ্ধতি

সমাজকর্ম পদ্ধতির শ্রেণি

সহায়ক পদ্ধতি (Auxiliary method) : সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি বলতে সেসব সুশৃঙ্খল কর্ম প্রক্রিয়াগুলোকে বুঝায়, যেগুলো সমস্যা সমাধানে সরাসরি অনুশীলন না করে পরোক্ষভাবে অনুশীলন করা হয়। মৌলিক পদ্ধতিগুলোর সফল অনুশীলনে সহায়তা দান করে বিধায় এগুলোকে সহায়ক পদ্ধতি বলা হয়। সহায়ক পদ্ধতিগুলো তিনভাবে বিভক্ত।

সমাজকর্ম প্রশাসন (Social Work Administration);

সমাজকর্ম গবেষণা (Social Work Research);

সামাজিক কার্যক্রম (Social Action)।

সমাজকর্মের মৌলিক এবং সহায়ক পদ্ধতিগুলো পৃথকভাবে আলোচনা করা হলেও এগুলো পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। বাস্তবক্ষেত্রে একটি পদ্ধতি অনুশীলন করতে গিয়ে অন্যান্য পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এজন্য সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিগুলো সমন্বিতভাবে অনুশীলন করা হয়। সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মে 'Integrated method' বা সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজকর্ম পদ্ধতি

টপিক – ০২ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যাক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম অনুশীলনের পদ্ধতিকে পেশাদার সমাজকর্মের পরিভাষায় ব্যক্তি সমাজকর্ম (Social Casework) বলা হয়। সমাজকর্মের ঐতিহ্যগত পদ্ধতি হলো ব্যাক্তি সমাজকর্ম। পেশাদার সমাজকর্মের তিনটি মৌলিক পদ্ধতির মধ্যে ব্যক্তি সমাজকর্ম অন্যতম। সমাজ গঠনের মূল অণু ব্যক্তির সমস্যাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি সমাজকর্ম আবর্তিত। কারণ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে দল বা সমষ্টির সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এজন্য সমাজকর্মের পদ্ধতি হিসেবে ব্যক্তি সমাজকর্ম বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের সংজ্ঞা

ব্যক্তি সমাজকর্ম এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত সেবাপ্রার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনার বিকাশ এবং সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, "ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো পেশাদার সমাজকর্মীদের এমন একটি অনুশীলন পদ্ধতি, মূল্যবোধ ব্যবস্থা, অনুশীলনের ধরন (Type of Practice), যাতে মনোঃসামাজিক, আচরণগত এবং বিভিন্ন ব্যবস্থা (System) সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়গুলোকে অনুশীলন দক্ষতায় রূপান্তরিত (Translated into Practice Skills) করে আন্তঃব্যক্তিক, আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও পরিবারকে সাহায্য করা হয়।"

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারণা

ব্যক্তি সমাজকর্ম সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক উপাদান এবং কারণগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যক্তির, ছোটদল, পরিবার ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফলে সনাতন ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারণার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো পেশাদার সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের এমন একটি পদ্ধতি এবং অনুশীলন কৌশল, যাতে মানবিক, সামাজিক, আচরণগত ধারণাগুলোকে দক্ষতায় রূপান্তরিত করা হয়। যে দক্ষতা প্রত্যক্ষ ও সরাসরি সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যক্তি ও পরিবারের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে অনুশীলন করা হয়। প্রত্যক্ষ ও সরাসরি সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যক্তি ও পরিবেশগত আন্তঃব্যক্তিক, আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় সাহায্য করার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হলো ব্যক্তি সমাজকর্ম।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারণা

বিজ্ঞানসম্মত ব্যক্তি সমাজকর্মের অগ্রদূত (Pioneered scientific social casework) হিসেবে খ্যাত ম্যারি রিচমন্ড (Mary Richmond) এর মতে, "ব্যক্তি সমাজকর্ম সেসব প্রক্রিয়ার সমষ্টি, যেগুলো মানুষকে তার সামাজিক পরিবেশ এবং সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সচেতন ও কার্যকর সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে।"

আলোচ্য সংজ্ঞাটিতে ব্যক্তি সমাজকর্মকে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করার প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সামাজিক পরিবেশে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য বিধানের ব্যর্থতা হতে মানুষ সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং সুষ্ঠু ও কার্যকর সামাজিক সম্পর্ক বজায় রেখে মানুষ যাতে সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে, সেজন্য সহায়তা করে ব্যক্তি সমাজকর্ম। ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে কার্যকর মিথস্ক্রিয়ায় সাহায্য করাই ব্যক্তি সমাজকর্মের লক্ষ্য।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারণা

ডব্লিউএ ফ্রিডল্যান্ডার (WA Friedlander)-এর মতে, "ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো এমন একটি পদ্ধতি, যা সমস্যাগ্রস্ত সেবাপ্রার্থীকে (Client) এমনভাবে সাহায্য করে, যাতে সে উন্নততর সামাজিক সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়ে সুখী এবং অর্থবহ জীবন যাপন করতে পারে।" (Social Casework, which helps the individual client to effect better social relationships and a social adjustment that makes it possible for him to lead a satisfying and useful life.)

ব্যক্তি সমাজকর্ম এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হতে সংগৃহীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে দক্ষতা ও নৈপুণ্যে পরিণত করে সমস্যা সমাধানে মানুষকে সাহায্য করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্ম কলা ও নৈপুণ্যের (Art) সঙ্গে সম্পৃক্ত। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরিবেশের উপযোগী আচরণে সাহায্য করাই ব্যক্তি সমাজকর্মের উদ্দেশ্য।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্য

*ব্যক্তি এবং তার সমস্যাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি সমাজকর্ম আবর্তিত। ব্যক্তি সমাজকর্মের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- বিভিন্ন বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং পেশাগত নৈপুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সমস্যা সমাধান পদ্ধতি। এতে সমস্যাগ্রস্ত সেবাপ্রার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও অন্তর্নিহিত সত্তার পূর্ণ বিকাশের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়।

ব্যাক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধানের একক হিসেবে ব্যক্তিকে গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু হলো সমস্যাগ্রস্ত সেবাপ্রার্থী ব্যক্তি (Nucleus of Social Casework)। ব্যক্তি সমাজকর্ম মনস্তাত্বিক, আর্থিক ও সামাজিক (Psycho-Socio-Economic) উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত একটি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া। এতে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং বাহ্যিক পরিবেশের প্রতি সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। ব্যক্তি সমাজকর্ম একটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া। সেবাপ্রার্থীকে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া পরিচালিত। ব্যক্তি সমাজকর্মের নিজস্ব দর্শন, পদ্ধতি ও পৃথক সত্তা রয়েছে। যেগুলো একে অন্যান্য মৌলিক পদ্ধতি হতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের উদ্দেশ্য

ব্যক্তি সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হলো সেবাপ্রার্থীকে (Client) এমনভাবে সাহায্য করা, যাতে সে পরিবেশের সার্বিক অবস্থা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। ব্যক্তি ও তার পরিবেশের মধ্যে কার্যকর মিথস্ক্রিয়ার সাহায্য করাই এর মূল লক্ষ্য। মনীষী ওয়ার্নার বোহেম (Warner Boehm)-এর মতে, "ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের এমন একটি পদ্ধতি, যা কোন ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার বা সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তির জীবনের মনস্তাত্ত্বিক দিকে হস্তক্ষেপ করে।" ব্যক্তি সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সেবাপ্রার্থীর সুপ্ত ক্ষমতা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং সামঞ্জস্য বিধানে ব্যক্তিকে সাহায্য করা। পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সেবাপ্রার্থী যাতে সুষ্ঠু ও কার্যকর সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান ব্যক্তি সমাজকর্মের লক্ষ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম।কটি কার

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান

ব্যক্তি সমাজকর্ম কতগুলো অপরিহার্য বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এসব অপরিহার্য বিষয়গুলোকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলো যেসব প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিহিত সেগুলো হলো- কাকে সাহায্য করা হবে? কেন সাহায্য করা হবে? কোথায় এবং কার মাধ্যমে সাহায্য করা হবে? কীভাবে সাহায্য করা হবে? (Who is need of help and why? From where and through whom and how?) যেসব উপাদানের সমন্বয়ে ব্যক্তি সমাজকর্ম গঠিত, সেসব উপাদান চিহ্নিত করতে গিয়ে হ্যালেন পার্লম্যান (Helen Perlman) বলেছেন, "A person with problem comes to a place where a-professional representative helps him by a given process." অর্থাৎ সমস্যাসহ যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন স্থানে আগমন করে, যেখানে কোন পেশাদার প্রতিনিধি বিশেষ প্রক্রিয়ায় তাকে সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে থাকে।১ উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে ব্যক্তি সমাজকর্মের পাঁচটি উপাদান পাওয়া যায়।

১. ব্যক্তি (Person); ২. সমস্যা (Problem); ৩. স্থান বা প্রতিষ্ঠান (Place); ৪. পেশাদার প্রতিনিধি (Professional representative); ৫. প্রক্রিয়া (Process)।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান

১. ব্যক্তি (Person): ব্যক্তি সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ব্যক্তি। ব্যক্তি বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি সমস্যার সমাধান চান এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা পেশাদার সমাজকর্মীর নিকট সেবাপ্রার্থী। সমাজকর্মের পরিভাষায় তাকে 'Client' বলা হয়। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে তার পার্থক্য হচ্ছে, মনোঃসামাজিক সমস্যাজনিত কারণে সে স্বাভাবিক সামাজিক ভূমিকা পালনে অক্ষম।

ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে ব্যক্তি কতগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি যে কোন শ্রেণির, বয়সের, লিঙ্গের বা বর্ণের হতে পারে। সে প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক ও * মনোদৈহিক অবস্থার শিকার এবং সে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সে অস্বাভাবিক আচরণকারী *এবং নিজ ক্ষমতা ও সামর্থ্যের দ্বারা ব্যক্তি তার সমস্যা সমাধানে অক্ষম। ব্যক্তি তার সমস্যার সমাধান চায় এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সে সমাজকর্মী বা এজেন্সীর নিকট সেবাপ্রার্থী।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবারের কোন সদস্য অথবা শুভাকাঙ্খী সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মী বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট পেশাগত সেবা প্রার্থনা করলেই তাকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। এজন্য পেশাদার সমাজকর্মে ব্যক্তিকে বর্তমানে সেবাপ্রার্থী, সুবিধাভোগী, সেবা ব্যবহারকারী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ব্যক্তির আচরণ পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তিত্বের গঠন, বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব, সামাজিক মর্যাদা ও পরিচিতি ইত্যাদি বিষয়ে সমাজকর্মীদের সচেতন থাকতে হয়।

ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান

২. সমস্যা (Problem): যেসব আর্থ-সামাজিক মনোঃদৈহিক অবস্থা ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, সেগুলোকেই ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানের দৃষ্টিকোণ হতে সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সমস্যা হলো একটি যন্ত্রণাদায়ক অস্বাভাবিক অবস্থা, যার প্রভাবে ব্যক্তি সামাজিক ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে শুধু সেসব সমস্যাকেই চিহ্নিত করা হয়, যেগুলো সামাজিক ভূমিকা পালনে বাঁধার সৃষ্টি এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। বৃহৎ কোন সমস্যাকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। ব্যক্তির সমস্যার উৎসগুলোকে বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ এ দু'টো শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

বাহ্যিক উৎসগুলো হচ্ছে- অর্থনৈতিক বিচ্যুতি (Economic Dislocation); সামাজিক বিচ্যুতি (Social Dislocation); সামাজিক ভারসাম্যহীনতা (Social Maladjustment) ।

অভ্যন্তরীণ বা মনস্তাত্ত্বিক উৎস হচ্ছে- আন্তঃব্যক্তিক দ্বন্দ্ব (Inter-personal conflict); আন্তঃপারিবারিক দ্বন্দ্ব (Inter-familial conflict); মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সামঞ্জস্যহীনতা (Maladaptive inter-personal relationship); ব্যক্তিত্বের বিচ্যুতি বা আচরণগত সামঞ্জস্যহীনতা (Personality disturbance or behaviour disorder)

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান

৩. স্থান বা প্রতিষ্ঠান (Place): ব্যক্তি সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো স্থান বা প্রতিষ্ঠান (Agency)। চিকিৎসা, নার্সিং, শিক্ষা প্রভৃতি পেশার মতো সমাজকর্ম এজেন্সীভিত্তিক পেশা (Agency based profession)। সমাজসেবা এজেন্সীগুলোর মূল উদ্দেশ্য আনুষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সমাজকল্যাণ কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণে সাহায্য করা। যে প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সীর মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির আওতায় সেবাপ্রার্থীর সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা হয়, ব্যক্তি সমাজকর্মে তাকেই স্থান বা প্রতিষ্ঠান বলা হয়। যখন এজেন্সীতে আগত সেবাপ্রার্থীকে বস্তুগত সাহায্য, পরিবেশগত পরিবর্তন, উপদেশ ও নির্দেশনা ব্যক্তিগত পর্যায়ে দেয়া হয়, তখন তাকে ব্যক্তি সমাজকর্ম এজেন্সী বলা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির বাস্তব অনুশীলনের বাহন হচ্ছে প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তি সমাজকর্মীগণ সমস্যাগ্রস্ত সেবাপ্রার্থীকে সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো গতিশীলতা। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যক্তি সমাজকর্ম এজেন্সী বা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিও পরিবর্তিত হয়। সময়, সম্পদ, চাহিদা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলির পরিবর্তন ঘটে। প্রতিষ্ঠান সরকারি এবং বেসরকারি এ দু'ধরনের হয়ে থাকে।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান

৪. পেশাদার প্রতিনিধি (Professional Representative): পেশাদার প্রতিনিধি বলতে ব্যক্তি সমাজকর্মীকে বুঝানো হয়। যিনি সমাজকর্মে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ও সমাজকর্মের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের অধিকারী এবং সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা সমাজসেবা প্রদানে অনুশীলন করেন। পেশাদার প্রতিনিধি ব্যক্তি সমাজকর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি বাস্তবায়িত হয়। তাঁর প্রধান ভূমিকা হচ্ছে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও কৌশল - অনুশীলন করে সেবাপ্রার্থীকে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা।

পেশাদার প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তি সমাজকর্মীকে কতগুলো বিশেষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং গুণাবলীর অধিকারী হতে হয়। যেমন- সমাজকর্মে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী এবং সমাজকর্ম পেশার মৌলিক দর্শন, নীতি ও মূল্যবোধ বজায় রেখে দায়িত্ব পালনে ব্রতী হওয়া।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান

৫. প্রক্রিয়া (Process): প্রক্রিয়া বলতে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়াকে বুঝায়। ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া সমস্যা সমাধানের অপরিহার্য উপাদান। সাধারণভাবে প্রক্রিয়া বলতে ধারাবাহিক কার্যপ্রণালীকে (A series of actions) বুঝানো হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সেবাপ্রার্থীর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত ধারাবাহিক কর্ম প্রক্রিয়াকে বুঝায়। সমাজকর্মের পরিভাষায়, æA series of actions taken with a view to helping the client to solve his problems.” একে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া (Problem solving process) বলা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া হচ্ছে ধারাবাহিক এবং গতিশীল কর্মপ্রবাহ। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিষ্ঠান বা সমাজকর্মীর নিকট পেশাগত সেবা প্রার্থনা হতে এ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট কতগুলো স্তর বা পর্যায় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে অনুধ্যান (Study), সমস্যা নির্ণয় (Diagnosis), সমস্যা সমাধান পরিকল্পনা (Treatment plan) এবং মূল্যায়ন (Evaluation)।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা

ব্যক্তি সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানের সুশৃঙ্খল এবং সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। সুশৃঙ্খল এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে সমস্যা সমাধানে পেশাগত সেবা প্রদান করার জন্য ব্যক্তি সমাজকর্মীদের কতকগুলো মৌলিক নির্দেশিকা অনুশীলন নীতি হিসেবে অনুসরণ করতে হয়। যেসব মৌলিক নিয়ম-কানুন (Fundamental rules) ব্যক্তি সমাজকর্মীর পেশাগত কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, সেগুলোকে ব্যক্তি সমাজকর্ম অনুশীলনের নীতি বলা হয়। সমাজকর্মীর কাজের নির্দেশিকা হচ্ছে এসব নীতি। এসব নীতিগুলো ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুশীলনের প্রতিটি পর্যায়ে অনুসৃত হয়। এগুলো সেবাপ্রার্থীর সঙ্গে সমাজকর্মীর সাক্ষাতের প্রথম মুহূর্ত থেকে শুরু করে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায় যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হয়।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সাধারণ নীতিগুলো হচ্ছে- (১) গ্রহণ নীতি; (২) যোগাযোগ নীতি; (৩) অংশগ্রহণ নীতি; (৪) আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতি (৫) গোপনীয়তার নীতি (৬) ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি (৭) সমাজকর্মীর আত্মসচেতনতার নীতি।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা

১. গ্রহণ নীতি (Principles of acceptance): "গ্রহণ" একটি দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া। সমাজকর্মী ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করতে হয়। যাতে তাদের মধ্যে একটি কর্মসম্পর্ক (Working relationship) গড়ে উঠে। এরূপ সম্পর্ককে সমাজকর্মের পরিভাষায় "Rapport" বা পেশাগত সম্পর্ক বলা হয়। পেশাগত সম্পর্কের উপর নির্ভর করে ব্যক্তি সমাজকর্মের সফলতা। ব্যক্তি সমাজকর্ম অনুশীলনের অন্যতম সাধারণ নীতি হচ্ছে গ্রহণ।

সমাজকর্মী এবং সেবাপ্রার্থীর পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি এ নীতির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি প্রথমবারের মত যখন সমাজকর্মী বা প্রতিষ্ঠানে আসে, তখন তার মধ্যে নানারকম ভয়-ভীতি, সন্দেহ, উৎকণ্ঠা, অমূলক চিন্তা ইত্যাদি থাকা স্বাভাবিক। সমাজকর্মী ব্যক্তিকে এমনভাবে গ্রহণ করবেন, যাতে সে বুঝতে পারে সমাজকর্মী তাকে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তি সমাজকর্মের সূচনা হয় গ্রহণ নীতির যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে। এ নীতি যথাযথ অনুসরণের প্রভাবে- সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির হতাশা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং নিরাপত্তাজনিত সংশয় দূর হয়। সমাজকর্মী ও সেবাপ্রার্থী পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করার সুযোগ পায় এবং সমস্যার প্রাথমিক মূল্যায়ন করতে সমাজকর্মী সক্ষম হয়।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা

২. যোগাযোগ নীতি (Princip'e of communication) : যোগাযোগ নীতি হচ্ছে সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে সমাজ কর্মী এবং সেবাপ্রার্থীর মধ্যে তথ্য ও ভাবের আদানপ্রদান। যোগাযোগ হচ্ছে সমাজকর্মী এবং সেবাপ্রার্থীর মধ্যে সমস্যা সম্পর্কে তথ্য আদান প্রদানের 'দ্বিমুখী ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া'। সেবাপ্রার্থী এবং সমাজকর্মী একে অপরকে বিশদভাবে জানার ক্ষেত্রে যোগাযোগ নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। এ নীতি অনুসরণের মাধ্যমে উভয়ে সমস্যা সমাধান এবং পারস্পরিক ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে পারে। যাতে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। সমস্যার বিভিন্ন দিক ও সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ, উপদেশ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা এ নীতির মূল লক্ষ্য।

এ নীতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য হলো সেবাপ্রার্থী এবং তার সমস্যাকে কেন্দ্র করে যাবতীয় ধ্যানধারণা, অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি বিনিময়ের মাধ্যমেই সমাজকর্মী সেবাপ্রার্থী সম্পর্কে সঠিক ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হন। বস্তুত সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সঠিক পথে পরিচালনার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে যোগাযোগ নীতি।

ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা

৩. অংশগ্রহণ নীতি (Principles of participation): ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সেবা প্রার্থীকে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা। এজন্য সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সমস্যা হচ্ছে সেবাপ্রার্থীর নিজের। সুতরাং সমস্যার প্রতি তার প্রতিক্রিয়া জানা সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আর এটি জানার উপায় হলো সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিকে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দান। এ নীতি অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজকর্মী সমস্যা সম্পর্কে সেবাপ্রার্থীর চিন্তা-ভাবনা, সমাধান সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি, সামর্থ্য, দুর্বলতা এবং সম্পদ মূল্যায়ন করে সমাধান সম্পর্কে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সেবাপ্রার্থীর অংশগ্রহণের উপর ব্যক্তি সমাজকর্মের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে।

সেবাপ্রার্থীর সুপ্ত বা ক্ষয়প্রাপ্ত ক্ষমতা বিকাশ, পুনরুদ্ধার, সুসংহত এবং সার্বিক সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা সচল করে তোলার জন্য অংশগ্রহণ নীতি অনুসরণের গুরুত্ব অপরিসীম। এ নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীর আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিমাপ ও মূল্যায়ন করে, সমাজকর্মী সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির অংশগ্রহণ তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়, স্বনির্ভরতার মনোভাব, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি সৃষ্টি করে। ফলে সে নিজের ক্ষমতা ও সম্পদ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভে সমর্থ হয়। এটি প্রাকটিকে বের করে

ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা

৪. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতি (Principle of self determination) : আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দ্বারা ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায়, সেবাপ্রার্থীর স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামত প্রকাশের অধিকারকে বুঝায়।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হচ্ছে সমস্যা সমাধানের একটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া। এতে জোরপূর্বক কোন সিদ্ধান্ত বা সমাধান সেবাপ্রার্থীর উপর চাপিয়ে দেয়া হয় না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মতামত, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির যথাযথ প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হয়। যাতে সে নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। এ নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সমাজকর্মী সেবাপ্রার্থীর ক্ষমতা, দুর্বলতা ইত্যাদি মূল্যায়ন করে সমস্যা সমাধান পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। সমস্যা সমাধানে সেবাপ্রার্থীর আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয় এবং অনুপ্রেরণা জন্মানোর ক্ষেত্রে এ নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুশীলনের সাফল্যের মূল ভিত্তি ও চাবিকাঠি (Key Concept and foundation stone)। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সেবাপ্রার্থীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, দেশের আইন, নৈতিকতা এবং এজেন্সীর নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা হয়।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা

৫. গোপনীয়তার নীতি (Principle of confidentiality): সেবাপ্রার্থীর সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদির গোপনীয়তা রক্ষা করার নিশ্চয়তা সমাজকর্মীকে প্রদান করতে হয়। যাতে সেবাপ্রার্থী সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত তথ্যাদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ করতে পারে। এটি ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। সমাজকর্মী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করার নিশ্চয়তা প্রদান ছাড়া সেবাপ্রার্থী তার সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত সব তথ্যাদি প্রকাশ করবে না। বিশেষ করে সেবাপ্রার্থী ব্যক্তিগত ও আচরণগত তথ্যাদির গোপনীয়তা সব সময় রক্ষা করতে চায়। এসব ক্ষেত্রে সমাজকর্মী তাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করবেন, যে তার দেয়া তথ্যাদির গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। যেমন একজন এইডস রোগী বা নির্যাতিতা নারীর তথ্যাদি প্রকাশ পেলে, সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপন বাধাগ্রস্ত হয়।

ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা

৬.ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি (Principle of individualization) : সমাজকর্মে প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা ও স্বতন্ত্র সত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সেবাপ্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তিকে একক ও পৃথক সত্তা হিসেবে গ্রহণ করা ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রধান নীতি। একই সমস্যা যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নভাবে দেখা দিতে পারে, তেমনি সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এজন্য ব্যক্তির সমস্যার স্বতন্ত্রতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

প্রত্যেক সেবাপ্রার্থীকে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে মূল্যায়ন করে সর্বোত্তম উপায়ে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বতন্ত্রীকরণ নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সেবাপ্রার্থীকে কীভাবে সাহায্য করা সম্ভব, তার রূপরেখা তৈরির দিক নির্দেশনা সমাজকর্মী এ নীতি অনুসরণের মাধ্যমে লাভ করে থাকেন।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া বলতে, সেবাগ্রহীতার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ব্যক্তি সমাজকর্মী গৃহীত ধারাবাহিক কার্যক্রমকে বুঝায়। ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া ধারাবাহিক গতিশীল কার্যপ্রবাহ (Fluid and dynamic series of actions)। ব্যক্তি সমাজকর্মী অথবা এজেন্সীর নিকট সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সেবা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সূচনা এবং সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া কয়েকটি মৌলিক প্রক্রিয়া এবং সহায়ক প্রক্রিয়া রয়েছে। ব্যক্তি সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক প্রক্রিয়াগুলো পৃথকভাবে আলোচনা করা হলেও বাস্তব অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রক্রিয়াকে সমন্বিতভাবে সম্পৃক্ত করতে হয়। প্রক্রিয়াগুলো হলো-

১. মনোঃসামাজিক অনুধ্যান (Psycho-social study), ২. সমস্যা নির্ণয় (Assessment or diagonsis), ৩. হস্তক্ষেপ বা সমাধান (Intervention or Treatment) এবং ৪. মূল্যায়ন ও পরিসমাপ্তি (Evaluation and Termination)

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

১. মনোঃসামাজিক অনুধ্যান

Psycho-social Study

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় মনোঃসামাজিক অনুধ্যান। এখানে অনুধ্যান বলতে সেবাগ্রহীতার মানসিক ও সামাজিক বিষয়ে সুশৃঙ্খল অনুসন্ধানকে নির্দেশ করে। সমাজকর্ম অনুশীলনের সাফল্যের মূল চাবি হলো সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহীতাকে সম্পৃক্তকরণ (Engagement)। অনুধ্যানের মধ্যদিয়ে সেবাগ্রহীতাকে সমাজকর্মী সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করেন।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে মনোঃসামাজিক অনুধ্যান। এ পর্যায়ের কার্যকারিতার উপর ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে। সেবাগ্রহীতার সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য এবং সমস্যা সমাধানে সেবাগ্রহীতা ও এজেন্সীর সম্পদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এ স্তরে সম্পন্ন করতে হয়।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

এইচএইচ পার্লম্যান (Helen Harris Perlman) "Social Casework- A Problem Solving Process" গ্রন্থে অনুধ্যানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশনা দান করেছেন। তার নির্দেশিত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রগুলো হলো-

সমস্যা উপস্থাপনের প্রকৃতি অর্থাৎ সমস্যা উপস্থাপন ভঙ্গি হতে সমস্যার মূল উৎস উদঘাটনের প্রচেষ্টা চালানো।

সমস্যার প্রকৃত তাৎপর্য অর্থাৎ মনোঃদৈহিক এবং সামাজিক কল্যাণের দিক হতে ব্যক্তি, পরিবার বা জনসমষ্টির উপর সমস্যার প্রতিক্রিয়া, প্রভাব এবং গুরুত্ব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও অনুধাবন করা।

সমস্যার কারণ, বহিঃপ্রকাশ এবং পূর্বাবস্থা সম্পর্কে জানা অর্থাৎ কোন পরিস্থিতিতে এবং কী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা।

সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যেগ অর্থাৎ সমস্যা সমাধানে সেবাগ্রহীতার চিন্তাভাবনা এবং বাস্তবে যে সব প্রচেষ্টা সে নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করেছে বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হতে সাহায্য হিসেবে

গ্রহণ করেছে কি-না বা গ্রহণ করে থাকলে তার প্রভাব কী- এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

সেবাগ্রহীতা এজেন্সী থেকে কী প্রত্যাশা করে এবং কী ধরনের সমাধান চায় এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার নিজের ভূমিকা কী রয়েছে বলে মনে করে ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য নেয়া প্রয়োজন।

প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, ধরন এবং সমস্যা সমাধানে সাহায্যদান পদ্ধতি অর্থাৎ সেবাগ্রহীতার সমস্যা সমাধানে প্রতিষ্ঠান কোন ধরনের সাহায্য দিতে সক্ষম এবং সমস্যার সঙ্গে এজেন্সী প্রদত্ত সেবার সাদৃশ্য রয়েছে কি-না তার তথ্য সংগ্রহ।

-মনোঃসামাজিক অনুধ্যানে অন্যান্য যেসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে সেগুলো হচ্ছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা, আবেগ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, অনুভূতি ইত্যাদি। সাক্ষাৎকার হলো গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, যা সমস্যা সম্পর্কে বহুমুখী সূত্র ও তথ্যাদি দিতে পারে। সমস্যা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতার ধারণা, অতীতে সমস্যা সম্পর্কে সে কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার প্রভাব ইত্যাদি তথ্যাদি সাক্ষাৎকার ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব হয়।

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

২. সমস্যা নির্ণয়

Diagnosis or Assessment

ব্যক্তি সমাজকর্ম অনুশীলন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলো মনোঃসামাজিক সমস্যা নির্ণয়। সমাজকর্মীরা ইংরেজি Diagnosis এর সমার্থক Assessment প্রত্যয়টি ব্যবহার করে। কারণ Diagnosis চিকিৎসা পেশায় ব্যবহৃত পরিভাষা এবং শুধু সমস্যার কারণ অনুসন্ধানের মধ্যে সীমিত। অন্যদিকে, Assessment সমস্যা নির্ণয়ের কারণসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে।

পেশাদার সেবাগ্রহীতার সমস্যা সমাধান পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে সমস্যার বিভিন্ন দিক পরীক্ষা, সেগুলোর গঠন প্রকৃতি, পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি এবং সমস্যা সমাধানের উপায়ের সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক যাচাই করে দেখার জন্য যে চিন্তা শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করা হয়, তাকে সমস্যা নির্ণায়ন প্রক্রিয়া বলা হয়। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমস্যা সম্পর্কে সমাজকর্মীর সংক্ষিপ্ত বিচার বিবেচনা হলো মনোঃসামাজিক সমস্যা নির্ণয়।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

সমস্যা নির্ণয় হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমস্যার প্রকৃতি, কারণ, বিবর্তন ও পূর্বাভাস নির্ধারণ করা হয়, সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিত্ব ও অবস্থা নির্ণয় করা হয়। সমস্যা উপলব্ধি ও মোকাবেলায় সমাজকর্মের ভূমিকা এবং কীভাবে সমস্যা ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা নির্ধারণ এ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার নকশা হচ্ছে সমস্যা নির্ণয়, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সেবাপ্রার্থীর ব্যক্তিত্ব, সমস্যা এবং এজেন্সীর সেবা। সমস্যা নির্ণয় একটি গতিশীল কর্ম প্রক্রিয়া, যা সেবাগ্রহীতা ও সমাজকর্মীর প্রথম সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শুরু এবং সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সমাপ্তি পর্যন্ত চলে। এটি এমন একটি কর্ম প্রয়াস, যাতে ব্যক্তির সমস্যার বিভিন্ন তথ্য এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির একটি সুষ্ঠু নক্সা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়।

সমস্যা নির্ণয় প্রক্রিয়ার দুটি বিশেষ দিক হলো- সেবাগ্রহীতার সমস্যা এবং ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত করা এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধান পরিকল্পনা গ্রহণ। ব্যক্তির সমস্যা, ব্যক্তিত্ব ও তার পরিবেশ এবং এজেন্সী এ তিনটি হলো সমস্যা নির্ণয়ের বিবেচ্য উপাদান।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

৩. হস্তক্ষেপ বা সমাধান

Intervention or Treatment

পেশাদার সমাজকর্মে Treatment এর পরিবর্তে Intervention ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে পৌঁছার অথবা সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধে চিকিৎসাসহ (Treatment) অন্যান্য যেসব কার্যক্রম সমাজকর্মীরা গ্রহণ করে তার সবকিছুই 'Intervention' প্রত্যয়টির অন্তর্ভুক্ত। এটি ব্যাপক পরিধি নিয়ে ব্যাপৃত। সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, চিকিৎসা এবং সমস্যা প্রতিরোধ বা সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যাবলি হস্তক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত। হস্তক্ষেপ দ্বারা মানসিক চিকিৎসা, এ্যাডভোকেসী, চিকিৎসা, সামাজিক পরিকল্পনা, সমষ্টি সংগঠন, সম্পদ সন্ধান ও সম্পদের উন্নয়নসহ অন্যান্য কার্যাবলিকে নির্দেশ করে।

সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার মৌলিক পর্যায় হলো, হস্তক্ষেপ (Intervention)। সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ সেবাগ্রহীতার সঙ্গে প্রথম যোগাযোগের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। যখন সমাজকর্মী মনোঃসামাজিক অনুধ্যান (Study) পর্যায়ে সেবাগ্রহীতাকে সমস্যা মূল্যায়ন এবং পরিবর্তন আনয়নে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করেন, তখন হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। হস্তক্ষেপ এর লক্ষ্য কী হবে তা সমাজকর্মী, এজেন্সী এবং সেবাগ্রহীতা যৌথভাবে নির্ধারণ করে।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

৪. মূল্যায়ন ও পরিসমাপ্তি

Evaluation and Termination

মূল্যায়ন এবং পরিসমাপ্তি ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রক্রিয়া। ব্যক্তি সমাজকর্মে মূল্যায়ন বলতে, সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা এবং ব্যর্থতা যাচাইয়ের প্রয়াসকে বোঝানো হয়। সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর যথার্থতা যাচাই এবং নিরূপণের লক্ষ্যে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। মূল্যায়ন কার্যক্রম ধারাবাহিক এবং গতিশীল। এটি সমস্যাগ্রস্ত সেবাগ্রহীতার সঙ্গে ব্যক্তি সমাজকর্মীর প্রথম সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শুরু হয় এবং শেষ মুহূর্ত অবধি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে কার্যকর থাকে। মূল্যায়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে গৃহীত এবং বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সফলতা, ব্যর্থতা, ত্রুটি ইত্যাদি যাচাই করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার সাফল্য নির্ভর করে কার্যকর ও ধারাবাহিক, মূল্যায়নের উপর। মূল্যায়ন হলো তথ্যভিত্তিক উপসংহার (Evaluation is the conclusion reached based in the facts.) ।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী পরিসমাপ্তি হলো সমাজকর্মী এবং সেবাগ্রহীতার মধ্যেকার কর্মসম্পর্ক অর্থাৎ পেশাগত সম্পর্কের সমাপ্তি করণের একটি সুশৃঙ্খল প্রণালী। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য অর্জিত হলে, নির্দিষ্ট কর্মসময় অতিবাহিত অথবা সেবাগ্রহীতার সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ না করলে বা নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করলে পরিসমাপ্তি সংঘটিত হয়। পরিসমাপ্তি মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা হয়। সমাপ্তি পর্যায়ে ভবিষ্যত সমস্যা মোকাবেলা এবং ভবিষ্যত চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ কীভাবে যোগান দেয়া হবে তা নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্যক্তি সমাজকর্ম অনুশীলনে সেবাদানের পরিসমাপ্তির তিনটি নৈতিক উপায় হলো-

১. সেবাগ্রহীতাকে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এ বিষয়ে অবগত করা;

২. সেবাগ্রহীতার প্রয়োজন পূরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন সেবা প্রদানকারী অন্য প্রতিষ্ঠনে প্রেরণ;

৩. যখন সেবাগ্রহীতা সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি মেনে নিতে সম্মত না হয়, তখন অযৌক্তিক দাবি এবং সুপারিশের পরিবর্তন করা। যখন সেবাগ্রহীতা এগুলো গ্রহণে সম্মত না হয় তখন সমাধান প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটানো।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজকর্ম পদ্ধতি

টপিক – ০৩ ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান

ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান

অনুধ্যান

আচরণ সংশোধনের ক্ষেত্রে অনুধ্যান ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিক। এতে অনুধ্যানের সময় সমস্যার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া এবং পর্যবেক্ষণের সময় যে আচরণটি পরিবর্তন করা হবে সে আচরণটি সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে। জ্যাক্স নামক বালকের বেশ কতগুলো আচরণগত সমস্যা ছিল। সবচেয়ে আপত্তিজনক আচরণগত সমস্যাগুলো হলো- অন্য শিশুদের আঘাত করা, শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন জিনিসপত্রে লাথি মারা এবং অন্য শিশুরা তাকে পাল্টা আঘাত করলে অথবা শিক্ষক তাকে সংশোধন করতে চাইলে শপথ করা।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান

সমস্যা নির্ণয়

ব্যক্তি সমাজকর্মী জ্যাকস-এর অস্বাভাবিক আচরণের কারণ নির্ণয় বা কেন সে এধরনের আচরণ করে তা নির্ধারণের চেষ্টা করেননি। কারণ সামাজিক ইতিহাস (social history) সংগ্রহ ব্যক্তি সমাজকর্মীর উদ্দেশ্য নয়। বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জ্যাক্সের আচরণের পৌনঃপৌনিকতা এবং মারাত্মক প্রভাবের চিত্র অংকন করা। ব্যক্তি সমাজকর্মীর পর্যবেক্ষণের সময় যে বিষয়টি বিশেষভাবে ধরা পড়েছে তা হলো জ্যাক্সের শিক্ষক এবং সহপাঠীদের মনোযোগ এবং প্রতিক্রিয়াই তার আপত্তিজনক আচরণকে অক্ষুন্ন ও বজায় রাখছে। জ্যাক্সের আচরণের প্রতি তাদের অনুভূতিজ্ঞাপক এবং মনোযোগ দেয়ার ধরনই আপত্তিজনক আচার-আচরণ করতে তাকে শক্তি যুগিয়েছে। অর্থাৎ জ্যাক্সের শিক্ষক এবং সহপাঠীরা তার আপত্তিজনক আচার-আচরণকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ ও অধিক মনোযোগ দেয়ায় সে অধিক উৎসাহিত হয়েছে।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান

হস্তক্ষেপ

জ্যাক্স-এর আচরণ সংশোধনের লক্ষ্যে সমাজকর্মী গৃহীত কার্যক্রম এখানে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো। সমাজকর্মীর নিকট আগত সেবাপ্রার্থীর বিশেষ কোন আচরণকে নিরুৎসাহিত করার একটা বিশেষ উপায় হলো সেই আচরণটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব না দেয়া অর্থাৎ 'Pay no attention' কৌশল অবলম্বন করা। যখন আমরা 'কোন একটি আচরণকে শক্তিশালী করো না' (do not reinforce a behaviour) একথা বলি, তখন মূলত আমরা বলতে চাই 'সংশ্লিষ্ট আচরণকে অবজ্ঞা করো' (ignore the behaviour)। জ্যাকসের সমস্যার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী তাই করেছিলো। জ্যাক্স প্রত্যেকবারই ব্যক্তি সমাজকর্মীর উপস্থিতিতে বাজে শব্দ (crude words), আশেপাশের জিনিসপত্রে লাথি মারা অথবা আক্রমণাতক আচরণ প্রকাশের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতো। সমাজকর্মী জ্যাকসের প্রতিটি আচরণই অবজ্ঞা করতো। এক্ষেত্রে জাক্সের আচরণ পরিবর্তনের জন্য সামাজিক 'সন্তুষ্টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে সমাজকর্মী অনুভব করেন। কারণ শিশু আচরণের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য, "Children repeat behaviour if it is rewarded and avoid behaviour if it is punished or ignored." জ্যাকসকে ধারাবাহিকভাবে সামাজিক সন্তুষ্টি (Social reinforcement) অর্থাৎ সমাজ অনুমোদিত কাজের ও আচরণের জন্য প্রসংশা করা, উপহার প্রদান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়, যাতে আক্রমণাতক আচরণের জায়গায় অনুমোদিত আচরণ স্থান পায়।

যেমন- সংশোধনের পূর্বে জ্যাক্সকে যখন তার থাকার হোস্টেল পরিস্কারের কথা বলা হতো, তখন সে ইট, বিল্ডিং তৈরির ব্লক লাথি মারতো। যখন তার এর্ প কাজের জন্য শিক্ষকগণ তিরস্কার করতো তখন সহপাঠীরা হাসতো। সমাজকর্মী আচরণ সংশোধন চিকিৎসা শুরুর পর সমাজকর্মী জ্যাকসের আক্রমণাতক আচরণ এড়িয়ে গিয়ে ব্লক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় নিয়োজিত অন্যান্য শিশুদের সামাজিক সন্তুষ্টি বা পুরস্কার (Scially reinforce) দেয়া শুরু করলেন। সমাজকর্মী তাদের উদ্দেশে বলতো, "Thank you Bobby for being such a good helper, your blocks look so straight and nice" এভাবে অন্যান্য শিশুদের সামাজিক ভাবে অনুমোদন দেয়া হতো। এর্ প প্রশংসা পাবার জন্য জ্যাক্সের সহপাঠীদের মধ্যে প্রচেষ্টার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। জ্যাকসের আচরণের' প্রতি কোন ছাত্র এক মুহূর্তের জন্যও মনোযোগ দেয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যে পরিস্কারের কাজে জ্যাকস অংশগ্রহণ শুরু করে। সমাজকর্মী তাকেও অন্যান্য ছেলেদের মতো মৌখিক প্রশংসা করেন। শিক্ষণ তত্ত্বের সাপেক্ষীকরণের নীতি ও কৌশল প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগের - মাধ্যমে (Direct application of conditioning principles and techniques) নির্দিষ্ট অস্বাভাবিক আচরণ সংশোধনে সমাজকর্মী সক্ষম হয়েছিলেন। অবাঞ্চিত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অস্বাভাবিক আচরণ পরিবর্তন, সংশোধন বা বিকল্প আচরণ শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাভলভ উদ্ভাবিত সাপেক্ষীকরণ নীতি ও কৌশল সাফল্য বয়ে আনতে পারে।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান

ব্যক্তি সমাজকর্মের সহায়ক প্রক্রিয়া

'সমস্যাগ্রস্ত সেবাপ্রার্থীর তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন এবং সমাধানের লক্ষ্যে ব্যক্তি সমাজকর্মে কতগুলো সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। সমস্যার টেকসই সমাধানে সহায়ক বিধায় এগুলোকে সহায়ক পদক্ষেপ বা স্তর বলা হয়। এখানে সহায়ক পদক্ষেপগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো-

পূর্বাভাস বা অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা (Prognosis): সমস্যা নির্ণয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে সমস্যার তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া হতে সেবাপ্রার্থীকে সাময়িক মুক্ত করার লক্ষে যে স্বল্পকালীন অন্তবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাই পূর্বাভাস। এতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মানসিক চাপ, উত্তেজনা, উদ্বেগ ইত্যাদি দূর হয়ে স্বস্তির ভাব ফিরে আসে, যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুসরণ (Follow-up): সমস্যা সমাধানের সামগ্রিক দিক অবলোকন এবং যাচাইয়ের জন্য অনুসরণ করতে হয়। এটি সমস্যার পুনঃআবির্ভাব রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, করে। মূল্যায়নের অত্যন্ত সহায়ক হচ্ছে অনুসরণ।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান

প্রেরণ (Referral): সমস্যাগ্রস্ত সেবাপ্রার্থীর সমস্যা সম্পর্কে জানার পর যদি দেখা যায়, আগত প্রতিষ্ঠানে তার সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের তেমন সুযোগ নেই; তখন তার সমস্যা সমাধানের স্বার্থে তাকে যথাযথ প্রতিষ্ঠনে প্রেরণ করা হয়। প্রেরণ সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পন্ন করা হয়।

উল্লেখ্য, ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সহায়ক ও মৌল পদক্ষেপ পৃথকভাবে আলোচনা করা হলেও এদের পারস্পরিক সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সময় যুগপৎভাবে সবগুলো পদক্ষেপ একসঙ্গে গ্রহণ করা হয়।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান

ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাধারণত নিচের চারটি সমাধান পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

সমর্থনমূলক সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Supportive Treatment Method); সংশোধনমূলক সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Modifying Treatment Method); প্রত্যক্ষ সমাধান পদ্ধতি (Direct Treatment Method); এবং পরোক্ষ সমাধান পদ্ধতি (Indirect Treatment Method)।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান

সমর্থনমূলক সমস্যা সমাধান পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমর্থনমূলক পদ্ধতি বলতে সমস্যাগ্রস্ত সেবাগ্রহীতার ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়নে তার ব্যক্তিত্বের অহংয়ের প্রতিরক্ষণ কাঠামোর (Ego machanism of defence) মধ্যে কতগুলো কৌশল প্রয়োগ করাকে বোঝায়। সমর্থনমূলক সমস্যা সমাধান পদ্ধতি হলো, সমাজকর্মী এবং অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যবহৃত সাহায্য করার এমন একটি প্রক্রিয়া, যা প্রধানত পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের নমুনা ও ধরন সংরক্ষণে ব্যক্তিকে সাহায্য করা হয়। সমর্থনমূলক পদ্ধতি সাধারণত নিচের দু'টি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করা হয়।

প্রথম, যে সব বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ কারণে ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা বা কর্মক্ষমতা সাময়িকভাবে বাঁধাগ্রস্ত হয়, সেগুলো দূরীকরণের লক্ষ্যে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

দ্বিতীয়, যে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা হারিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় আবেগের বসে কাজ করার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না, সেসব সমস্যা মোকাবেলায় সমর্থনমূলক পদ্ধতি অনুশীলন করা হয়।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান

সমর্থনমূলক পদ্ধতির কৌশল: সমর্থনমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য কতগুলো কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সমাজকর্ম অভিধানে সাক্ষাৎকার, পুনঃনিশ্চয়তা, উপদেশ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, যুক্তিযুক্ত আলোচনা, মুক্ত আলোচনা, সেবাগ্রহীতার সামর্থ্য ও সম্পদ নির্দেশকরণ ইত্যাদি কৌশলগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে সমর্থনমূলক পদ্ধতি অনুশীলন কৌশলগুলো আলোচনা করা হলো। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী এসব কৌশল প্রয়োগ করা হয়। যেমন-
এমন অনেক সেবাগ্রহীতা (Client) রয়েছে, যারা সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম। প্রদত্ত তথ্যাদির শূন্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে তথ্য প্রদান কৌশল প্রয়োগ করা হয়। আবার অজ্ঞতা, ভয়-ভীতি, উদ্বিগ্নতা বা অনিয়ন্ত্রিত আবেগ ইত্যাদি কারণে সেবাগ্রহীতার গঠনমূলক কার্যক্রম যখন বাধাগ্রস্ত হয়, তখন উপদেশ ও নির্দেশনা কৌশল প্রয়োগ করে যথাযথ কার্য গ্রহণের নির্দেশনা দান করা হয়।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান

সংশোধনমূলক পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সংশোধন পদ্ধতি বলতে এমন কতগুলো কৌশলের প্রয়োগকে বোঝায়, যেগুলোর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার আত্মরক্ষার্থে গৃহীত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার আচরণের বাহ্যিক ধরন এবং অভ্যন্তরীণ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে সংশোধন আনয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, সেবাগ্রহীতার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন এবং তার মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যার্জনে সংশোধনমূলক পদ্ধতির অন্যতম কৌশল হিসেবে ব্যাখ্যাকরণ (Clarification)-কে গ্রহণ করা হয়। সেবাগ্রহীতাকে এমনভাবে সাহায্য করার প্রচেষ্টা চালানো হয়, যাতে সে তার সার্বিক আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলোকে সমন্বিত দৃষ্টিকোণ হতে প্রত্যক্ষণ ও অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এতে সেবাগ্রহীতা নিজের আচরণ মূল্যায়নের সুযোগ লাভ করে। সেবাগ্রহীতার সার্বিক এবং সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সমাজকর্মী সাহায্য করে। সেবাগ্রহীতাকে তার অতীত আচরণের সাথে বর্তমান আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্ক, বর্তমান অবস্থার উপর অতীতের অবাঞ্ছিত অবস্থার প্রভাব ইত্যাদি বিষয় অনুধাবনে সমাজকর্মী উৎসাহিত করেন। সমাজকর্মী সেবাগ্রহীতার অর্জিত জ্ঞান নেতিবাচক আচরণ নিয়ন্ত্রণে এবং তার মধ্যে গঠনমূলক ও বাস্তবমুখী পরিবর্তনে সাহায্য করেন।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান

প্রত্যক্ষ সমাধান পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সমস্যা সমাধান পদ্ধতি প্রথম ব্যবহার করেন প্রখ্যাত সমাজকর্মী ম্যারি রিচমন্ড (Mary Richmond)। এ পদ্ধতি সমাজকর্মীর সঙ্গে সেবাগ্রহীতার সরাসরি ও মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়ার লক্ষ্যে পরিকল্পিত। সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, প্রত্যক্ষ সমস্যা সমাধান হলো কতগুলো হস্তক্ষেপ কর্মপ্রক্রিয়া, যেগুলো ব্যক্তি সমাজকর্ম অথবা ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মে ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে সমাজকর্মী সেবাগ্রহীতার সুনির্দিষ্ট আচরণ পরিবর্তন ও উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রত্যক্ষ সমাধান পদ্ধতিতে সেবাগ্রহীতা তার লক্ষ্যে সর্বোত্তম উপায়ে কীভাবে পৌঁছতে পারে সে ব্যাপারে সুশৃঙ্খল ও সচেতন নির্দেশনা এবং উপদেশ দেয়া হয়।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান

পরোক্ষ সমাধান পদ্ধতি

ব্যক্তি সমাজকর্মের পরোক্ষ সমাধান পদ্ধতি সেবাগ্রহীতার সমস্যা সমাধানে ব্যক্তিগত ও সরাসরি যোগাযোগের পরিবর্তে পরোক্ষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, সেবাগ্রহীতার পক্ষে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি বিশ্লেষণের জন্য Indirect treatment পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। এতে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের পরিবর্তে পরোক্ষ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়। মধ্যস্থতা (Mediation), শিক্ষা (Education), আইনগত সেবা (Advocacy), সম্পদ চিহ্নিতকরণ (Locating resources) ইত্যাদি পরোক্ষ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজকর্ম পদ্ধতি

টপিক – ০৪ পেশাগত সম্পর্ক (র‍্যাপো)

পেশাগত সম্পর্ক (র‍্যাপো)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পেশাগত সম্পর্ক (র‍্যাপো)

পেশাদার সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গে সমাজকর্মীর পেশাগত সম্পর্ক। পেশাগত সম্পর্ককে 'Therapeutic Relationship' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। পেশাদার সমাজকর্মের পরিভাষায় এরূপ বিশেষ সম্পর্ককে র‍্যাপো (Rapport) বলা হয়। ইংরেজি Rapport (র‍্যাপো) শব্দের অর্থ হলো সহানুভূতিপূর্ণ বা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। আভিধানিক সংজ্ঞা অনুযায়ী, র‍্যাপো হলো এমন সৌহার্দ্যপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ পরস্পরকে ভালোভাবে বোঝতে পারে। (Rapport is a close relationship in which people understand each other very well.)

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী, "সমাজকর্ম অনুশীলনে র‍্যাপো হলো অনুভূতি, স্বার্থ, মতামত প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ, সুসংগঠিত এবং সমানুভূতিপূর্ণ অবস্থা, যা সমাজকর্মী ও সেবাপ্রার্থীর মধ্যে পারস্পরিক উপলব্ধিরভিত্তিতে কর্মসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।" ব্যক্তি সমাজকর্মে পেশাগত সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হলো এটি পূর্ব থেকে তৈরি বা রচিত কোন সম্পর্ক নয়, বরং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সমাজকর্মী ও সেবাগ্রহীতার সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্তঃযোগাযোগ (Pleasant and comfortable intercommunication) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পেশাগত সম্পর্ক। পেশাগত সম্পর্ক সম্পূর্ণ অস্থায়ী এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের মতো আবেগ নির্ভর নয়। এটি উদ্দেশ্যমূলক বিশেষ ধরনের কর্ম সম্পর্ক।

পেশাগত সম্পর্ক (র‍্যাপো)

সেবাগ্রহীতা কোন না কোন ধরনের জীবন সমস্যা নিয়ে অসহায় অবস্থায় সমাজকর্মীর নিকট আসে। সমস্যা সমাধানের স্বার্থে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠে। সেবাগ্রহীতা সবসময় আবেগ প্রবণ ও হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় নিজেকে সহায়হীন ভাবতে থাকে। এমতাবস্থায় সমাজকর্মী যখন সেবাগ্রহীতার প্রতি সহানুভূতি ও সমানুভূতি প্রদর্শন এবং সমস্যা সমাধানের প্রতি অধিক মনোযোগী হন, তখন উভয়ের মধ্যে পেশাগত সম্পর্কের সূচনা হয়। পেশাগত সম্পর্ক সবসময় ইতিবাচক (Positive relationship) হয়।

পেশাগত সম্পর্ক (র‍্যাপো)

পেশাগত সম্পর্কের উদ্দেশ্য

ব্যক্তি সমাজকর্মের যে সব বিশেষ উদ্দেশ্য পেশাগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক, সেগুলো হচ্ছে-

সেবাগ্রহীতার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে সে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পায়।

সেবাগ্রহীতার ব্যক্তিত্ব, আচার-আচরণ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রভাবিত করা।

সেবাগ্রহীতার সমস্যার সম্ভাব্য সর্বোত্তম সমাধানের উপায় খোজে বের করা।

যথাযথ ও কার্যকর ভূমিকা পালনে সেবাগ্রহীতার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ এবং নির্দেশনা দান।

সমস্যাগ্রস্ত অবস্থায় সেবাগ্রহীতার সম্মুখে বাস্তবতা ও আবেগজনিত সমস্যার উপস্থাপন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দান।

পেশাগত সম্পর্ক (র‍্যাপো)

সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সার্বিক তথ্য সংগ্রহে এবং তথ্যদানে সেবাগ্রহীতার আস্থা অর্জন।

সেবাগ্রহীতার মানবীয় ক্ষমতা বিকাশ সাধন, পরিবার এবং সমষ্টি সম্পদের যথাযথ প্রয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

সেবাগ্রহীতার অভ্যন্তরীণ মানসিক যাতনা, অস্বস্থিকর আবেগ, অনুভূতি, হতাশা, ব্যর্থতা প্রভৃতি প্রকাশে সুযোগদান, যাতে সে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় এবং অবচেতন আবেগ ও অনুভূতি (Unconscious emotion and feelings) সমাজকর্মীর উপর সঞ্চালনের (Transference) সুযোগ পায়। কারণ আবেগের স্থানান্তর বা সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে সেবাগ্রহীতা 'হালকা অনুভব করে।

পেশাগত সম্পর্ক (র‍্যাপো)

পেশাগত সম্পর্ক রচনার বিশেষ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

পেশাগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য উষ্ণ আন্তরিকতা (Warmth), অকৃত্রিমতা (Genuineness) এবং যথার্থতা (Congruence) হলো সমাজকর্মীর অপরিহার্য গুণাবলী। ব্যক্তি সমাজকর্মের পেশাগত সম্পর্কের উপাদান হিসেবে গ্রহণ, প্রত্যাশা, সমর্থন এবং উদ্দীপনাকে (Acceptance, Expectation, Support and Stimulation) চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া অন্য একটি উপাদান হলো কর্তৃত্ব (Authority) । পেশাগত সম্পর্ক রচনার পাঁচটি উপাদানের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এখানে দেয়া হলো-

গ্রহণ বা স্বীকার করে নেয়া (Acceptance): ব্যক্তি সমাজকর্মী এবং সেবাপ্রার্থী পরস্পর পরস্পকে স্বীকৃতি ও অনুমোদন না দিলে পেশাগত সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। গ্রহণের অর্থ হলো একজন অন্যজনকে আস্থা, সম্মান, মর্যাদা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা। গ্রহণ হলো ব্যক্তি সমাজকর্মে পেশাগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য উপাদান, তবে একমাত্র উপাদান নয়। গ্রহণসহ অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতিতে পেশাগত সম্পর্ক তৈরি হয়।

পেশাগত সম্পর্ক (র‍্যাপো)

প্রত্যাশা (Expectation): প্রত্যাশার অর্থ হলো "কর্মে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত ভবিষ্যত ফলাফল বা অনুকূল সাড়াদান সম্পর্কিত পূর্বজ্ঞান অথবা পূর্বাভাস।" সবধরনের সম্পর্কের পেছনেই কোন না কোন অনুকূল সাড়া বা আচরণ মানুষ প্রত্যাশা করে। ব্যক্তি সমাজকর্মের ক্ষেত্রে সমাজকর্মী ও সেবাপ্রার্থী সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশা নিয়ে পেশাগত সম্পর্ক রচনা করে। প্রত্যাশা ছাড়া পেশাগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পেশাগত সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে সেবাপ্রার্থীর মধ্যে যেসব প্রত্যাশার উদ্ভব হতে পারে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

সেবাপ্রার্থী তার আত্মমর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান প্রত্যাশা করে। সেবাপ্রার্থী (Client) নিজের ইতিবাচক ও নেতিবাচক আবেগ অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে নিজেকে হালকা করার প্রত্যাশা করতে আগ্রহী থাকে। সেবাপ্রার্থী সমাজকর্মীর নিকট স্বীয় দুর্বলতা, অক্ষমতা, অপরাধবোধ, হীনমন্যতা প্রভৃতি বিষয়ে সহানুভূতি ও সমানুভূতির

পেশাগত সম্পর্ক (র‍্যাপো)

পেশাগত সম্পর্ক রচনার বিশেষ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

সমর্থন এবং উদ্দীপনা (Support and stimulation): পেশাগত সম্পর্ক তৈরির জন্য সমাজকর্মী সেবাপ্রার্থীর অপ্রকাশিত আবেগ-অনুভূতি, মানসিক যন্ত্রণা প্রভৃতি নেতিবাচক দিকগুলো প্রকাশের জন্য বিভিন্ন আচার-আচরণ সমর্থনের মাধ্যমে তাকে উদ্দীপনা প্রদান করেন। সমাজকর্মী ও সেবাপ্রার্থীর পারস্পরিক সমর্থন ও উদ্দীপনা পেশাগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ব্যক্তি সমাজকর্মীর নিকট থেকে সমর্থন ও উদ্দীপনা (Support and stimulus) না পেলে সেবাপ্রার্থীর সঙ্গে অর্থবহ পেশাগত সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না।

কর্তৃত্ব (Authority): পেশাগত সম্পর্ক রচনার বিশেষ একটি উপাদান হলো কর্তৃত্ব। পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার দিক হতে ব্যক্তি সমাজকর্মী অধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী -এই অর্থে কর্তৃত্ব প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যক্তি সমাজকর্মে পেশাগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব বলতে পেশাদার বিশেষজ্ঞের কর্তৃত্ব (Authority of expertness) অর্থাৎ এজেন্সীর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির আওতায় সমাজকর্মীর নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে।

পেশাগত সম্পর্ক (র‍্যাপো)

র‍্যাপো বা পেশাগত সম্পর্কের গুরুত্ব

ব্যক্তি সমাজকর্মের মূল প্রেরণা ও প্রধান চালিকাশক্তি হলো পেশাগত সম্পর্ক। মনীষী রেক্স এ স্কিডমোর (Rex A. Skidmore)-এর ভাষায় "The relationship is the mainspring of social work with individuals and families.' সার্বিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা এবং ব্যর্থতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে পেশাগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উপর। সেবাপ্রার্থীর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমাজকর্মী তাকে কীভাবে এবং কতটা নিশ্চয়তার ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন, সে সম্পর্কে সদা চিন্তিত থাকেন। এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনার পরিসমাপ্তি কার্যকর পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ঘটে। পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সেবাপ্রার্থী এবং সমাজকর্মী পরস্পর পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠে। এতে সেবাপ্রার্থীর আস্থা ও বিশ্বাস এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়, সে সমাজকর্মীর নিকট আস্থার সঙ্গে যাবতীয় তথ্যাদি প্রকাশ করে। ফলে সমাজকর্মীর পক্ষে সমস্যা বিশ্লেষণ ও চিহ্নিত করা সহজ হয়।

কার্যকর পেশাগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সেবাপ্রার্থীর মানবীয় ক্ষমতার বিকাশ, পরিবার এবং সমষ্টির সম্পদ যথাযথভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

পেশাগত সম্পর্ক (র‍্যাপো)

ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ ক্ষেত্র

পেশাদার সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো ব্যক্তি সমাজকর্ম। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশ এবং মানসিক উপাদান ও কারণগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপের মধ্যদিয়ে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ব্যক্তি সমাজকর্মের জ্ঞান ও কৌশল সারা বিশ্বে ব্যাপক হারে প্রয়োগ করা হচ্ছে। উন্নত বিশ্বে সমাজসেবাখাতে নিয়োজিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম অনুশীলনে নিয়োজিত। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে সমাজসেবায় নিয়োজিত সামাজিক এজেন্সীগুলোতে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্মের যেসব বিশেষায়িত শাখায় ব্যক্তি সমাজকর্ম অনুশীলন করা হয়, সেগুলো হলো চিকিৎসা সমাজকর্ম, ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম, সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম, শিল্প সমাজকর্ম, স্কুল সমাজকর্ম, প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম, পুলিশ সমাজকর্ম এবং মিলিটারি সমাজকর্ম। ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- স্বাস্থ্যসেবা ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা; স্কুল সংশ্লিষ্ট সমস্যা; পরিবার এবং শিশুকল্যাণ সেবা; অপরাধ ও কিশোর অপরাধ সংশোধন সেবা; প্রবীণদের সেবা; মাদকাসক্ত নিরাময়, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি; প্রতিবন্ধী ও দৈহিক অক্ষমদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন সেবা; পরিবারকেন্দ্রিক সেবা; যুবসেবা এজেন্সী এবং সামাজিক সাহায্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা।

পেশাগত সম্পর্ক (র‍্যাপো)

আমেরিকারসহ পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে আবেগীয় সমস্যাগ্রস্ত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সেবা প্রদানে মিলিটারি সমাজকর্ম (Military social work) নামে সমাজকর্ম অনুশীলন করা হচ্ছে। অন্যদিকে, পুলিশ সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের কর্মসংশ্লিষ্ট চাপ (Job related stresses) নিরসনে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্ম অনুশীলনের এ ক্ষেত্রটি Police social work নামে পরিচিত। সমাজকর্মের বিশেষ শাখা Military social work এবং Police social work-এ ব্যক্তি সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের সবগুলো পদ্ধতির মূল উৎস (Social casework is the mother of all social work methods)। সমাজকর্ম অনুশীলনের বিচিত্র ও বহুমুখী সেবা প্রদানে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা হয়। পরিবর্তনশীল সমাজে যেসব ব্যক্তি মানবিক গুণাবলী ও যোগ্যতা অর্জনে বঞ্চিত বলে অনুভব করে, তাদের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো ব্যক্তি সমাজকর্ম।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজকর্ম পদ্ধতি

টপিক – ০৫ দল সমাজকর্ম

দল সমাজকর্ম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

দল সমাজকর্ম

দলের ধারণা

দল হলো একটি সামাজিক একক। অভিন্ন উদ্দেশ্য যখন দুই বা ততোধিক লোক পারস্পরিক মিথক্রিয়ায় লিপ্ত হয়, তখন দল গঠিত হয়। দল হলো অভিন্ন উদ্দেশ্য স্বীকৃত সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ায় নিয়োজিত একাধিক লোকের সমাবেশ। যারা উল্লেখযোগ্য তিবাহিত করে নিজেদের দলের সদস্য হিসেবে দেখে এবং বাইরে থেকেও তাদেরকে দলের সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। একধিক উদ্দেশে দল গঠিত হতে পারে।

দল সমাজকর্ম

দলের সংজ্ঞা

যখন দুই বা ততোধিক লোক সুস্পষ্ট সামাজিক সম্পর্ক এবং একটি স্বীকৃত ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সামাজিক সংগঠনের আওতায় অভিন্ন সাধারণ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় নিয়োজিত হয়, তখন সামাজিক দলের উদ্ভব ঘটে। আভিধানিক বিশ্লেষণে দল হলো পারস্পরিক স্বার্থ প্রণোদিত লোকের সমষ্টি, যারা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে সক্ষম।" (A collection of people, brought together by mutual interests, who are capable of consistent and uniform action.)

সমাজবিজ্ঞানী জিস্বার্ট (Gisbert) এর মতে, সামাজিক দল হলো ব্যক্তির সমষ্টি, যারা স্বীকৃত সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় নিয়োজিত। (Social group is a collection of individuals interacting on each other under a recognizable structure.)"

দল সমাজকর্ম

দল সম্পর্কে বাস্তবধর্মী সংজ্ঞা প্রদান করেছেন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ই. ইউব্যাংক (Earl Eubank) । তাঁর মতে, "দল হচ্ছে দুই বা ততোধিক লোকের মানসিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠা একটি সম্পর্ক, যে সম্পর্ক তাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে। যাতে তারা নিজেদের পৃথক সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে।" (A group is two or more persons in a relationship of psychic interaction, whose relationship with one another may be abstracted and distinguished from their relationships with all others so that they must be thought of as an entity.)

সামাজিক দলের কতগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে সমাজ মনোবিজ্ঞানী শেরীফ বলেছেন, “দল হলো একটি সামাজিক একক। দলীয় সদস্যদের সামাজিক পদমর্যাদা এবং ভূমিকার ভেতর একটি সুষ্ঠু সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। দলের নিজস্ব মূল্যবোধ বা আদর্শ থাকে, যা দলীয় সদস্যদের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে।” সহজ ও সংক্ষেপে বলা যায়, অভিন্ন এক বা একাধিক লক্ষ্যার্জনে পরিচালিত এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী কাঠামোর আওতাভুক্ত জনসমাবেশকেই দল বলা হয়।

দল সমাজকর্ম

দলের বৈশিষ্ট্য

বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে দলের কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দলের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুই বা ততোধিক লোকের সমাবেশ। দলীয় লক্ষ্য, প্রকৃতি এবং পরিধির পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয়। যেমন পরিবার হচ্ছে একটি সামাজিক দল। পরিবারের প্রকৃতি অনুযায়ী এর সদস্য সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে। সমস্বার্থ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত একাধিক লোকের সমাবেশ যখন পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মানসিক ক্রিয়া দ্বারা আবদ্ধ হয় তখন দল গঠিত হয়। সম স্বার্থপ্রণোদিত ব্যক্তির সমাবেশকেই দল বলা যায় না। সংঘবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে যখন সুস্পষ্ট সামাজিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তখন সামাজিক দল গঠিত হয়। সুতরাং দল গঠনের জন্য সদস্যদের মধ্যে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

দল সমাজকর্ম

সদস্যদের মধ্যে যখন সুস্পষ্ট সামাজিক সম্পর্ক এবং স্বীকৃত সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে সাধারণ স্বার্থকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া গঠিত হয়, তখন দলের আবির্ভাব ঘটে। দলীয় লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনকে কেন্দ্র করে দলীয় সদস্যদের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া সংঘটিত হতে হবে। পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়াহীন সমাবেশকে দল বলা যায় না। বোধগম্য আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক অপেক্ষাকৃত স্থায়ী দলীয় কাঠামোর উপস্থিতি দল গঠনের বিশেষ উপাদান। দলীয় কাঠামো দলীয় সদস্যদের আচার-আচরণ নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দলের নিজস্ব মূল্যবোধ ও আদর্শ থাকে। দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া এবং আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক হচ্ছে দলীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ। দল গঠনের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো দলের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে প্রত্যেক সদস্যের সচেতন থাকা। সামাজিক দল তার সদস্যদের মধ্যে একটি দলীয় মনোভাব বা চেতনা (Group spirit) সৃষ্টি করে। প্রত্যেক সদস্য অভিন্ন মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই দলের বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে নিজ স্বার্থকে অভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে বিবেচনা করে। দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক ভাব বিনিময়, দলের সদস্যদের মনোঃসামাজিক ঐক্য (Psycho-social unity) পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান সামাজিক দলের সংহতি ও ঐক্যের ভিত্তি। পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া এবং স্বীকৃতি দলীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর অভাবে দল বেশিদিন স্থায়ী হয় না।

দল সমাজকর্ম

দলের শ্রেণিবিভাগ

দল সমাজকর্ম অনুশীলনে ব্যবহৃত দলের শ্রেণি বিভাগ এবং সামাজিক দলের শ্রেণি বিভাগ এক নয়। সামাজিক দলের গঠন প্রকৃতি, সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য এবং কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে দল বিভিন্ন ধরনের হয়। সামাজিক দলের গঠন প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য ব্যাখ্যার জন্য দলকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। অন্যদিকে, দল সমাজকর্ম অনুশীলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দলের শ্রেণি বিভাগ করা হয়। দলের উল্লেখযোগ্য শ্রেণিবিভাগের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক দল, গৌণ দল, অন্তর্বর্তী দল, অন্তর্দল, বহির্দল, আনুষ্ঠানিক দল, অনানুষ্ঠানিক দল প্রভৃতি। সমাজতাত্ত্বিক দিক হতে সমাজবিজ্ঞানী সিএইচ কুলি (CH Cooley) সামাজিক দলকে প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ দল (Primary group) এবং গৌণ বা মাধ্যমিক দল (Secondary group)-এ দু'শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।

দল সমাজকর্ম

প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ দল

প্রাথমিক দল হচ্ছে সবচেয়ে সহজ এবং সর্বজনীন। প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ দল্ বলতে সে দলকে বোঝায়, যে দলের সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং পরিচিতি বিদ্যমান থাকে। এসব দলের সদস্যদের মধ্যে একাত্ববোধ বা আমরাভাব (We feeling) অত্যন্ত প্রকট। পরিবার এরূপ দলের উদাহরণ।

মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ সিএইচ কুলী তাঁর "Social Organization" গ্রন্থে প্রাথমিক দলের কতগুলো বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেছেন। প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে প্রাথমিক দল গড়ে উঠে এবং এসব দলের পরিধি বা সদস্য সংখ্যা সীমিত থাকে। ব্যক্তিগত সান্নিধ্য এবং সাহচর্য লাভই এরূপ দলের প্রধান লক্ষ্য। এগুলো আবেগ নির্ভর দল এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠে। আনুষ্ঠানিক কোন চুক্তি বা অঙ্গীকারের ভিত্তিতে দল গঠিত হয়

না। প্রাথমিক দলের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। এ দলে সদস্যদের আচরণে আনুষ্ঠানিকতা তেমন থাকে না। প্রাথমিক দলের বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে পরিবার, শিশুদের খেলার দল, প্রতিবেশী দল ইত্যাদি।

দল সমাজকর্ম

প্রাথমিক দল হলো সর্বজনীন এবং মানব সমাজের বিকাশের প্রতিটি স্তরে এসব দলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। সমাজ জীবনে প্রাথমিক দলের অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন, বিকাশ এবং সামাজিকীকরণে প্রাথমিক দলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। সিএইচ কুলি যৌক্তিকভাবেই এগুলোকে "The nursery of human nature" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এসব দলের নীতি ও আদর্শ ব্যক্তির চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রাথমিক দলের সদস্যদের মধ্যে যে নিবিড় আবেগনির্ভর সম্পর্ক গড়ে উঠে তা পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি এবং সহযোগিতার মনোভাব ও উৎসাহ সৃষ্টি করে।

দল সমাজকর্ম

পরোক্ষ বা মাধ্যমিক দল

যে দলের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক রীতি মাফিক এবং পরোক্ষ পরিচয় ভিত্তিক, সে দলকে পরোক্ষ বা মাধ্যমিক দল বলা হয়। এরূপ দলের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে একটি সাধারণ দলীয় চেতনা রয়েছে এবং এরূপ চেতনা থেকে সৃষ্ট ঐক্যবোধ মাধ্যমিক দলের মূলভিত্তি। প্রাথমিক দলের তুলনায় এসব দল অপেক্ষাকৃত কৃত্রিম। সদস্যদের সম্পর্ক অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক, পরোক্ষ ও বাহ্যিক (Impersonal, secondary and formal) ।

পরোক্ষ দলের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ততোটা ঘনিষ্ঠ ও. মুখোমুখি নয় এবং প্রাথমিক দলের তুলনায় এসব দলের পরিধি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও বিস্তৃত।

এসব দলে উদ্দেশ্যই মুখ্য, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ গৌণ বিধায় আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির ভিত্তিতে এরূপ দল গড়ে উঠে। প্রাথমিক দলের তুলনায় এসব দলের স্থায়ীত্ব অপেক্ষাকৃত কম। দলীয় সদস্যদের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব সুস্পষ্টরূপে নির্ধারিত থাকে। পরোক্ষ বা মাধ্যমিক দলের উদাহরণ হচ্ছে বিভিন্ন শ্রমিক সংঘ, রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক সমিতি ইত্যাদি।

দল সমাজকর্ম

অন্তর্দল (In groups): ব্যক্তি যে দলের সদস্যভুক্ত এবং যে দলের সদস্যদের সঙ্গে সে পারস্পরিক প্রীতি, সহানুভূতি ও আনুগত্যের বন্ধনে গভীরভাবে আবদ্ধ সেটি ব্যক্তির নিকট অন্তর্দল বলে গণ্য হয়। এরূপ দলকে "We group" বলা হয়। আমরা করি, আমরা অনুভব করি, আমরা বিশ্বাস করি, ইত্যাদি উক্তির মাধ্যমে সদস্যদের দলীয় আনুগত্য প্রকাশিত হয়।

বহির্দল (Out groups): ব্যক্তি যে দলের সদস্য নয় এবং যে দল সম্পর্কে ব্যক্তি উদাসীন অথবা বিরুদ্ধভাব পোষণ করে, সে দলকে বহির্দল বলা হয়। এরূপ দলকে "They group" বলা হয়। খেলাধূলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবগুলো এরূপ দলের উদাহরণ।

অনানুষ্ঠানিক দল (Informal group) বলতে সে দলকে বোঝায়, যে দলের সদস্যভুক্তি ও কার্যাবলি রীতিমাফিক অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হয় না।

দল সমাজকর্ম

সমাজকর্ম অনুশীলনে দলের শ্রেণিবিভাগ (কী ধরনের দলের সঙ্গে সমাজকর্ম অনুশীলন করা হয়?)
দল সমাজকর্ম পদ্ধতির অপরিহার্য উপাদান হলো দলীয় ধারণা ও অভিজ্ঞতা। দলীয় পরিবেশের মাধ্যমে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুশীলন করা হয়। দল বিচিত্র ধরনের ও বৈশিষ্ট্যের হয়। কোন দল দীর্ঘমেয়াদী, কোনটি স্বপ্ন স্থায়ী হয়। কোন দলের সদস্যভুক্তি উন্মুক্ত থাকে, আবার কোন দলের সদস্যভুক্তি সীমাবদ্ধ থাকে (Closed or open membership)। আবার উদ্দেশের দিক হতে কোনটি সুষ্ঠু সমাজিক মিথষ্ক্রিয়ার (Social interaction) উদ্দেশ্য, আবার কোনটি হয়তো সদস্যদের সুপ্ত প্রতিভা ও অনাবিষ্কৃত অন্তর্নিহিত সত্তা বিকাশের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গঠিত। অনেক সময় জীবন চক্রের (life cycle) স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে প্রত্যেকের জীবনে দলের আবির্ভাব ঘটে। যেমন পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিসমূহ (School classes), সঙ্গী দল (Peer group), পেশাগত দল (Professional groups) এবং রাজনৈতিক দল (Political parties) ।

দল সমাজকর্ম

সমাজকর্ম অনুশীলনের জন্য প্রধানত Treatment Group এবং Task Group এ দু'ধরনের দল ব্যবহার করা হয়। Treatment Group হলো, সেসব দল যেগুলোর উদ্দেশ্য হলো দলীয় অভিজ্ঞতার আলোকে সদস্যদের ব্যক্তিগত আচরণে পরিবর্তন সাধনে সক্ষম করে তোলা। Task group হলো, সেসব দল যেগুলো দলের বাইরের কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠন করা হয়। (Those group whose purpose is to attain some objecvtive external to the group) |

দল সমাজকর্ম অনুশীলনে যে সব বিশেষ প্রকৃতির ও শ্রেণির Treatment Group এবং Task Groups মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সামাজিক দল, মনোঃচিকিৎসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দল, নির্দেশনাধর্মী দল, শিক্ষামূলক দল ইত্যাদি।

দল সমাজকর্ম

দল সমাজকর্মের সংজ্ঞা

সমাজকর্ম অনুশীলনে যখন আমরা দল সমাজকর্মকে একটি পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করি, তখন দলীয় পরিবেশে মানুষের সঙ্গে কাজ করার সুশৃংখল ও সুপরিকল্পিত উপায়কে নির্দেশ করি। সাধারণভাবে দল সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির সেদিককে বোঝায়, যাতে গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানে সহায়তা করা হয়।

এ্যানসাইক্লোপিডিয়া অব সোশ্যাল ওয়ার্ক (Encyclopaedia of Social Work-1995) গ্রন্থে দল সমাজকর্মের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, দলের সঙ্গে সমাজকর্ম অনুশীলন বলতে, সমাজকর্ম মূল্যবোধ অনুশীলন নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি, দল ও সমাজের প্রত্যাশিত লক্ষ্যার্জনের জন্য দলের ধারণা প্রয়োগ করাকে নির্দেশ করে।"

সমাজবিজ্ঞানী জি কনপকা (G Konopka)-এর মতে, "দল সমাজকর্ম, সমাজকর্মের এমন একটি পদ্ধতি, যার উদ্দেশ্য গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সদস্যদের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন এবং ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগত সমস্যার কার্যকর মোকাবেলায় সহায়তা করা।

দল সমাজকর্ম

দল সমাজকর্মের সংজ্ঞা

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞা অনুযায়ী, "দল সমাজকর্ম পেশাদার সমাজকর্মের একটি পদ্ধতি, যা স্বল্প সংখ্যক লোক যারা অভিন্ন স্বার্থ ও সাধারণ সমস্যা নিয়ে নিয়মিত মিলিত হয় এবং নির্দিষ্ট কতগুলো লক্ষ্যার্জনে পরিকল্পিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে, তাদের সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়।"

দল সমাজকর্মের বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এইচ.বি. ট্রেকার (Harleing B. Trecker) । তাঁর মতে, "দল সমাজকর্ম এমন একটি পদ্ধতি, যাতে ব্যক্তিকে দলীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আওতায় দল সমাজকর্মী কর্তৃক সাহায্য করা হয়। দল সমাজকর্মী দলীয় কার্যাবলিতে সদস্যদের মিথষ্ক্রিয়াকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, যাতে দলীয় সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে নিজেদের প্রয়োজন এবং সামর্থ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে উন্নতি লাভের সুযোগ পেয়ে ব্যক্তিগত, দলগত ও জনসমষ্টিগত উন্নয়নে সক্ষম হয়।"

এইচবি ট্রেকার চিত্রের মাধ্যমে দল সমাজকর্মের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রক্রিয়া ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। নিচের ব্যাখ্যা হতে সমাজকর্মের পদ্ধতি হিসেবে দল সমাজকর্ম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভকরা যায়।

দল সমাজকর্ম

দল সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্য

দল সমাজকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে ব্যক্তিকে দলের সদস্য হিসেবে সাহায্য করা হয় এবং দলীয় সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতা এবং দলীয় পরিবর্তন, উন্নয়ন ও গঠনকে সমাজকর্ম অনুশীলনের মূল উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

মনীষী এইচবি ট্রেকার (HB Trecker) দল সমাজকর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেছেন, "দল সমাজকর্ম কোন কার্যক্রম নয়, বরং বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম পরিচালনার সুশৃংখল উপায়। দল সমাজকর্ম বিভিন্ন ধরনের দলের সঙ্গে কাজ করার উপায়কে নির্দেশ করে।" মনীষী গ্রেস কয়েল (Grace Coyle)-এর মতে, "দল সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো দল সমাজকর্মে ব্যক্তিগত বৃদ্ধি ও বিকাশের মাধ্যম হিসেবে দলীয় অভিজ্ঞতার আওতায় সামাজিক সম্পর্ককে ব্যবহার করা হয়। এজন্য সমাজকর্মীরা সামাজিক দায়িত্ব পালন ক্ষমতার উন্নতি এবং সক্রিয় নাগরিকতার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করে, যাতে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উন্নতি ঘটে।" দল সমাজকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য, সামাজিক দলের ধারণা, সম্পর্ক এবং অভিজ্ঞতাকে সমাজকর্ম অনুশীলনের কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করা।

দল সমাজকর্ম

দল সমাজকর্মের উদ্দেশ্য

পেশা হিসেবে সমাজকর্মের সামগ্রিক উদ্দেশের সঙ্গে দল সমাজকর্মের উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত ও সাদৃশ্যপূর্ণ। দল সমাজকর্মের উদ্দেশ্য হলো দলীয় পরিবেশে ব্যক্তির বিকাশ এবং সামাজিক উন্নয়নে দলের ধারণা প্রয়োগের মাধ্যমে দলকে সাহায্য করা। দল সমাজকর্ম সামাজিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের এমন একটি মাধ্যম, যেখানে দলীয় লক্ষ্যার্জনে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গ্রহণে সদস্যরা সুযোগ পায়। দলীয় সদস্যদের নতুন ধারণা শিখতে, নতুন দক্ষতা উন্নয়নে, দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে এবং ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা লাভে সাহায্য করা হয়। আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির (NASW) দল সমাজকর্মের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছে। এতে বলা হয়েছে, "দল সমাজকর্ম দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সাহায্য করে। যখন দলের সদস্যদের সম্ভাবনাময় ভূমিকা বিপদগ্রস্ত বা সংকটের সম্মুখীন হয়, তখন দল সমাজকর্ম প্রতিরোধের উদ্দেশে অনুশীলন করা হয়। দলের সদস্যরা আচরণগত সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, তখন দল সমাজকর্ম সংশোধনের উদ্দেশে অনুশীলন করা হয়। যখন দলের সাধারণ বিকাশ ও উন্নতির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়, তখন সদস্যদের ব্যক্তিগত উন্নতি, শিক্ষা ও দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণে সাহায্য করা হয়। "

রবার্ট এল বার্কার সম্পাদিত সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী দল সমাজকর্মের উদ্দেশ্য হলো- তথ্যের বিনিময়, সামাজিক এবং মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধি, মূল্যবোধগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং সমাজবিরোধী আচার-আচরণকে কল্যাণমুখী ও উৎপাদনশীল খাতে পরিবর্তন।

দল সমাজকর্ম

সাধারণভাবে দল সমাজকর্মের উদ্দেশ্য হলো, ব্যক্তির সামাজিক অভিযোজন (Social adjustment of the individual) অধিক শক্তিশালীকরণ এবং দলের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (Developing the social consciousness of the group)। দল সমাজকর্মীরা বিশ্বাস করে জনগণের পারস্পরিক সন্তোষজনক অভিজ্ঞতা হতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটে। সমাজকর্ম অনুশীলনের একক হিসেবে দলীয় দায়িত্বশীলতা, এজেন্সী এবং জনসমষ্টির মধ্যে অবস্থিত অন্যান্য দলের সঙ্গে অংশায়ন সম্পর্কের উন্নতি সাধন -করা দল সমাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য।

দলের ও জনসমষ্টির কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণে সদস্যদের সাহায্য করা দল সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য। দল সমাজকর্ম দলীয় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ব্যক্তি যাতে সৃজনশীল কর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করে।

দল সমাজকর্ম

দল সমাজকর্মের উদ্দেশের মধ্যে রয়েছে জনসমষ্টির জীবন ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করা (Enriches community life)। দল সমাজকর্ম ব্যক্তিকে দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে কীভাবে নিজ আচার-আচরণ দায়িত্ব সহকারে গ্রহণ করতে হয় এবং কীভাবে সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে নিজেকে পরিণত করা যায়, সে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দান করে।

দল সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আদর্শ ও কাঠামো দলীয় সদস্যদের প্রভাবিত করে, সেসবের মধ্যে প্রত্যাশিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে দলীয় সদস্যদের সাহায্য করা। এক্ষেত্রে দল সমাজকর্মের উদ্দেশ্য দলের প্রতিটি সদস্যকে প্রত্যাশিত সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্ব উপলব্ধিতে ও পরিবর্তন আনয়নে অধিক সক্রিয় করে গড়ে তোলতে সাহায্য করা। যাতে প্রত্যাশিত সামাজিক পরিবর্তনে দলীয় সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা পালনে সচেতন হয়ে উঠে।

দল সমাজকর্ম

দল সমাজকর্মের উপাদান

যেসব অপরিহার্য বিষয়াবলীর সমন্বয়ে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি পরিচালিত, সেগুলো দল সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। এসব উপাদানের কোন একটির অনুপস্থিতিতে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি বাস্তবে অনুশীলন করা যায় না। দল সমাজকর্ম অনুশীলনের উপাদান প্রসঙ্গে এইচবি ট্রেকার (HB Trecker) বলেন, সমাজকর্মী, দল এবং সামাজিক এজেন্সী-এ তিনটি হলো দল সমাজকর্মের উপাদান। তাঁর ভাষায়, "Social group work requires a worker, a group and a social agency in a community setting all working together to accomplish agreed upon purpose." সমাজকর্মী, দল, এজেন্সী এ তিনটির বাইরে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া (Group work process) যার মাধ্যমে বিভিন্ন দলীয় প্রক্রিয়াকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং দল সমাজকর্মের চারটি অপরিহার্য উপাদান হলো-দল (Group); দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান (Group Work Agency); দল সমাজকর্মী (Social Group Worker); দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া (Group Work Process) ।

দল সমাজকর্ম

১. দল (Group): দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে দল। দল ছাড়া দল সমাজকর্ম অনুশীলন করা যায় না। দুই বা ততোধিক লোক যখন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও অভিন্ন স্বার্থ অর্জনের জন্য একতাবদ্ধ হয়ে সামাজিক এবং মানসিক মিথস্ক্রিয়া করে, তখন তাকে দল বলা হয়। দলের কার্যকর সংজ্ঞায় (Working definition) বলা যায়, "দল হলো একাধিক লোকের সমাবেশ, যারা উল্লেখযোগ্য সময় একত্রে কাটায়, নিজেদেরকে দলের সদস্য হিসেবে দেখে এবং বাইরে থেকেও তাদেরকে দলের সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সমাজকর্মী উদ্দেশ্যমূলকভাবে এরূপ দল গঠন করেন। যেমন- কোন হাসপাতালের মানসিক রোগীদের নিয়ে গঠিত দল, মাদকাসক্ত সন্তানদের মায়েদের নিয়ে গঠিত দল।

দল সমাজকর্ম

সমাজকর্ম অনুশীলনে দলের বৈশিষ্ট্য হলো দলীয় পরিধি সীমিত হওয়া। দলের পরিধি এমন হতে হবে, যাতে দলীয় সদস্যরা পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে, পরিচিত হতে এবং দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। দল সমাজকর্মী প্রতিটি সদস্যকে জানতে এবং বোঝতে পারে সেজন্য দলের পরিধি সীমিত হতে হয়। সমাজকর্ম অনুশীলনের উপাদান হিসেবে আবেগ নির্ভর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছোট দলের মধ্যে বিদ্যমান থাকে বিধায় ছোট দলকে সমাজকর্ম অনুশীলনের জন্য গ্রহণ করা হয়। পরিবারের মতো ছোট দলগুলোকে সমাজকর্মে ক্ষুদ্র সমাজব্যবস্থা (Small social system) হিসেবে গ্রহণ করা যায়। দলকে অবশ্যই এজেন্সী এবং দল সমাজকর্মীকে গ্রহণ ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা এবং সামর্থ্য থাকতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত দল সাহায্য প্রার্থনা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজকর্ম অনুশীলনের উপাদান হিসেবে দল গণ্য হয় না।

দল সমাজকর্ম

২. দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান (Group Work Agency): সমাজকর্ম হলো এজেন্সী নির্ভর পেশা (Agency based profession)। যেসব প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সী দল সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে বিভিন্ন দলকে সাহায্য করে, সেগুলো দল সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দলকে সেবা প্রদান করা হয়। দল সমাজকর্মী এজেন্সী বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে দলীয় লক্ষ্য অর্জনে সদস্যদের সাহায্য করেন। পেশাদার সমাজকর্মীদের পেশাগত অনুশীলনের প্রায় সবদিকই এজেন্সীর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

দল সমাজকর্ম অনুশীলনের মৌলিক উপাদান হলো সামাজিক এজেন্সী। দলের সঙ্গে সমাজকর্ম অনুশীলনের নির্ধারক সামাজিক এজেন্সী। দলের সঙ্গে কীভাবে কাজ করা হবে তা এজেন্সী দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। দল সমাজকর্মী স্বাধীন এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ের অনুশীলনকারী নন। তার পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা নির্দিষ্ট জনসমষ্টিতে অবস্থিত এজেন্সীর প্রতিনিধি হিসেবে অনুশীলন করা হয়। কারণ জনসমষ্টি এজেন্সীর সেবা প্রত্যাশা করে এবং এজেন্সীকে সেবা প্রদানের যথাযথ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে।" শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র, যুবকল্যাণ কেন্দ্র, দিবাযত্ন কেন্দ্র, মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র, অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি দল সমাজকর্ম এজেন্সীর উদাহরণ।

দল সমাজকর্ম

৩. দল সমাজকর্মী (Group Worker) : সমাজকর্মী হলেন সমাজকর্মের উপর স্নাতক বা মাষ্টার ডিগ্রীপ্রাপ্ত যিনি সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা পেশাগত সমাজসেবা প্রদানে অনুশীলন করেন। এজেন্সীর প্রতিনিধি হিসেবে সমাজকর্মী যখন দলীয় পরিবেশে সমাজকর্ম অনুশীলনে নিয়োজিত হন, তখন তাকে দল সমাজকর্মী হিসেবে বিশেষায়িত করা হয়। দল সমাজকর্মের মৌলিক উপাদান হলো সমাজকর্মী। সমাজকর্মী যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় দলের সঙ্গে সমাজকর্ম অনুশীলন করেন, সেটি হলো দল সমাজকর্মের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য।

দল সমাজকর্মী বিভিন্ন ধরনের দলকে এমনভাবে কাজ করতে সক্ষম করে তোলেন, যাতে দলীয় মিথস্ক্রিয়া এবং কর্মসূচিগুলো ব্যক্তির উন্নয়নে ও প্রত্যাশিত সামাজিক লক্ষ্যার্জনে অবদান রাখতে পারে। দল সমাজকর্মী উদ্দেশ্যমূলকভাবে দলীয় মিথস্ক্রিয়া পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। দলীয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলনের মাধ্যমে দলকে সাহায্য করাই দল সমাজকর্মীর মূল কাজ।

দল সমাজকর্ম

৪. দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া (Group Work Process): দল সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া। দল সমাজকর্ম অনুশীলনে গৃহীত সুশৃংখল ধারাবাহিক কার্যক্রম যাতে দলীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট মিথষ্ক্রিয়া সমাজকর্মী উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিচালিত করে, তাকে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলা হয়। সংক্ষেপে দল সমাজকর্মী যখন দলীয় প্রক্রিয়াকে (Group process) পরিকল্পিত উপায়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিচালিত করেন, তখন তাকে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলা হয় (Group process when influenced by the group worker, becomes group work process)। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া তখন কার্যকর হয়, যখন সমাজকর্মী ব্যক্তি ও দলের উন্নয়নে দলীয় সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত মিথষ্ক্রিয়াকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করে।

দল সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান বা হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়াগুলো (Intervention processes) দলকে পরিচালিত করার হাতিয়ার। দল সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ (Intervention) অর্থাৎ দলকে সাহায্যদানের নির্দেশনা (Guidelines) হলো দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া।

দল সমাজকর্ম

দল সমাজকর্মের নীতিমালা

পেশাদার সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে দল সমাজকর্মের কতগুলো অনুশীলন নীতিমালা রয়েছে। দল সমাজকর্মীদের এসব নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও সচেতনভাবে অনুসরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। দল সমাজকর্মের নীতিগুলো হলো-

১. পরিকল্পিত উপায়ে দল গঠন, ২. সুনির্দিষ্ট উদ্দশ্যে নির্ধারণ, ৩. উদ্দেশ্যমূলক কর্মী-দল সম্পর্কিত, ৪. দল স্বতন্ত্রীকরণ, ৫. দলীয় মিথষ্ক্রিয়া পরিচালনা, ৬. গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দান, ৭. নমনীয় কর্ম কাঠামো কর্মসূচি, ১. দলীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার, ১০. মূল্যায়ন।

এইচবি ট্রেকার (HB Trecker) প্রণীত দল সমাজকর্মের অনুসৃত মৌলিক নীতিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

দল সমাজকর্ম

১. পরিকল্পিত উপায়ে দল গঠন (Principle of planned group formation) : দল সমাজকর্ম অনুশীলনে দল প্রত্যয় হলো মৌলিক একক, যার মাধ্যমে দলীয় পরিবেশে ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করা হয়। এজন্য সমাজকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর দায়িত্ব হলো পরিকল্পিত উপায়ে দল গঠন অথবা গঠিত দলকে (Already formed groups) সচেতনভাবে গ্রহণ করা, যাতে দলীয় সম্ভাবনাকে সদস্যদের ব্যক্তিগত বিকাশ ও প্রয়োজন পূরণে, ইতিবাচক সম্পদে (Positive potential) পরিণত করা যায়।

পরিকল্পিত দল গঠনের লক্ষ্যে সদস্য নির্বাচন করতে হলে সমাজকর্মীকে ব্যক্তির মূল্যবোধ, বয়স, লিঙ্গ, বুদ্ধি, সহনশীলতা, অহমের ক্ষমতা ইত্যাদি গুণাবলীর প্রতি সচেতন থাকতে হয়। অন্যদিকে, পূর্বে গঠিত দলের সঙ্গে যখন সমাজকর্মী দল সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুশীলন করে, তখন তাকে দলীয় অবস্থাকে ইতিবাচক শক্তিতে পরিণত করার পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

দল সমাজকর্ম

২. সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ নীতি (Principles of specific objectives): দল সমাজকর্মে সমাজকর্মীকে ব্যক্তিগত ও দলীয় উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। দল এবং সদস্যদের প্রয়োজন ও সামর্থ্যের প্রতি সচেতন থেকে সমাজকর্মী যখন দলীয় উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করেন, তখন সমাজকর্মী স্বীয় পছন্দ অপছন্দের পরিবর্তে দলের স্বার্থকে স্পষ্ট করে তোলে ধরেন। সমাজকর্মী দলীয় পরিবেশে সদস্যদের এমনভাবে সাহায্য করেন, যাতে তারা নিজেদের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা যাচাই করে সে অনুযায়ী দলীয় উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়।

৩. উদ্দেশ্যমূলক কর্মী-দল সম্পর্ক স্থাপন (Principle of purposeful worker-group relationship): দল সমাজকর্ম অনুশীলনে দলের সদস্য ও সমাজকর্মীর পারস্পরিক গ্রহণশীলতার ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে সচেতন উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। দল এবং সমাজকর্মীর পারস্পরিক গ্রহণশীলতার মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক পেশাগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দল সমাজকর্মী, দলীয় সদস্যদের এমন আন্তরিকতা ও মর্যাদা সহকারে গ্রহণ করবেন, যাতে দলীয় সদস্যরাও তাকে অনুরূপভাবে গ্রহণ করতে পারে। পারস্পরিক গ্রহণশীলতার উপর কর্মী-দল সম্পর্ক গড়ে উঠে। কর্মী-দল সম্পর্ক হচ্ছে একটি দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সমাজকর্মী ও দলের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়। দল-সমাজকর্মী সম্পর্ক কার্যকর ও অর্থবহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দলীয় সদস্যরা সমাজকর্মী এবং এজেন্সীর প্রতি অধিক আস্থাশীল হয়ে উঠে।

দল সমাজকর্ম

৪. ধারাবাহিক দল স্বতন্ত্রীকরণ (Principle of continuous individualization): দল সমাজকর্ম অনুশীলনে বিভিন্ন দলের স্বাতন্ত্র্য সত্তা ও পার্থক্যকে স্বীকৃত সত্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়। দলীয় স্বাতন্ত্র্যের কারণেই ব্যক্তি তাদের বিচিত্র প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে দলীয় অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করে। এজন্য সমাজকর্মীকে ধারাবাহিক দল স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসরণ করতে হয়। প্রতিটি সামাজিক দল এবং এর সদস্যরা স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রতিটি দলের সম্পদ, সামর্থ্য, দক্ষতা, চাহিদা ও লক্ষ্য ভিন্ন ধরনের হয়। এ নীতির মাধ্যমে প্রতিটি দলের পৃথক সত্তার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

৫. দলীয় মিথস্ক্রিয়া পরিচালনা (Principle of guided group interaction): দল সমাজকর্ম অনুশীলনের কর্ম শক্তির প্রধান উৎস হলো দলীয় মিথস্ক্রিয়া (Group interaction), যা দলকে চালিত করে। দলীয় সদস্যদের মিথস্ক্রিয়া দল এবং সদস্যদের পরিবর্তন আনয়নকে প্রভাবিত করে। দল সমাজকর্মী পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে দলীয় মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিচালিত করেন। দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজকর্মী দলীয় মিথস্ক্রিয়াকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সচেতনভাবে পরিচালিত করেন।

৬. দলের গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দান (Principle of democratic group self-131 determination): দল সমাজকর্ম অনুশীলনে দলকে অবশ্যই এমনভাবে পেশাগত সেবা প্রদান করতে হয়, যাতে দল নিজস্ব ক্ষমতা ও সামর্থ্যের প্রেক্ষাপটে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গ্রহণে সক্ষম হয়। এ নীতির যথাযথ অনুসরণ ও প্রয়োগ দলীয় সদস্যদের ক্ষমতা, দক্ষতা, মতামত এবং সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা দান করে। দল সমাজকর্মী দলের নিজস্ব মতামত ও সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। দলকে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম ও স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে এ নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। এ নীতির মূল কথা হচ্ছে দলকে তার নিজস্ব সামর্থ্য এবং দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এর অর্থ দাঁড়ায়, দলীয় সিদ্ধান্ত এবং কর্মসূচি উন্নয়নের মূল দায়িত্ব সমাজকর্মীর নয় বরং দলের।

দল সমাজকর্ম

৭. নমনীয় কর্মকাঠামো (Principle of flexible functional organization) : সাধারণত প্রত্যেক দলেরই একটি আনুষ্ঠানিক সংগঠন বা দলীয় সদস্যদের ব্যবস্থাপনার একটি কাঠামো থাকে। এরূপ আনুষ্ঠানিক কাঠামো সদস্যদের দলীয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলে। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দলীয় কাঠামোতে পরিবর্তনের সুযোগ রাখা একান্ত প্রয়োজন। দলীয় সংগঠনকে সচল ও সময় উপযোগী করে তোলা আলোচ্য নীতির মূল লক্ষ্য। দলীয় সাংগঠনিক কাঠামো সহজ ও নমনীয় হলে সদস্যরা অতি সহজে তা বোঝতে পারে। এতে তারা দলে নিজের অবস্থান যেমন উপলব্ধি করতে পারে, তেমনি অন্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং মর্যাদা বিষয়ে সচেতন থাকতে পারে।

৮. প্রগতিমুখী কর্মসূচির অভিজ্ঞতা অর্জন নীতি (Principle of Progressive Program Experiences) : এ নীতির মূল কথা হলো, দল সমাজকর্মে সেসব কর্মসূচির অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে, যেগুলো সদস্যদের স্বার্থ, চাহিদা, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা এবং দলের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমাজের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দলীয় উন্নয়নের স্বার্থে গতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দল সমাজকর্ম

দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া

দল সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াগুলো জটিল এবং দলকে পরিচালিত করার হাতিয়ার। দল সমাজকর্মীকে ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে দলের সঙ্গে সমাজকর্ম অনুশীলন করতে হয়। দল সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ (Intervention) অর্থাৎ সমস্যা সমাধানে দলকে সাহায্য করার নির্দেশনা হলো দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া। দলীয় ক্ষমতা এবং দলীয় মিথস্ক্রিয়া হলো দল সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ এর মাধ্যম। দল সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দল সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া। দল সমাজকর্মী যখন দলীয় প্রক্রিয়াকে (Group process)। দলীয় সমস্যা সমাধানে সুষ্ঠু ও সুশৃংখল উপায়ে উদ্দেশ্যমূলক সচেতনভাবে পরিচালিত করেন, তখন তাকে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলা হয়। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া তখন কার্যকর হয়, যখন সমাজকর্মী ব্যক্তি ও দলের উন্নয়নে দলীয় সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত মিথস্ক্রিয়াকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করে। দল সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সদস্যদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজকর্মী পরিচালনা করেন।

দল সমাজকর্ম

এ্যানসাইক্লোপেডিয়া অব সোশ্যাল ওয়ার্ক-এর ব্যাখ্যানুযায়ী দল সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়াগুলো হলো- দলীয় গঠন (Group Composition); অনুধ্যান বা সমস্যা নির্ণয় (Assessment); লক্ষ্য নির্ধারণ এবং লক্ষ্যার্জনে যোগাযোগ স্থাপন (Goal setting and contracting); কর্মসূচি নির্ণয় বা কর্মসূচি পূর্বলেখন (Programmíng); মূল্যায়ন এবং পরিসমাপ্তি (Evaluation and ending)।
দলীয় সমস্যা সমাধানে উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলো সমাজকর্মের মূল্যবোধ, দল সমাজকর্ম অনুশীলন তত্ত্ব, দল সমাজকর্ম গবেষণা, অনুশীলন প্রজ্ঞা (Practice wisdom), সামাজিক বিজ্ঞানের তত্ত্বাদি, দল সমাজকর্মের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

দল সমাজকর্ম

১. দলীয় গঠন (Group Composition): দল গঠন এ প্রক্রিয়া দলীয় ব্যবস্থার (Group system) সদস্যপদের নির্বাচন ও পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। (This process to the selection and modification of the membership of the group system.) দল সমাজকর্মী দলের সদস্য নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে দলের গঠনকে (Group's composition) প্রভাবিত করতে পারেন। দল গঠনের সময় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো দলের পরিধি (size) এবং সদস্যদের গুণাবলী যেমন বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, দলীয় ব্যবস্থাপনা ও ভূমিকা পালনের সামর্থ্য ইত্যাদি। দলীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দল গঠনের সময় দলীয় সদস্যদের মধ্যে সাধারণ কতগুলো বিষয়ে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হয়। যাতে অভিন্ন স্বার্থে যৌথভাবে দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে সদস্যরা উৎসাহী হয়।

দল সমাজকর্ম

২. অনুধ্যান (Assessment): দল সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় অনুধ্যান (assessment) বলতে দলীয় ব্যবস্থা কীভাবে বিকাশ লাভ করছে, ব্যক্তিগত ও দলীয় লক্ষ্যার্জনে দলের কতটুকু উন্নতি ঘটছে এবং দলের বাইরে সদস্যদের ভূমিকা ও সমর্থন কোন পর্যায়ে রয়েছে তা যাচাই করে দেখাকে নির্দেশ করে। দলীয় কার্যক্রম অনুধ্যানের বিষয়গুলো দলীয় প্রক্রিয়ার (Group process) বিভিন্ন দিককে নিয়ে আবর্তিত। দলীয় সংহতি, দলীয় লক্ষ্যের সুস্পষ্টতা (Goal clarity), সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা, দলীয় যোগাযোগ কাঠামো (Communication structures), দলীয় কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ, দলের সদস্যদের মান নির্ধারক প্রক্রিয়া (Normative processes), দলীয় সমস্যা সমাধান, দলীয় দ্বন্দ্ব ও তার সংশোধনের ধরন, দলীয় উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো দলীয় প্রগতি মূল্যায়ন ও হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নির্ধারণে সহায়তা করে।

দল সমাজকর্ম

৩. লক্ষ্য নির্ধারণ এবং লক্ষ্যার্জনে চুক্তি সম্পাদন (Goal setting and contracting) : দল সমাজকর্ম হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটি গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ কৌশল হলো Goal setting and contracting. অর্থাৎ দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যার্জনে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন করা। এ দুটো প্রক্রিয়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। দলীয় লক্ষ্য হলো পরিণতি, যা অর্জনের জন্য দলীয় সদস্যরা ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে ভূমিকা পালনে নিয়োজিত থাকে। অন্যদিকে, দলীয় সদস্য এবং সমাজকর্মীর পারস্পরিক সম্মতি চুক্তিকে (Members and worker's mutual agreement) সাধারণত 'Contract' বলা হয়। দলীয় সদস্য, এজেন্সী এবং সমাজকর্মীর বিভিন্ন প্রত্যাশার পরিপেক্ষিতে একটা সাধারণ ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে (A common ground) নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

দল সমাজকর্ম

৩. লক্ষ্য নির্ধারণ এবং লক্ষ্যার্জনে চুক্তি সম্পাদন (Goal setting and contracting) : দল সমাজকর্ম হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটি গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ কৌশল হলো Goal setting and contracting. অর্থাৎ দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যার্জনে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন করা। এ দুটো প্রক্রিয়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। দলীয় লক্ষ্য হলো পরিণতি, যা অর্জনের জন্য দলীয় সদস্যরা ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে ভূমিকা পালনে নিয়োজিত থাকে। অন্যদিকে, দলীয় সদস্য এবং সমাজকর্মীর পারস্পরিক সম্মতি চুক্তিকে (Members and worker's mutual agreement) সাধারণত 'Contract' বলা হয়। দলীয় সদস্য, এজেন্সী এবং সমাজকর্মীর বিভিন্ন প্রত্যাশার পরিপেক্ষিতে একটা সাধারণ ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে (A common ground) নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

দল সমাজকর্ম

যোগাযোগ (Contracting) একটি প্রতিকারমূলক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় দলের লক্ষ্য ও লক্ষার্জনে পদ্ধতি এবং দলীয় সমস্যা সমাধান সম্পর্কে পারস্পরিক নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা বিষয়ে সুস্পষ্ট উপলব্ধি বা আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে পৌছানো হয়। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আলোচনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (Through contracting process) সমাজকর্মী এবং দলীয় সদস্যরা কীভাবে দলীয় সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দলের উন্নতি করবে সে ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দল সমাজকর্মী এবং দলীয় সদস্যরা চিহ্নিত লক্ষ্যে কীভাবে পৌঁছবে সে সম্পর্কে একটা কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (working agreement) পৌছেন। এরূপ চুক্তি লিখিত অথবা মৌখিক উভয় ধরনের হতে পারে। দলের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে Contracting process স্বল্পমেয়াদী অথবা দীর্ঘ মেয়াদী হয়।

দলীয় লক্ষ্যার্জনে চুক্তি প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে সমাজকর্মী ও দলীয় সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে উঠে। চুক্তিবদ্ধ সমঝোতার মাধ্যমে সমাজকর্মী সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় দলীয় সদস্যদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান এবং দলের পরিপূর্ণ অংশীদার হবার সুযোগ সৃষ্টি করেন।

দল সমাজকর্ম

৪. কর্মসূচি প্রণয়ন (Programming): কর্মসূচি হলো দলীয় সমস্যা সমাধানে কী করা হবে সে সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা ও নির্দেশনা। সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, "Program is a plan and guideline about what is to be done." দল কমাজকর্ম হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমাজকর্মের অন্যান্য পদ্ধতির হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য হলো এতে কর্ম অভিজ্ঞতাকে (action-oriented experiences) পরিকল্পিত উপায়ে দলীয় উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়। দল সমাজকর্ম পদ্ধতিতে দলীয় সদস্যদের সৃজনশীল সম্ভাবনাকে দলীয় সংহতি ও বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে এবং দলীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হয়। দলের সঙ্গে সমাজকর্ম অনুশীলনে কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং তার ফলাফল মূল্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকর্মীরা হলো সৃজনশীল কর্মসূচি রচনার বা তৈরির রক্ষাকবচ (Social workers are in the vanguard of creative programming)। বিভিন্ন দলীয় পদ্ধতি (group approaches) যেমন সাইকোড্রামা, সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ (Social skills training) ব্যবহারের মাধ্যমে দলীয় সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয়। দলীয় সমস্যা সমাধানে কার্যকর কর্মসূচি প্রণয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

দল সমাজকর্ম

দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

দল সমাজকর্ম অনুশীলনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিগত, দলগত এবং পরিবেশগত পর্যায়ে হস্তক্ষেপ। দলীয় পর্যায়ে হস্তক্ষেপ (Group level Interventions) হলো দল সমাজকর্ম অনুশীলনের মূল প্রতিপাদ্য। দলীয় পর্যায়ে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো দলকে নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের একক (Unit for help) হিসেবে গড়ে তোলতে সাহায্য করা। দল একটি গতিশীল সত্তা। দলীয় লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সদস্যদের মধ্যে সৃষ্ট পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া হচ্ছে দলীয় গতিশীলতার মূল উৎস। দল সমাজকর্মী, দলীয় লক্ষ্যার্জনে দলকে কোন্ পদ্ধতিতে সাহায্য করবেন তা নির্ভর করে দলীয় সমস্যা, দলের গঠন কাঠামো, পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া এবং দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠানের নীতি, সম্পদ ও সাহায্য দান প্রক্রিয়ার উপর।

দল সমাজকর্ম

ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার (Walter A Friedlander) দলীয় সমস্যা সমাধানের পাঁচটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। এখানে পাঁচটি পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১. প্রভুত্বমূলক বা কর্তৃত্বমূলক পদ্ধতি (The Dictatorial or Authoritarian Method) :

এ পদ্ধতিতে দলনেতা বা দল সমাজকর্মী সদস্যদের যেরূপ আদেশ করেন, সদস্যরা বিনা বাক্য ব্যয়ে তা করে থাকে। এ পদ্ধতিতে দলীয় সদস্যদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ এবং মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকে না। সামাজিক দলে এ পদ্ধতির তেমন অনুশীলন হয় না। সমাজকর্ম অনুশীলনে গঠিত চিকিৎসা দল, টাস্কগ্রুপ (Treetment group, Task group)-এর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। সামাজিক দলের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি আংশিকভাবে অনুশীলন করা হয়।

দল সমাজকর্ম

২. দৃষ্টান্তমূলক পদ্ধতি (The Personification method): এতে দল সমাজকর্মী দলীয় কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যেরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, দলীয় সদস্যরা তা অনুসরণ করে।
সদস্যরা তাদের নিজস্ব সম্পদ ও ক্ষমতা আবিষ্কারের চেষ্টা না করে সমাজকর্মীকে অনুসরণ করে থাকে। মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কিশোর অপরাধ সংশোধনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দলকে ধারাবাহিকভাবে সাহায্য করা হলে, দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সদস্যরা সমাজকর্মীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে দল সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না। তবে অনেক সময় দলীয় সদস্যদের নিজস্ব সামর্থ্য ও দক্ষতা সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয়ী হতে অথবা দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রেরণা যোগানোর দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে এ পদ্ধতি অনুশীলন করা হয়।

দল সমাজকর্ম

৩. শিক্ষামূলক পদ্ধতি (The Preceptive Method): এ পদ্ধতিতে দল সমাজকর্ম দলীয় লক্ষ্য অর্জনে সদস্যদের যেরূপ শিক্ষা ও উপদেশ দিয়ে থাকেন, সদস্যরা সে অনুযায়ী কাজ করে থাকে। এতে দলীয় সদস্যরা নিজেদের সম্পদ ও সামর্থ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করে না। সাধারণত শিশু-কিশোর সংগঠনে এ জাতীয় পদ্ধতি অনুশীলন করা হয়ে থাকে।

৪. উদ্দেশ্য বা চাতুর্যমূলক পদ্ধতি (The Manipulative Method): এ পদ্ধতিতে দল সমাজকর্মী নিজের মতামত ও সিদ্ধান্তকে দলীয় সদস্যদের উপর এমনভাবে চাপিয়ে দেন, যাতে তারা মনে করে এটি তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। অনেক সময় দল সমাজকর্মী এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন, যাতে দলীয় সদস্যদের তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। দলীয় দ্বন্দ্ব দূরীকরণে সামাজিক দলে এ পদ্ধতি অনুশীলন করা হয়ে থাকে।

দল সমাজকর্ম

৫. সক্ষমকারী পদ্ধতি (The Enabling Method): এ পদ্ধতিতে দলীয় সদস্যদের এমনভাবে সাহায্য করা হয়, যাতে দলীয় সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা প্রণয়নে তারা ব্যক্তিগত মতামত, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের সুযোগ লাভ করতে পারে। দলীয় সদস্যদের চিন্তাশক্তি ও কর্মক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ এতে রয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নীতির উপর ভিত্তি করে এ পদ্ধতি পরিচালিত। দলীয় সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি বেশি উপযোগী তা দলীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়। তবে দল সমাজকর্মের দর্শন, নীতি, মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় উপযোগী পদ্ধতি হিসেবে সক্ষমকারী পদ্ধতি স্বীকৃত। কারণ এতে দলকে এমনভাবে সাহায্য করা হয়, যাতে সদস্যরা ব্যক্তিগত ও দলীয় সামর্থ্যের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দলীয় লক্ষ্যার্জনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। আদর্শ এবং বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ হতে দলের সঙ্গে কাজ করার সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি হচ্ছে, শিক্ষামূলক এবং সক্ষমকারীর পদ্ধতির যুগপৎ প্রয়োগ। এতে দলীয় সদস্যরা সমাজকর্মীর সাহায্য এবং সহায়তায় অর্জিত জ্ঞান, দলীয় লক্ষ্যার্জনে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োগের সুযোগ লাভ করে।

দল সমাজকর্ম

দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত

দলীয় অভিজ্ঞতা এবং দলীয় প্রক্রিয়া (Group Experience and Group Process) ব্যবহারের মাধ্যমে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসনে সমাজকর্মীরা সাহায্য করেন। জো জোনস (Joe Jones) নামক উনিশ বছর বয়সের এক ব্যক্তি বিগত তিন বছর যাবত মাদকাসক্ত। মাদকাসক্তি ত্যাগ করার প্রত্যাশায় আবাসিক মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি হয়। ছয় মাস চিকিৎসা কেন্দ্রে অবস্থানের সময় দলীয় প্রক্রিয়াকে (Group Process) মাদকাসক্ত চিকিৎসার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জো জোনস এর সমস্যা সমাধানে তিন ধরনের দলীয় প্রক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করা হয়। প্রথম, আবাসিক কেন্দ্রে ত্রিশ জনের দলের সঙ্গে বসবাস করার সুযোগ করে দেয়া হয়। দলীয় জীবনের অভিজ্ঞতা ও দলীয়ভাবে দৈনন্দিন

কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের সুযোগে সে অন্যান্যদের প্রয়োজন সম্পর্কে যেমন সচেতন হয়ে উঠে, তেমনি নিজের চাহিদা, আচার আচরণ উপলব্ধি এবং অন্যান্যদের সঙ্গে অর্থবহ সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে সচেতন হয়ে উঠে। জো জোন প্রতিদিন সামগ্রিক দলীয় ব্যবস্থাপনায় ও দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করে।

দল সমাজকর্ম

আলা দ্বিতীয়, সমাজকর্মী আবাসিক কেন্দ্রের সামগ্রিক দলীয় জীবনের বাইরে অভিন্ন সমস্যাগ্রস্ত মাদকাসক্তদের নিয়ে ট্রিটম্যান্ট গ্রুপ গঠন করেন। পাঁচ থেকে আটজনের দল গঠন করে অভিন্ন সমস্যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ করে দেন। সমাজকর্মী দলীয় প্রক্রিয়া (Group Process) ব্যবহার করে জো এবং অন্য সদস্যদের নিজেদের চাহিদা সম্পর্কে অধিক সচেতন এবং অর্থবহ আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে সাহায্য করেন।

জো জোনস এর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তৃতীয় প্রকার দলীয় অভিজ্ঞতা ছিল চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ। খেলাধূলা এবং অন্যান্য চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রমে দলীয়ভাবে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা জো জোনস - এবং অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে পরিবর্তন বয়ে আনে। সমাজকর্মীরা দলীয় প্রক্রিয়া ব্যবহার করে জো জোনস এর দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন এবং জীবনধারার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেন।

দল সমাজকর্ম

দল সমাজকর্মীর ভূমিকা

দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো দল সমাজকর্মী (Group Worker)। এজেন্সীর পেশাদার প্রতিনিধি হিসেবে দলকে সাহায্য, দিক নির্দেশনা ও পরিচালনা করার দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়। সমাজকর্মী দলীয় সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে এমনভাবে পরিচালিত করেন, যাতে সদস্যরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ব্যক্তিগত ও দলীয় উন্নয়নে সক্ষম হয়। দল সমাজকর্মীর ভূমিকা নির্ধারিত হয় প্রতিনিধিত্বকারী এজেন্সীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, নীতিমালা এবং দলীয় সদস্যদের সম্পদ, সামর্থ্য, লক্ষ্য ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে।

দলের অভ্যন্তরে সুষ্ঠু, সুন্দর ও বন্ধুভাবাপন্ন পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে দলীয় সদস্যদের সাহায্য করা, যাতে দ্বন্দ্ব-কলহ দূর হয়ে সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পারস্পরিক সহযোগিতা, দলীয় অনুভূতি এবং দলীয় ঐক্য স্থাপনে সদস্যদের অনুপ্রেরণাদান দল সমাজকর্মীর অন্যতম কাজ। দলীয় লক্ষ্যার্জনের উপযোগী কর্মসূচি প্রণয়ন এবং উন্নয়নে দলকে সাহায্য করা। দলীয় সদস্যদের সামর্থ্য, সম্পদ, প্রত্যাশা এবং নিয়োগকারী এজেন্সীর কার্যক্রম ও নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণ এবং কর্মসূচি প্রণয়নে সাহায্য করা সমাজকর্মীর পেশাগত দায়িত্ব।

দল সমাজকর্ম

দলীয় লক্ষ্যার্জনে সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ এবং তার ব্যাখ্যাদান দল সমাজকর্মীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ভূমিকার দন্দ, পুনরাবৃত্তি, সময় ও সম্পদের অপচয় রোধ করে সুশৃংঙ্খল উপায়ে লক্ষ্য অর্জনে দলকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এরূপ ভূমিকার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে যাতে সর্বস্তরের সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়, সেজন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে দলকে সর্বাত্মক সহায়তাদান দল সমাজকর্মীর প্রত্যক্ষ ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত। দল সমাজকর্মী কখনো দলের উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবেন না। সমাজকর্মীর ভূমিকা হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা, সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া নয়। দল সমাজকর্মীর অন্যতম ভূমিকা হচ্ছে দলীয় সম্পদ ও সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবমুখী লক্ষ্য নির্ধারণে

দলকে সাহায্য করা। অনেক সময় দলীয় সদস্যদের উচ্চাভিলাসী প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে বাস্তব তথ্য বর্জিত দলীয় লক্ষ্য নির্ধারিত হয়, যা অর্জন সম্ভব হয় না। ফলে দলীয় সদস্যদের লক্ষ্যার্জনকে কেন্দ্র করে হতাশা ও ব্যর্থতার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় দল সমাজকর্মীর ভূমিকা হচ্ছে তথ্যনির্ভর বাস্তবমুখী দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণে দলকে সাহায্য করা।

দলীয় দ্বন্দ্ব এবং সদস্যদের অমূলক প্রতিযোগিতা দূর করতে সহায়তা দান সমাজকর্মীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। দলীয় দ্বন্দ্বে লিপ্ত সদস্যদের বাস্তব অবস্থা ব্যাখ্যা করে সমাজকর্মী সদস্যদের দ্বন্দ্ব কলহের কারণ প্রকাশ করার পরিবেশ সৃষ্টি করেন। যাতে সদস্যরা ক্ষোভ, আবেগ, অনুভূতি প্রকাশ করে সমঝোতার মনোভাব গ্রহণ করতে পারেন।

দল সমাজকর্ম

দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র

গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দলীয় সদস্যদের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা উন্নয়নের সমাজকর্মী দলীয় মিথষ্ক্রিয়াকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। দলের সঙ্গে সমাজকর্ম অনুশীলনে ছোট দল, যার সদস্য সংখ্যা তিন থেকে পঁচিশজনের মধ্যে সীমিত। এসব দলের সদস্যদের মধ্যে সরাসরি দলীয় মিথষ্ক্রিয়া সংঘটিত হয়। দলের পরিধি সীমিত বিধায় যে কোন সদস্যের আচরণ অন্যান্যদের প্রভাবিত করে।

দল সমাজকর্ম অনুশীলনের প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক। দল সমাজকর্মে Treatment group এবং Task group এ দুধরনের দল ব্যবহার করা হয়। দলীয় অভিজ্ঞতার আলোকে সদস্যদের ব্যক্তিগত আচার আচরণ পরিবর্তনে সহায়তার জন্য Treatment group ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে দলীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বাইরে কোন কর্মসম্পাদনের জন্য Task group গঠন করা হয়। Treatment group এবং Task group এর পরিপ্রেক্ষিতে দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

দল সমাজকর্ম

১. অপরাধ সংশোধন কার্যক্রম (Correctional Services): দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া প্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো অপরাধ ও কিশোর অপরাধ সংশোধন কার্যক্রম। প্যারোল, প্রবেশন, আফটার কেয়ার সার্ভিস, মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র, কিশোর অপরাধ সংশোধন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি এজেন্সীতে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। আবেগীয় সমস্যা, সামাজিক অভিযোজন বা সামঞ্জস্যবিধানের সমস্যা মোকাবেলায় দলীয় চিকিৎসা (Group therapy) কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে সমাজকর্মী ও অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিদের পরিচালনায় ছয় থেকে আট সদস্যবিশিষ্ট Treatment group গঠন করা হয়। দলীয় অভিজ্ঞতার আলোকে সদস্যদের ব্যক্তিগত অস্বাভাবিক আচরণে পরিবর্তন সাধনে সক্ষম করে তোলা হয়।

২. চিকিৎসা সমাজকর্ম (Hospital Social Work) : দল সমাজকর্ম প্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো চিকিৎসা সমাজকর্ম। চিকিৎসা সমাজকর্মীগণ দলীয় পরিবেশে রোগীদের বিভিন্ন দৈহিক এবং আবেগীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারেন। যেমন হৃদরোগে আক্রান্ত প্রবীণ রোগীদের নিয়ে বা এইডস আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে ছোট দল গঠন করে, দলীয় পরিবেশে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেন। সমাজকর্মী তাদের মিথস্ক্রিয়া ও চিন্তা চেতনা পরিচালনা করে দৈহিক ও মানসিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা করেন।

৩. মনোঃচিকিৎসা কেন্দ্র (Psychiatric Hospital): অভিন্ন মানসিক রোগীদের নিয়ে চিকিৎসা দল (Treatment group) গঠন করে নিয়মিত দলীয় পরিবেশে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয়। দলীয় আলোচনায় সদস্যরা তাদের সমস্যা, তাদের আশা আকাঙ্খা, পরিকল্পনা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করে। সমাজকর্মী ও অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিদের পরিচালনায় ইতিবাচক দলীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে সদস্যদের সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা হয়।

৪. বিদ্যালয় সমাজকর্ম (School Social Work): দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে স্কুলের শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা হয়। দল সমাজকর্মী সাধারণত আট থেকে দশ সদস্যের দল গঠন করে শিক্ষার্থীদের কার্যকর মিথষ্ক্রিয়ার সুযোগ ও পরিবেশ তৈরি করেন। অভিন্ন সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীরা দলীয় পরিবেশে সমাজকর্মীর সাহায্যে পারস্পরিক আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

৫. পরিবারকল্যাণ সেবা (Family Welfare Services) : দল সমাজকর্ম বিবাহ এবং পারিবারিক সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োগ করা যায়। বিশেষ করে অভিন্ন সমস্যাগ্রস্ত দম্পত্তিদের দলীয় প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা যায়। দলীয় ক্ষমতা ও প্রভাব এবং দলীয় মিথষ্ক্রিয়া পরিচালনার মাধ্যমে ব্যক্তি ও পরিবারকে সমস্যা মোকাবেলায় সাহায্য করা যায়। দলীয় নির্দেশনা (Group Counseling) কৌশল প্রয়োগ করে পারিবারিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজকর্ম পদ্ধতি

টপিক – ০৬ সমষ্টি সমাজকর্ম

সমষ্টি সমাজকর্ম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমষ্টি সমাজকর্ম

সমষ্টি সমাজকর্ম পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের মৌলিক পদ্ধতি। সমষ্টি এবং সংগঠন এ দুটি উপাদান হলো সমষ্টি সমাজকর্মের অনুশীলন ক্ষেত্র। সমষ্টি সমাজকর্ম আলোচনার প্রারম্ভে সমষ্টির ধারণা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো সমষ্টি। সমাজকর্মীদের জন্য পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সমষ্টি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সামাজিক পরিবেশের প্রধান উপাদান হিসেবে সমষ্টি বিষয়ে জ্ঞানার্জন দক্ষতার সঙ্গে সমাজকর্ম অনুশীলনের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির বিকাশ, উন্নয়ন ও আচরণে পরিবেশের প্রভাব মূল্যায়নে সমষ্টি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হয়।

সমষ্টি সমাজকর্ম

সমষ্টি ধারণা ও প্রকৃতি

সমষ্টির প্রকৃতি ও ধরন বিচিত্র বলে নির্দিষ্ট সংজ্ঞার আলোকে সমষ্টি প্রত্যয়টির সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেয়া সবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সম্প্রতি সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা ও বিস্তৃত ক্ষেত্র নির্দেশ করার জন্য Global Community অথবা World Community ধারণা ব্যবহার করা হয়। এসব কারণে সমাজকর্ম অনুশীলনে সমষ্টির কার্যকরী সংজ্ঞা (Working definition) ব্যবহার করা হয়।

উইলিয়াম জি ব্রাগম্যান উদ্ধৃত সংজ্ঞানুযায়ী, 'সমষ্টি হলো একদল লোকের সমাবেশ, যারা সামাজিকভাবে পরস্পর নির্ভরশীল, যারা আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে এবং যারা সমষ্টি নির্ধারিত ও লালিত কতগুলো কার্য অনুশীলনে অংশগ্রহণ করে। (Community is a group of people who are socially interdependent who participate together in discussion and decision making and who share certain practices that both define the community and are nurtured by it.)"

সমষ্টি সমাজকর্ম

সমষ্টি ধারণা ও প্রকৃতি

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী সমষ্টি হলো ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত এমন একদল লোক .অথবা পরিবারের সমষ্টি, যারা কতগুলো নির্দিষ্ট অভিন্ন মূল্যবোধ, সেবা, প্রতিষ্ঠান, স্বার্থ বা ভৌগোলিক নৈকট্যের অংশীদার।

***সমাজবিজ্ঞানী ম্যাইকাভার ও পেজের সংজ্ঞানুযায়ী, "যখন কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সদস্যগণ এমনভাবে বসবাস করে, যে তারা কোন বিশেষ স্বার্থের অংশীদার না হয়ে সাধারণ ও দৈনন্দিন জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে অংশগ্রহণ করে, তখন তাদের সমষ্টি বলা হয়। সমষ্টির লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এর মধ্যে একজন মানুষ পরিপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন করতে পারে।”

আরএল ওয়ারেন (RL Warren) এর সংজ্ঞানুযায়ী, জনসমষ্টি হলো দৈনন্দিন জীবনে মানুষ নিজেদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সেসব কার্যাবলি সম্পন্ন করে সেগুলোর সমন্বয়ে গঠিত সামাজিক একক ও সিসটেম।. যেমন হাসপাতাল, স্কুল, বাজার ইত্যাদি। সমাজকর্ম অনুশীলনের সঙ্গে আলোচ্য সংজ্ঞাটি অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

সমষ্টি সমাজকর্ম

সমষ্টি ধারণা ও প্রকৃতি

মনীষী পি ফ্যালিন (P Fellin) "The Community and the Social Worker" (1995) গ্রন্থে বলেছেন, যখন একদল লোক সাধারণ এলাকায়, অভিন্ন স্বার্থ, পরিচিতি, সংস্কৃতি ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে একটি সামাজিক একক গঠন করে, তখন সমষ্টির উদ্ভব হয়।

সমষ্টির উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে অভিন্ন প্রত্যয় যেমন স্থান, জনগোষ্ঠী, অভিন্ন পরিচিতি, অভিন্ন স্বার্থ প্রভৃতি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

সমষ্টি সমাজকর্ম

সমষ্টির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য

সমষ্টির গঠন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

একদল জনগোষ্ঠী (Group of People) : গোষ্ঠী (Group) এবং সমষ্টি (Community) অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। মূলত গোষ্ঠী ব্যতীত সমষ্টি গড়ে উঠতে পারে না। এজন্য সমাজতাত্ত্বিকগণ সমষ্টির অপরিহার্য উপাদান হিসেবে জনগোষ্ঠীকে (group) চিহ্নিত করছেন। সাধারণ জীবন পদ্ধতির অংশীদার হিসেবে কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গোষ্ঠীর সদস্যগণ একত্রে বসবাস করলে তাকে সমষ্টি বলা হয়।

নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা বা অঞ্চল (Definite locality): যখন একদল মানুষ একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস শুরু করে তখন সমষ্টি গঠিত হতে পারে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার এবং পেজ সমষ্টির ভিত্তি হিসেবে অঞ্চল (Locality) এবং সমষ্টিগত মানসিকতা (Community sentiment) এ দু'টি মৌলিক উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন। অঞ্চলের কারণেই এক সমষ্টি অন্য সমষ্টি হতে পৃথক সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। অভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী বলেই সমষ্টির জনগণের মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টি হয়। আবার অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধও সমষ্টির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যাযাবর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

সমষ্টি সমাজকর্ম

সমষ্টির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য

সমষ্টি মানসিকতা বা সমষ্টি চেতনা (Community sentiment): সমষ্টির জনগণ এক অন্তরঙ্গ মানবগোষ্ঠী হিসেবে অবস্থান করে। অভিন্ন ও যৌথ জীবনের অংশীদার হিসেবে তারা সমষ্টিতে সামগ্রিক জীবন-যাপন করে। একই অঞ্চলে বসবাসের ফলে সমষ্টি জনগণের মধ্যে এক ধরনের অধিকারবোধ বা We feeling গড়ে উঠে। এরূপ অনুভূতিই হলো সমষ্টি চেতনা বা সমষ্টি মানসিকতা, যা সমষ্টি গঠনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

অভিন্নতা (Likeness) : অভিন্নতাবোধ সমষ্টির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। সমষ্টির জনগণের মধ্যে এক প্রকার অভিন্নতা বা সাদৃশ্যবোধ বিরাজমান থাকে। সমষ্টির সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ও বিভিন্ন দিকে সাদৃশ্য ও অভিন্নতাবোধ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ভাষা, রাজনীতি, আচার-আচরণ, ঐতিহ্য, প্রথা প্রভৃতির মধ্যেকার অভিন্নতার কথা উল্লেখ করা যায়। অভিন্ন জীবনধারা জনমসষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা সমষ্টিকে স্বাতন্ত্র্য বা পৃথক সত্তা দান করে। সমষ্টির আলোচনায় সকল মনীষীগণই অভিন্ন জীবনধারার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

সমষ্টি সমাজকর্ম

সমষ্টির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য

স্থায়ীত্ব এবং নির্দিষ্ট শিরোনাম (Permanancy and particular name) : একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়ী জীবনধারার মধ্যদিয়ে সমষ্টি গড়ে উঠে। সমষ্টির ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক অবস্থানের পরিচয়বাহী একটি নির্দিষ্ট শিরোনাম থাকে, যে শিরোনাম হতে সমষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বাভাবিকতা (Naturalness): সাধারণত সমষ্টি স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমষ্টি সমাজ ব্যবস্থার একটা স্বাভাবিক সংগঠন। এটি কোন কৃত্রিম সংগঠন নয়। সমষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাপক ও বিস্তৃত। জীবনের সার্বিক প্রয়োজন পূরণের প্রত্যাশিত লক্ষ্য নিয়ে স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠে সমষ্টি। সমষ্টির লক্ষণীয় একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর কোন আইনগত ভিত্তি নেই। আইনের দিক হতে সমষ্টির কোন পৃথক পরিচিতি নেই। উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বিধিবিধান বা আইনের দ্বারা সমষ্টি প্রতিষ্ঠা করা হয় না। আধুনিক সমাজে সমষ্টি চেতনার প্রকৃতি ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। আর মানুষের বিচিত্র এবং জটিল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সমষ্টির প্রকৃতি ও পরিবর্তিত হচ্ছে।

সমষ্টি সমাজকর্ম

সমষ্টি সমাজকর্মের ধারণা

ব্যষ্টিক পর্যায়ে (Macro Level) সমাজকর্ম অনুশীলনের পদ্ধতি হলো সমষ্টি সমাজকর্ম। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারে সমষ্টি সমাজকর্ম এ্যাপ্রোচ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সমষ্টি সমাজকর্ম পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়া (Intervention Process)। সমষ্টি পর্যায়ে (Macro Level) সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সমষ্টি (Community), আর সমষ্টিকে কেন্দ্র করে সমষ্টি সমাজকর্মের সামগ্রিক কার্যবলী পরিচালিত হয়।

মনীষী র‍্যাক্স এ স্কিডমোর (Rex A Skidmore) এবং এমজি থ্যাকারে (MG Thackeray)-র মতে, “সমষ্টি সমাজকর্ম হলো একটি আন্তঃদলীয় প্রক্রিয়া। এটি সমষ্টির বিরাজমান সমস্যা বুঝতে এবং সেগুলো সমাধানে সমষ্টিতে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহারে জনগণকে সাহায্য করে, যা সমগ্র সমষ্টিকে শক্তিশালী এবং জনগোষ্ঠীর জীবনমানকে সমৃদ্ধ করে।" (Community social work is the intergroup process that attempts to help communities to understand social problems that exits and to utilize available community resources to bring about solutions that will strengthen the total community and enrich the lives of its members.)াড়ায় হায়

সমষ্টি সমাজকর্ম

সমষ্টি সমাজকর্মের ধারণা

সমষ্টি পর্যায়ে সমাজকর্ম অনুশীলনের উদ্দেশ্য হিসেবে এ্যানসাইক্লোপেডিয়া অব সোশ্যাল ওয়ার্ক গ্রন্থে (১৯৯৫) পাঁচটি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. নাগরিক ও নাগরিক গোষ্ঠীগুলোর সাংগঠনিক দক্ষতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন (Develop the organizing skills and abilities of citizen's and citizen group) |

২. কোন একটি সমষ্টির সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করা (Make social planning more accessible and inclusive in a community)।

৩. সমষ্টির তৃণমূল পর্যায়ের গোষ্ঠীগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করা।(Connect social and economic investments to grass roots community groups) ।

৪. সমষ্টির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বৃহত্তর জোট গঠনের যৌক্তিক উপদেশ দান (Advocate for broad coalitions in solving community problems)।

৫. সামাজিক ন্যায় বিচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে পরিপূর্ণ করা। (Infuse the social planning process with a concern for social justice) I

সমষ্টি সমাজকর্ম

সমষ্টি সমাজকর্মের শ্রেণিবিভাগ

পেশাদার সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, নীতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা এবং উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানোই সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। সমষ্টির আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

১. সমষ্টি সংগঠন (Community Organization)

২. সমষ্টি উন্নয়ন (Community Development)

সমষ্টি সংগঠন অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সংগঠিত সমষ্টির সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োগ করা হয়। আর সমষ্টি উন্নয়ন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও স্থবির কৃষি সমাজের সমষ্টিতে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে প্রয়োগ করা হয়। সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন নিচে পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজকর্ম পদ্ধতি

টপিক – ০৭ সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সংগঠন

This Topic is important for

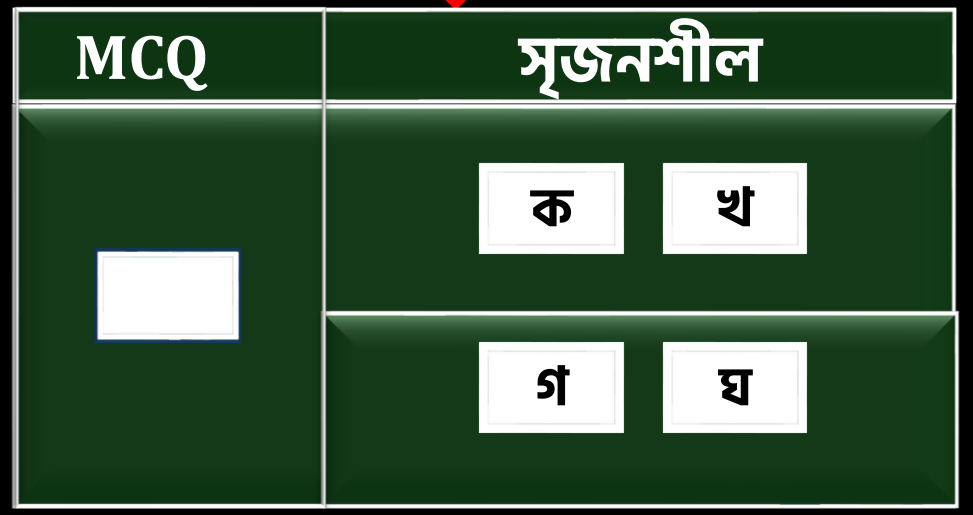

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সংগঠনের ধারণা

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, "সমষ্টি সংগঠন হলো সমাজকর্মী এবং অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যবহৃত একটি হস্তক্ষেপ অর্থাৎ সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে অভিন্ন সাধারণ স্বার্থসম্পন্ন অথবা অভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসরত ব্যক্তি, দল এবং সমষ্টির জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করা হয়, যাতে পরিকল্পিত ও যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা ও সামাজিক কল্যাণ ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়।"

সমষ্টি সংগঠনের বাস্তবসম্মত এবং ব্যাপক সংজ্ঞা প্রধান করেছেন এমজি রস (MG Ross)। তাঁর সংজ্ঞানুযায়ী "সমষ্টি সংগঠন এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সমষ্টির প্রয়োজন বা লক্ষ্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়; চিহ্নিত সমস্যা ও লক্ষ্যসমূহকে গুরুত্বানুযায়ী শ্রেণি বিন্যাস করা হয়; এসব প্রয়োজন পূরণের জন্য সমষ্টির জনগণের মধ্যে কাজ করার ইচ্ছা ও বিশ্বাস সৃষ্টি এবং সম্ভাব্য সম্পদ (অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক) খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম
গ্রহণ করা হয়। এসব কার্যক্রমের প্রভাবে সমষ্টিতে সমবায়িক এবং সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুশীলনের প্রসার ও বিকাশ সাধিত হয়।"

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সংগঠনের ধারণা

সামষ্টিক পর্যায়ে (Miacro level) সমাজকর্ম অনুশীলনের পদ্ধতি হলো সমষ্টি সংগঠন। সমষ্টি সংগঠন সমাজকর্ম অনুশীলনের এমন একটি প্রক্রিয়া, যার উদ্দেশ্য সমষ্টির জনগণ বা দলীয় প্রতিনিধিদের যৌথ প্রচেষ্টায় সমাজকল্যাণ চাহিদা নির্ধারণ, সেগুলো পূরণের উপায় সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালানো। সমষ্টি সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে- প্রচলিত সমাজসেবা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা; সমষ্টিতে প্রচলিত সেবামূলক কার্যক্রমের প্রসার ও পরিবর্তন আনয়ন; ভবিষ্যত কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও সমষ্টির প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন কর্মসূচির উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন এবং সমষ্টির উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জনগণের দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানবিক সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন।

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সংগঠনের উদ্দেশ্য

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে- সমষ্টির সমস্যাগ্রস্ত এলাকা চিহ্নিত করা (Identifying problem areas); সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ (Analyzing causes); সমষ্টির পরিকল্পনা প্রণয়ন (Formulating plans); সমষ্টির কৌশলগত উন্নয়ন (Developing strategies); প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহকরণ, (Mobilizing necessary resources); সমষ্টি নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণ এবং নির্বাচন করা (Identifying and recruiting community leaders); নির্বাচিত সমষ্টি নেতৃত্বের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নে উৎসাহিত করে তাদের ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি করা। (Encouraging interrelationship among them to facilitate their efforts.)

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সংগঠনের উদ্দেশ্য

আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) গঠিত সমষ্টি সংগঠন কমিটি (The Communities On Community Organization) সমাজকর্মের পদ্ধতি হিসেবে সমষ্টি সংগঠনের সুনির্দিষ্ট তিনটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে। যেমন-

১. সমষ্টি বা সমষ্টির কোন অংশের সামাজিক সমস্যা সমাধান অথবা প্রতিরোধের জন্য সম্পদ সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করা। যেমন-

সমষ্টির কল্যাণে জনগণ যাতে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে তার উপায় বের করা।

সমষ্টিতে অবস্থিত বিভিন্ন সামাজিক এজেন্সীগুলো যাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ বৃদ্ধি করা।

সমষ্টির কল্যাণে সমাজকর্ম পেশার যথাযথ প্রয়োগের সুযোগ বা অনুকূল পরিবেশ বৃদ্ধি করা।

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সংগঠনের উদ্দেশ্য

২. সমষ্টির কল্যাণে ও উন্নয়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু এবং কার্যকর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজনীয় উপায় খুঁজে বের করা। যেমন-

সমষ্টির কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি করা।

সমষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ পেশায় নিয়াজিত যেমন চিকিৎসক, আইনজ্ঞ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ যেমন-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

৩. সমষ্টিতে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কিত সেবা প্রদান। যেমন-

সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।

সমষ্টির জনগণের কল্যাণের স্বার্থে সমাজকল্যাণ নীতি এবং সমাজকল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালাকে প্রভাবিত করা।

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সংগঠনের উপাদান

মনীষী র‍্যাক্স স্কিডমোর (Rex Skidmore) ও অন্যান্যরা সমষ্টি সংগঠনের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে যেসব মৌলিক উপাদান চিহ্নিত করেছেন, সেগুলো হলো সমষ্টি (Community); সমষ্টির প্রয়োজন ও সমস্যা (Needs and problems of the community); সমষ্টি সম্পদ (Resources of the community), এবং আন্তঃদলীয় প্রক্রিয়া (Intergroup process) ইত্যাদি। মনীষী এফই ন্যাটিং (F Ellen Netting) "Social Work Macro Practice" গ্রন্থে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির লক্ষ্যার্জনের উপায় হিসেবে তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হল সমষ্টির সমস্যা (Problem); লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী (Target population) এবং প্রয়োগক্ষেত্র (Arena)। বিশেষজ্ঞদের মতামতের আলোকে সমষ্টি সংগঠনের প্রধান উপাদানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সংগঠনের উপাদান

১. সমষ্টি: সমষ্টি সংগঠনের মৌলিক উপাদান হলো সমষ্টি। সমষ্টিকে কেন্দ্র করে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সমষ্টি (Community) বলতে এমন একদল লোককে বোঝায়, যারা নির্দিষ্ট সাধারণ ভৌগোলিক এলাকায় বাস করে এবং যাদের মধ্যে এমন পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিচিতি এবং সাদৃশ্য রয়েছে, যা তাদেরকে স্বতন্ত্র বিশেষত্ব দান করে। তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশের সমষ্টিতে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সমষ্টি হচ্ছে, সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির সুবিধাভোগী বা "Client"। সমষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন ব্যতীত সমাজকর্মীদের পক্ষে দক্ষতার সড়ো এ পদ্ধতি অনুশীলন করা সম্ভব হয় না।

২. সংগঠন : সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি অনুশীলনের প্রধান দুটি ক্ষেত্র হলো সমষ্টি (Community) এবং সংগঠন (Organazation)। ব্যক্তি ও দলের পরিবর্তে সমষ্টি এবং সংগঠনকে সেবাগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সংগঠন হলো একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি কাঠামো গঠন করা হয়। সমষ্টিতে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠন সমষ্টির চাহিদা, প্রয়োজন, সম্পদ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকে। যেসব নীতি ও কর্মসূচি সমষ্টিতে বিদ্যমান বিভিন্ন সংগঠনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, সেসব নীতিমালা সম্পর্কে সমাজকর্মীদের অবগত হতে হয়।

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সংগঠনের উপাদান

৩. সমষ্টির প্রয়োজন : সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির অন্যতম প্রধান উপাদান হলো সমষ্টির জনগণের বহুমুখী চাহিদা ও প্রয়োজন। সমষ্টির জনগণের বিভিন্নমুখী চাহিদা ও প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি অনুশীলন করা হয়। সমষ্টির প্রয়োজন ও চাহিদা না থাকলে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি অনুশীলন অর্থহীন। সমষ্টির মতো সমষ্টির প্রয়োজন (Needs of the community) সমষ্টি সংগঠনের উপাদান হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

৪. সমষ্টি সম্পদ: সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির বিশেষ উপাদান হলো সমষ্টির সম্পদ। সমষ্টির নিজস্ব বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ এ পদ্ধতি অনুশীলনে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়। সমষ্টির সম্পদ চিহ্নিত ও সংগ্রহকরণ ব্যতীত সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির কার্যকর অনুশীলন সম্ভব নয়। সমষ্টিতে বিদ্যমান বস্তুগত ও মানব সম্পদ খুঁজে বের করে সমস্যা সমাধানে সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ করা ব্যতীত সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি অনুশীলন অর্থবহ হতে পারে না।

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সংগঠনের উপাদান

৫. আন্তঃদলীয় সম্পর্ক: ব্যক্তি সামজকর্ম প্রত্যক্ষভাবে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক এবং দল সমাজকর্মে ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা সমাধানে দলীয় অভিজ্ঞতা ও দলকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। আর সমষ্টি সংগঠন হলো আন্তঃদলীয় প্রক্রিয়া (Intergroup process), যাতে সমষ্টিতে কর্মরত এজেন্সীসমূহ ও সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা অনুসন্ধান এবং সেগুলো সমাধানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এতে সমষ্টির বিভিন্ন দল ও এজেন্সীর উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সুষ্ঠু ও কার্যকর আন্তঃদলীয় বা আন্তঃপ্রতিষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে সমষ্টি সংগঠন কর্মী ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সীর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলতে সক্ষম হন।

৬. সমষ্টি কর্মী : সমষ্টি সংগঠনে নিয়োজিত পেশাদার সমাজকর্মে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, পেশাগত দক্ষ ব্যক্তিই সমষ্টি সংগঠন কর্মী হিসেবে পরিচিত। তাকে সমাজকর্মের পরিভাষায় সমষ্টি সংগঠক বা Community Organizer বলা হয়। তিনি সাহায্যকারী, সমন্বয়কারী, পরিবর্তনকারী, যোগাযোগ স্থাপনকারী ও সংগঠক হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সংগঠনের উপাদান

৭. সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়া: সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়াসমূহ হচ্ছে গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষা ও জনসংযোগ, আন্তঃপ্রতিষ্ঠান যোগাযোগ, সমন্বয়, সংগঠন, কমিটি গঠন, প্রশাসন ক্রমাগত রেকর্ড সংরক্ষণ। এগুলো ব্যতীত সমষ্টি সংগঠন সফল হতে পারে না বলে এগুলো বিশেষ উপাদান হিসেবে গণ্য।

৮. মূল্যায়ন : সমষ্টি সংগঠনের জন্য গৃহীত কর্মসূচি ও পরিকল্পনার সাফল্য, ব্যর্থতা, পর্যাপ্ততা এবং নতুন কর্মসূচি প্রবর্তনের যৌক্তিকতা যাচাইয়ের জন্য মূল্যায়ন অপরিহার্য। এজন্য মূল্যায়নকে সমষ্টি সংগঠনের কার্যকারিতা যাচাইয়ের মানদণ্ড বলা হয়। সমাজকর্ম অনুশীলনের অন্যান্য পদ্ধতির মতো সমষ্টি সংগঠনের বিশেষ উপাদান হিসেবে মূল্যায়ন বিবেচিত।

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সংগঠনের নীতিমালা

সমষ্টি সংগঠন পরিকল্পিত পরিবর্তন (Planned Change) আনয়নের আন্তঃদলীয় প্রক্রিয়া। সমাজকর্ম অনুশীলনের অন্যতম মৌলিক প্রক্রিয়া হিসেবে সমষ্টি সংগঠনের স্বতন্ত্র ব্যবহারিক নীতি রয়েছে। মনীষী সিএফ ম্যাকনেইল (CF Mcneil) সমষ্টি সংগঠনের সর্বজনীনভাবে প্রয়োগযোগ্য (Universally applicable) কতগুলো অনুশীলন নীতি উল্লেখ করেছেন। Social Work Year Book (1954) গ্রন্থে উপস্থাপিত সমষ্টি সংগঠনের প্রধান নীতিগুলো এখানে আলোচনা করা হলো।

১. সমষ্টির জনগণ ও তাদের প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্বারোপ: সমষ্টি সংগঠন সমাজের সঠিক কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ ও তাদের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। সমষ্টি সংগঠনের উদ্দেশ্য হলো সমাজকল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পদ এবং সমাজকল্যাণ সমস্যার মধ্যে কার্যকর সামঞ্জস্য বিধান।

২. সমষ্টি হলো সমষ্টি সংগঠনের প্রধান সুবিধাভোগী: সমষ্টি সংগঠনের প্রধান সুবিধাভোগী হলো সমষ্টি। সমাজের সার্বিক কল্যাণের মাধ্যম হিসেবে সমষ্টিকে ব্যবহার করা হয়। সমষ্টি প্রকৃতিগতভাবে প্রতিবেশী, আঞ্চলিক শহর সমষ্টি এমনকি আন্তর্জাতিক সমষ্টি হতে পারে।

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সংগঠনের নীতিমালা

৩. সমষ্টি যে অবস্থায় রয়েছে সে অবস্থায় গ্রহণ: সমষ্টিই হচ্ছে সংগঠনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই সমষ্টি সংগঠন কর্মীকে যে অবস্থায় সমষ্টি রয়েছে, সে অবস্থায়ই গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ সমষ্টি উন্নতির যে স্তরে রয়েছে সেখানে থেকে কাজ শুরু করতে হয়।

৪. জনগণের অর্থপূর্ণ অংশায়ন: সমষ্টি সংগঠনের বিবেচ্য বিষয় হলো সর্বস্তরের জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট উপাদান এবং জনগণের পরিপূর্ণ ও অর্থবহ অংশগ্রহণ। সমষ্টির জনগণ যাতে নিজেদের প্রয়োজন এবং সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুযোগ লাভ করতে পারে, সেদিকে সমষ্টি সংগঠন কর্মীকে সচেতন থাকতে হয়।

৫. নমনীয় সংগঠন পরিকল্পনা কাঠামো: সমষ্টি জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদা পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যাতে সমষ্টি সংগঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা যায়, সেজন্য এর সাংগঠনিক কাঠামো নমনীয় বা সহজ পরিবর্তশীল হতে হন।

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সংগঠনের নীতিমালা

৬. আন্তঃসংস্থা যোগোযোগ ও সমন্বয় সাধন: সমষ্টি সংগঠন একটি আন্তঃদলীয় প্রক্রিয়া। সমষ্টিতে অবস্থিত পরস্পর সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও দলের মধ্যে কার্যকর ও সুষ্ঠু যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা সমষ্টি সংগঠনের অন্যতম নীতি। সম্পদের অপচয় রোধ, কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি এবং আন্তঃসংস্থার অমূলক প্রতিযোগিতা বন্ধে সমষ্টি সংগঠনের এরূপ নীতি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

৭. পেশাদারী দৃষ্টিকোণ হতে সাহায্য করা: এ নীতির মাধ্যমে সমষ্টির জনগণকে স্বীয় উদ্যোগ ও উৎসাহ প্রদানে পেশাদারী সাহায্য প্রদানকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং সমস্যা ও সম্পদ নির্ধারণে পেশাগত সাহায্যদান সমষ্টি সংগঠন কর্মীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৮. কেন্দ্রীয়করণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে সমতা আনয়ন: সমষ্টিতে অবস্থিত সবগুলো প্রতিষ্ঠান যেমন একাযোগে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমন্বিতভাবে কাজ করবে, তেমনি এককভাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যাতে নিজ নিজ স্বার্থ ও লক্ষ্য বজায় রাখতে পারে, সে ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকতে হয়। এজন্য কেন্দ্রীয়করণ এবং বিকেন্দ্রীয়করণের মধ্যে যথাযথ সমতা বজায় রাখা সমষ্টি-সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে স্বীকৃত।

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া

সমষ্টি সমাজকর্ম অনুশলীনে ব্যবহৃত প্রক্রিয়াগুলোকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। আরএ. স্কিডমোর এবং অন্যান্যদের প্রণীত Introduction to Social Work গ্রন্থে উল্লিখিত সমষ্টি সমাজকর্ম অনুশীলনের প্রক্রিয়াগুলো হলো গবেষণা, পরিকল্পনা, সমন্বয়, সংগঠন, অর্থসংস্থান, প্রশাসন, কমিটি গঠন, এডভোকেসি এবং সামাজিক কার্যক্রম। প্রক্রিয়াগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. গবেষণা (Research) : বৈজ্ঞানিক গবেষণা সমষ্টি সমাজকর্ম অনুশীলনের মৌলিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত। সামাজিক গবেষণা হলো সামাজিক ঘটনা, অবস্থা, সমস্যা এবং সেগুলোর সমাধান সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের সুশৃংঙ্খল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। গবেষণা ছাড়া সমষ্টির কোন ঘটনা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত তথাদি সংগ্রহ করা যায় না।

২. পরিকল্পনা (Planning): সমষ্টি সমাজকর্মের অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো পরিকল্পনা। সমষ্টি সমাজকর্মের বিশেষ প্রক্রিয়া সমষ্টি পরিকল্পনা, সাধারণত সমষ্টির বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা মিটিংয়ের মাধ্যমে প্রণয়ন করে। প্রতিনিধিরা সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যা এবং সেগুলোর সমাধান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সমষ্টির বিশেষ কোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমষ্টির বিভিন্ন পেশার ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা মিটিংয়ে আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তার নিয়াজীয়া

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া

৩. সমন্বয় (Coordination) : সমন্বয় সমষ্টি সমাজকর্ম অনুশীলনের এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সমষ্টি উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, এজেন্সী ও ব্যক্তির কার্যক্রমকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। নির্দিষ্ট লক্ষার্জনে সাদৃশ্যপূর্ণ ও সমরূপ প্রচেষ্টা সৃষ্টির ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হলো সমন্বয়। সময় ও সম্পদের অপচয় রোধ, প্রচেষ্টার দ্বন্দ্ব এবং কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি রোধ সমন্বয়ের প্রধান লক্ষ্য।

৪. সংগঠন (Organization): সাধারণভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনে কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া হলো সংগঠন। সমষ্টি সমাজকর্ম অনুশীলনের দিকে হতে সংগঠন হলো সমষ্টির সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কর্মকাঠামো প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি। সংগঠন হলো সমষ্টি সমাজকর্ম অনুশীলনের কার্যনির্বাহী উপাদান।

৫. অর্থসংস্থান (Financing) : সমষ্টি উন্নয়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো অর্থসংক্রান্ত কার্যক্রম। সমষ্টি সমাজকর্ম অনুশীলনের অর্থসংস্থান বলতে তহবিল সংগ্রহ, বাজেট প্রণয়ন এবং সমষ্টির চাহিদা ও সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তহবিল ব্যয়ের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। সমষ্টি সমাজকর্ম অনুশীলনের কাজে নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর একটা বাজেট কমিটি থাকে। সমষ্টির আর্থিক কল্যাণে বাজেট কমিটি সমষ্টি চাহিদা নিরূপণ ও অর্থ কটন সম্পন্ন করে।

সমষ্টি সংগঠন

সমষ্টি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া

৬. প্রশাসন (Administration) : সমষ্টি সমাজকর্ম অনুশীলনের অন্যতম প্রক্রিয়া সামাজিক প্রশাসন। পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজের সঙ্গে প্রশাসন সংশ্লিষ্ট। সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির সঙ্গে প্রশাসন প্রক্রিয়া বিশেষভাবে সম্পর্কিত। সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষ ও কার্যকর প্রশাসন সমষ্টি উন্নয়নের মূল হাতিয়ার। প্রশাসনিক দক্ষতার উপর সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে।

৭. কমিটি নিয়োগ (Committec Operation): সমষ্টি সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কমিটি নিয়োগ। কমিটির মাধ্যমে বেশির ভাগ পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত, চাহিদা ও সমস্যা উপস্থাপন এবং কার্যক্রম গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। সামজকর্মে সমষ্টি অনুশীলন প্রক্রিয়া তখনই কার্যকর হয়, যখন কমিটিগুলো গণতান্ত্রিক মূল্যাবোধের ভিত্তিতে কার্যকর হয়।

৮. আইনগত সমর্থন এবং সামাজিক কার্যক্রম (Advocacy and Social Action) : সমষ্টি সমাজকর্ম অনুশীলনে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো Client advocacy-র প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ। সমষ্টি সমাজকর্মে বিশেষ করে সমষ্টি সংগঠনে আইনগত পরামর্শ বা advocacy এবং সামাজিক কার্যক্রম বা Social action গ্রহণ করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজকর্ম পদ্ধতি

টপিক – ০৮ সমষ্টি উন্নয়ন

সমষ্টি উন্নয়ন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সমষ্টি উন্নয়ন

সমষ্টি সমাজকর্মের বিশেষ ধরন হলো সমষ্টি উন্নয়ন। সামষ্টিক পর্যায়ে (Macro Level) সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি সমষ্টি উন্নয়ন। স্থানীয় পর্যায়ে জনগণ যৌথ ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি যে পূর্বানুমান ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত, তা হলো- "সমষ্টি এবং জনগণ তাদের, মৌল চাহিদা পূরণ, সমস্যা সমাধান এবং প্রগতির সুযোগ সুবিধা তৈরির ক্ষেত্র নিশ্চিত করতে নিজেদের সংগঠিত করার সহজাত সামর্থ্যের অধিকারি। আর এসব খাতে সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন পরস্পরের সহযোগিতা এবং অভিন্ন সাধারণ লক্ষ্যার্জনে অংশগ্রহণ।" সমষ্টি উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগের মধ্যদিয়ে জনগণ সমষ্টির নিজস্ব সম্পদ ও স্থানীয় সমস্যাদির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বলবত করতে সক্ষম হয়।

সমষ্টি উন্নয়ন

সমষ্টি উন্নয়নের ধারণা ও সংজ্ঞা

সমষ্টি উন্নয়ন ধারণাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে সবগুলোর অর্থই সমষ্টির জনগণের অভিন্ন সাধারণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের পরিকল্পিত কার্যক্রমকে নির্দেশ করছে। সমষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্য হলো সমষ্টির জনগণের গুরুত্বপূর্ণ অভিন্ন সাধারণ বিষয়াবলীর উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।

মনীষী রবার্ট এল বার্কার (Robert L Barker)-সম্পাদিত সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, "সমষ্টি উন্নয়ন হলো পেশাদার ব্যক্তি এবং সমষ্টির জনগণের যৌথ কার্যক্রম, যেগুলো সমষ্টির সদস্যদের সামাজিক সম্পর্ককে শক্তিশালীকরণ, আত্ম-সাহায্যের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্বশীল নেতৃত্বের বিকাশ এবং নতুন স্থানীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন বা পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে গৃহীত।"

জাতিসংঘের সামাজিক বিষয়ক সংশ্লিষ্ট ব্যুরোর (UN Bureau of Social Affairs) সংজ্ঞানুযায়ী "সমষ্টি উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া, যা সমষ্টির সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং উদ্যোগকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে সমন্বিত করে, সমষ্টির সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সমষ্টি উন্নয়ন

সমষ্টি উন্নয়নের ধারণা ও সংজ্ঞা

জাতিসংঘের সামাজিক বিষয়ক সংশ্লিষ্ট ব্যুরোর (UN Bureau of Social Affairs) সংজ্ঞানুযায়ী "সমষ্টি উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া, যা সমষ্টির সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং উদ্যোগকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে সমন্বিত করে, সমষ্টির সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ভারত সরকার প্রকাশিত "India 1982" গ্রন্থে সমষ্টি উন্নয়নের বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "সমষ্টি উন্নয়ন হলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত আত্ম-সাহায্যমূলক কর্মসূচি, যাতে সরকার শুধু কারিগরি নির্দেশনা এবং আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকেন। এর উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মনির্ভরতার উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরতার উদ্যোগ গ্রহণে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা এবং জন প্রতিষ্ঠানের (যেমন সমবায় সমিতি) মাধ্যমে সমষ্টিগত চিন্তা-চেতনা ও যৌথ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা।"

সমষ্টি উন্নয়ন

সমষ্টি উন্নয়নের ধারণা ও সংজ্ঞা

মনীষী (Arthur Dunham)-এর মতে, "সমষ্টি উন্নয়ন হচ্ছে এমন একটি যৌথ প্রচেষ্টা, যার লক্ষ্য সমষ্টির জনগণের আত্মসাহায্য ও সমবায়মূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে, সরকার বা সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রদত্ত কারিগরি সহায়তায় সমষ্টির উন্নতি সাধন করা।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, "সমষ্টি উন্নয়ন সমাজকর্ম অনুশীলনের এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সমষ্টির জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সমষ্টির আওতাধীন সম্পদের সম্ভাব্য সদ্ব্যবহার এবং সরকারি আর্থিক-কারিগরি সাহায্য দ্বারা পরিকল্পিত উপায়ে সমষ্টির সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা চালানো হয়।" সমষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্য হলো অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও স্থবির সমাজে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নে জনগণ এবং সরকারের যৌথ প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমে সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন।

সমষ্টি উন্নয়ন

সমষ্টি উন্নয়নের উদ্দেশ্য

সমষ্টি উন্নয়নের উদ্দেশ্য ব্যাপক, বহুমুখী এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল। সমষ্টি উন্নয়ন কৌশল অনুশীলনের প্রধান লক্ষ্য সমষ্টির অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনমান উন্নত পর্যায়ে রূপান্তর প্রক্রিয়ার উদ্যোগ গ্রহণ। সমষ্টি উন্নয়ন হচ্ছে জনগণকে তাদের জীবনমান ও কল্যাণ কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উপলব্ধিতে সাহায্য করার প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া অনুশীলন করা হয় যাতে, সমষ্টির বর্তমান এবং ভবিষ্যত উন্নয়ন ও কল্যাণে জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারে। জনগণকে নিজ সমষ্টির উন্নয়নে নিজেদের ভূমিকা উপলব্ধিতে সাহায্য করা সমষ্টি উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য। সমষ্টি জীবন-ধারার অভিন্ন সাধারণ বিষয় (Common aspects of community life), যেগুলো জনগণের জীবন মান উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোর উন্নয়ন, সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

সমষ্টি উন্নয়ন

সমষ্টি উন্নয়নের উপাদান

সমষ্টি উন্নয়ন একটি বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া। সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি যেসব অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলোর সমন্বয়ে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়, সেগুলো সমষ্টি উন্নয়নের উপাদান হিসেবে চিহ্নিত। জাতিসংঘের রিপোর্টে সমষ্টি উন্নয়নের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো-

স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ : জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক।

সরকারি কারিগরি ও পেশাগত সাহায্য সমষ্টি জনগণের উদ্যোগ, স্বাবলম্বন, পারস্পরিক সাহায্য ইত্যাদিকে উৎসাহ প্রদান এবং ফলপ্রসূ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক কারিগরি এবং পেশাগত সাহায্য প্রদান।

সমষ্টি উন্নয়ন

সমষ্টি উন্নয়নের উপাদান

সমাজবিজ্ঞানী হারপার এবং ডানহাম "Community Organization in Action" গ্রন্থে সমষ্টি উন্নয়নের নিচের দশটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন।

১. সমষ্টির অনুভূত প্রয়োজন;
২. বহুমুখী সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ;
৩. জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন;
৪. সমষ্টির সক্রিয় অংশগ্রহণ;
৫. স্থানীয় নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণ ও বিকাশ সাধন;
৬. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুব ও মহিলাদের অংশগ্রহণ;
৭. সরকারি আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য নিশ্চিতকরণ;
৮. সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা;
৯. সরকারি-বেসরকারি এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা হতে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
১০. জাতীয় নীতি ও উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

সমষ্টি উন্নয়ন উপরোক্ত উপাদানগত বিষয়গুলোর সমন্বয়ে বাস্তবায়ন করা হয়।

সমষ্টি উন্নয়ন

সমষ্টি উন্নয়ন নীতি

সমাজকর্ম অনুশীলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পদ্ধতি কতগুলো ব্যবহারিক নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত। সুষ্ঠু এবং সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত না হলে, যে কোন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের বিশেষ প্রক্রিয়া হিসেবে, সমষ্টি উন্নয়নের সার্বিক কার্যক্রম কতগুলো সুনির্দিষ্ট ব্যবহারিক নীতিমালা অনুসরণের ভিত্তিতে পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হয়। এসব নীতিমালার যথাযথ অনুসরণ এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের উপর সমষ্টি উন্নয়নের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (United Nations Economic and Social Council) ১৯৫৭ সালে সমষ্টি উন্নয়নের কতগুলো মূলনীতি নির্ধারণ করে। সেগুলোর আলোকে সমষ্টি উন্নয়নের প্রধান নীতিগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

সমষ্টি উন্নয়ন

সমষ্টি উন্নয়ন নীতি

১. সমষ্টির অভিন্ন সাধারণ চাহিদার প্রতি গুরুত্বারোপ;
২. সমষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বহুমুখী ও গতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ;
৩. বস্তুগত ও অবস্তুগত উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান, যাতে বস্তুগত এবং অবস্তুগত উন্নয়নের মধ্যে শূন্যতার সৃষ্টি না হয়;
৪. সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সব পর্যায়ে সমষ্টির জনগণের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধানের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ, যাতে সবস্তরের জনগণ যোগ্যতা ও মর্যাদা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে;
৫. স্থানীয় নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ সমষ্টি উন্নয়নের অন্যতম প্রধান নীতি;
৬. সমষ্টির সৃজনশীল ও সক্রিয় সদস্য হিসেবে যুব সমাজ ও মহিলাদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের উপর আস্থা স্থাপন;

সমষ্টি উন্নয়ন নীতি

৭. সমষ্টি উন্নয়ন অনুশীলনের অন্যতম প্রধান নীতি হলো স্বাবলম্বন। সরকার ও সমষ্টির জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় সমষ্টিকে স্বাবলম্বন অর্জনে সহায়তা করা;

৮. সমষ্টি ও সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ, আদর্শ ও রীতি-নীতির সঙ্গে কর্মসূচি সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা, যাতে জনগণের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা নিশ্চিত হয়;

৯. জাতীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা।

১০. সমষ্টির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণ করার প্রারম্ভিক পর্যায়ে তার যথার্থতা ও বাস্তবতা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা;

১১. সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সমষ্টিকে স্বাবলম্বন করে তোলার চেষ্টা চালানো;

১২. গবেষণা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সমষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যাবলির সফলতা এবং ব্যর্থতা চিহ্নিত করা।

সমষ্টি উন্নয়ন

সমষ্টি উন্নয়নের প্রয়োগ ক্ষেত্র

জনসমষ্টি উন্নয়ন হচ্ছে জনসমষ্টির সম্পদ এবং সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনসমষ্টির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের প্রক্রিয়া। মনীষী এমজি রসের মতে, জনসমষ্টি উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুন্নত পল্লী এলাকার উন্নয়ন এবং স্থবির জনসমষ্টিকে গতিশীল জনসমষ্টিতে রূপান্তর করা। মনীষী শেয়ার্ড মন্তব্য করেছেন, জনসমষ্টি উন্নয়ন অনুন্নত দেশের পল্লী এলাকার জনগণের উন্নয়নে কাজ করে। জনসমষ্টি উন্নয়ন জনসমষ্টির প্রচলিত কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে সমাজের পরিকল্পিত পরিবর্তনে বিশ্বাসী। জনসমষ্টি উন্নয়ন একটা বিশেষ আন্দোলন, যা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের এবং উন্নত দেশের অনুন্নত এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োগ করা হয়। আর্থ-সামাজিক কাঠামো পুনর্গঠন এবং পরিকল্পিত পরিবর্তন সাধনের বাস্তবসম্মত কৌশল হলো হলো জনসমষ্টি উন্নয়ন। জনসমষ্টি উন্নয়নের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ স্থবির সমাজে পরিবর্তনের সূচনা করা সম্ভব।

সমষ্টি উন্নয়ন

সমষ্টি উন্নয়নের প্রয়োগ ক্ষেত্র

দক্ষতাবিহীন অসংগঠিত মানুষ বোঝাস্বরূপ কিন্তু সংঘবদ্ধ মানুষ শক্তি। মানব সম্পদ উৎপাদনের প্রধান উপকরণ বিধায়ে বাংলাদেশের বিপুল জনসম্পদ সংরক্ষণ ও সংগঠনের জন্য বাস্তবমুখী কর্মসূচির প্রয়োজন। সময়, সম্পদ এবং সুপ্ত প্রতিভার যথাযথ সদ্ব্যবহারের জন্য জনসমষ্টি উন্নয়নের মত ভারসাম্যমুখী কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি মানুষ স্বাবলম্বী হয়ে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে ব্যক্তিগত উন্নয়নের সাথে জতীয় উন্নয়ন আনয়ন এবং গ্রামীণ পর্যায়ে কর্মরত জাতিগঠনমূলক বিভাগের কর্মসূচিগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য জনসমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগের গুরুত্ব রয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণির মত বিপুল জনসংখ্যাকে প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনশীল কর্মে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করার কৌশল হলো জনসমষ্টি উন্নয়ন। কৃষি বাংলাদেশের মতো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মূলভিত্তি। কৃষি উন্নয়নের ওপর জতীয় উন্নয়ন নির্ভর করে। সনাতন চাষাবাদ পদ্ধতি, আধুনিক কৃষি উপকরণের অভাব, ভূমির খন্ড-বিখণ্ডতা, কৃষকদের অজ্ঞতা ও দরিদ্রতা, ত্রুটিপূর্ণ ভূমি স্বত্ব প্রথা ইত্যাদি কৃষি উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। জনসমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকদের বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ, যৌথ খামারের উপকারিতা, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ সম্ভব।

সমষ্টি উন্নয়ন

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক

সমাজকর্ম একটি মানবসেবা প্রদানকারী পেশা। যার লক্ষ্য মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে সহায়তা দান। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা, সম্পদ, প্রয়োজন, সমস্যার পরিধি ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য থাকায় সমাজকর্মে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সমাজকর্ম (সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন)- এ তিনটি মৌলিক পদ্ধতির পরিধি এবং প্রয়োগক্ষেত্র পৃথক হলেও সবগুলো পদ্ধতির লক্ষ্য হলো সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ আনয়নের প্রচেষ্টা চালানো। সুতরাং অভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সমাজকর্মের কর্মচক্র (Working Cycle) হলো ব্যক্তিকে পরিবারের সঙ্গে অর্থাৎ দলের সঙ্গে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত হতে সাহায্য করা হয়। পরিবারকে সামাজিক এজেন্সীর সঙ্গে কাজ করতে সাহায্য করা হয়। সামাজিক এজেন্সীগুলোকে কার্যকরভাবে সমষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে সাহায্য করা হয়। আর সমষ্টিকে সাহায্য করা হয়, যাতে এগুলো ব্যক্তির চাহিদা পূরণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

সমাজ গঠনের মূল অণু হলো ব্যক্তি। ব্যক্তির সমন্বয়ে দল এবং দলের সমন্বয়ে সমষ্টি গঠিত হয়।

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক

সমাজকর্মের মৌলিক নীতিমালার দৃষ্টিকোণ হতে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে, অভিন্ন নীতিমালা সবগুলো মৌলিক পদ্ধতি প্রয়োগের সময় অনুসরণ করতে হয়। যেমন- ব্যক্তির মর্যাদার স্বীকৃতি, সমান সুযোগের অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, সামাজিক দায়িত্ব প্রভৃতি সাধারণ নীতিমালা সব মৌলিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। এছাড়া ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে গিয়ে সবগুলো মৌলিক পদ্ধতির ক্ষেত্রেই কতগুলো অভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হয়। এগুলো হচ্ছে অনুধ্যান, সমস্যা নির্ণয়, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন। সব মৌলিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে এসব প্রক্রিয়া প্রযোজ্য। সুতরাং নীতিগত এবং প্রক্রিয়াগত দৃষ্টিকোণ হতেও মৌলিক পদ্ধতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে।

যে কোন সামাজিক সমস্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ক্রমাগত প্রক্রিয়া (Chain reaction)। কোন সমস্যাই বিচ্ছিন্ন তথা এককভাবে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে না। ব্যক্তিগত সমস্যা যেমন দলীয় জীবনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি দলীয় সমস্যাও ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এজন্য সমস্যা সমাধানের স্বার্থে একাধিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজকর্মের এক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গিয়ে অন্য পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক

সমাজকর্ম মানব জীবন এবং সমাজের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে পৃথকভাবে বিচার না করে, সমাজ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে একসঙ্গে একাধিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়। যেমন- চিকিৎসামূলক সমাজকর্ম এবং সংশোধনমূলক কার্যক্রমে প্রধানত ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে সমস্যা প্রতিরোধ এবং সুষ্ঠুভাবে ব্যক্তিকে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়।

পরিশেষে মনীষী এইচবি ট্রেকারের (HB Trecker) উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, “এটি কোনভাবেই বলা যায় না, ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম বা সমষ্টি সংগঠন একটি অপরটির চেয়ে কম অথবা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সবকটি পদ্ধতিই প্রয়োজনীয় এবং পরস্পর সম্পর্কিত।” (It can not be said that group work or Casework or community organization work is any more important or any less important. All three are needed; all three are related.)"

সমষ্টি উন্নয়ন

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক

সমাজকর্মের সমস্যা সমাধানে প্রক্রিয়ায় কীভাবে মৌলিক পদ্ধতিসমূহ আন্তঃসম্পর্কে সম্পর্কিত উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। মাদকাসক্ত ব্যক্তির সমস্যা মোকাবেলায় প্রধানত ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু মাদকাসক্ত ব্যক্তি পরিবার বা সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। পরিবারের সদস্য হিসেবে মাদকাসক্ত ব্যক্তির পৃথক পরিচিতি রয়েছে। পরিবারের বাইরেও সে অন্তরঙ্গ দলের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। পরিবার ও দলের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, সহযোগিতা ইত্যাদি মাদকাসক্ত সমস্যা মোকাবেলায় প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্যক্ষ দল হিসেবে পরিবার ও অন্তরঙ্গ দলের প্রভাবকে উপেক্ষা করে মাদকাসক্তি সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। মাদকাসক্তদের সমস্যা অভিন্ন ও সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। সুতরাং মাদকাসক্তদের নিয়ে আট দশ জনের ট্রিটম্যান্ট গ্রুপ গঠন করে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুশীলন করা যায়।

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক

মাদকাসক্ত ব্যক্তি ও তার পরিবার যে সমষ্টির অংশ, সে সমষ্টির পরিবেশ মাদকাসক্ত সমস্যাকে প্রভাবিত করতে পারে। মাদকদ্রব্যের উৎস, মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা ইত্যাদি পরিবেশ মাদকাসক্ত সমস্যার প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সমষ্টিতে অবস্থিত বিভিন্ন এজেন্সী ও সংগঠন মাদকাসক্ত সমস্যা প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করতে পারে। মাদকদ্রব্যের উৎস বন্ধ এবং মাদকের প্রতি সমষ্টির জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ব্যতীত এ সমস্যা প্রতিরোধ সম্ভব নয়। সুতরাং মাদকাসক্ত সমস্যা প্রতিরোধে সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে।

মাদকাসক্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের চিকিৎসা, মাদকাসক্ত শুরুর পূর্বেই প্রতিরোধ করা এবং মাদকাসক্তি প্রবণতা সৃষ্টিকারী সামাজিক পরিবেশ দূরীকরণে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলো সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করতে হয়। সমাজকর্ম পদ্ধতিগুলোর আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি এতে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজকর্ম পদ্ধতি

টপিক – ০৯ সমাজকর্ম প্রশাসন

সমাজকর্ম প্রশাসন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজকর্ম প্রশাসন

প্রশাসন কী?

প্রশাসন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা নির্ধারণ এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করা হয়। প্রশাসন হচ্ছে এমন একটি কলা, যার মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যার্জনের জন্য মানুষের কার্যাবলিকে নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা হয়।

এইচবি ট্রেকার (HB Tracker) তাঁর 'Group Process in Administration" গ্রন্থে বলেছেন, "প্রশাসন হচ্ছে চিন্তা, পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমের এমন এক সৃজনশীল প্রক্রিয়া, যা কোন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাবলির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। এজেন্সি লক্ষ্য নির্ধারণ, সাংগঠনিক সম্পর্ক স্থাপন, দায়িত্ব কটন, কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মূল্যায়নের লক্ষ্যে জনগণের সঙ্গে কাজ করার প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রশাসন।"

উপরের সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, প্রশাসন হচ্ছে, কোন প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সি নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যৌথ কার্যাবলি ও প্রচেষ্টাকে সমন্বিত, নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করার একটি প্রক্রিয়া বা কৌশল।

সমাজকর্ম প্রশাসন

সমাজকর্ম প্রশাসন পেশাদার সমাজকর্মের একটি সহায়ক পদ্ধতি। সমাজকর্ম অনুশীলনের মৌলিক পদ্ধতিগুলো বাস্তবায়নে নিয়োজিত সামাজিক এজেন্সী ও প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সমাজকর্ম প্রশাসন সহায়তা করে। সাধারণত সমাজকর্ম প্রশাসন বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনকে নির্দেশ করে যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে সমাজকল্যাণ বা সমাজসেবামূলক কার্যাবলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সমাজকর্ম প্রশাসন এবং সমাজকল্যাণ প্রশাসন অভিন্ন অর্থে মনীষীরা ব্যবহার করেন। ডব্লিউএ ফ্রিডল্যান্ডার আরএইচ কার্জ (WA Friedlander, RH Kurtz) প্রমুখ মনীষী, সমাজকর্ম প্রশাসন এবং সমাজকল্যাণ প্রশাসন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে অভিন্ন মতপোষণ করেছেন। সমাজকল্যাণ প্রশাসন বা সমাজকর্ম প্রশাসনকে সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

ডব্লিউএ ফ্রিডল্যান্ডারের মতে, "সমাজকল্যাণ তথা সমাজকর্ম প্রশাসন হলো সামাজিক এজেন্সী পরিচালনা ও সংগঠিত করার প্রক্রিয়া।" (Social Welfare or Social Work administration is the process of organizing and directing a social agency)

সমাজকর্ম প্রশাসন

জন সি কিনে (John C Kidneigh)-এর মতে, সমাজকর্ম প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় পরিণত করার এবং সামাজিক নীতির সংশোধন ও ফলাফল মূল্যায়নের বিশেষ প্রক্রিয়া। সমাজকর্ম প্রশাসন হলো দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। প্রথম সামাজিক নীতিকে সুনির্দিষ্ট সমাজসেবায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়া। দ্বিতীয় সামাজিক নীতির সুপারিশ ভিত্তিক সংশোধনের জন্য অভিজ্ঞতার ব্যবহার। (Social work administration is the process of transforming social policy into social services. It is a two-way process (i) transforming policy into concerete social services and (2) the use of experience in recommending modification policy.

সমাজকর্ম প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তর করে তার মূল্যায়ন ও সংশোধন করার সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া। সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের বাহন হচ্ছে সমাজকর্ম প্রশাসন। সামাজিক নীতি তাত্ত্বিক, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক নীতি বাস্তব রূপ লাভ করে। সমাজসেবা প্রদানকারী এজেন্সীর পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কৌশল হচ্ছে সমাজকর্ম প্রশাসন।

সমাজকর্ম প্রশাসন

সমাজকর্ম প্রশাসনের লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় পরিণত করার সংশ্লিষ্ট সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করা। সমাজকর্ম প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো হচ্ছে-

সমাজের প্রয়োজন, সমস্যা ও সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

এজেন্সী গৃহীত কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো গঠন।

এজেন্সী প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কার্যাবলি নিয়মিত তত্ত্বাবধান এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মসূচি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন।

কর্মচারীদের ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন।

সমাজকর্ম প্রশাসন

সমাজকর্ম প্রশাসন

সামাজিক এজেন্সী বা প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণ হতে শুরু করে কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পর্যন্ত দীর্ঘ গতিশীল কর্মপ্রবাহ সমাজকর্ম প্রশাসনের কার্যাবলির অন্তর্ভূক্ত। জন সি কিনে (John C Kidneigh) প্রশাসনের কার্যাবলিকে নয় ভাগে ভাগ করেছেন যেমন- তথ্য সংগ্রহ, মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য সামাজিক অবস্থা ও সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা; এজেন্সীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সর্বোত্তম উপায় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা; পরিকল্পনা গ্রহণ ও খাতওয়ারী সম্পদ বন্টন; এজেন্সীর সাংগঠনিক কাঠামো গঠন এবং দায়িত্ব বণ্টন; কর্মচারী নিয়োগ; কর্মচারীদের ভূমিকা ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ; প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ও হিসাবে সংরক্ষণ; এবং সম্পদ সরবরাহকরণ।

সমাজকর্ম প্রশাসনের উপাদান

সমাজকর্ম অনুশীলন এবং মানবসেবা প্রদানে নিয়োজিত এজেন্সীতে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের জ্ঞানও তত্ত্বের ব্যবহারকে সমাজকর্ম প্রশাসন নির্দেশ করে। সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্ম প্রশাসনের মাধ্যমে, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক জ্ঞান এবং তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং প্রসাশনের উপাদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সমাজকর্ম প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রশাসনের কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট মনীষী লুথার গুলিক (Luther Gulick) বিখ্যাত POSDCORB সূত্রের বিস্তৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। সূত্রের প্রতিটি অক্ষর প্রশাসনের কার্যাবলির এক একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে। যেমন

P. -Planning বা পরিকল্পনা ;

O-Organizing বা সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা;

S-Staffing বা কর্মী নিয়োগ;

D - Direction বা পরিচালনা;

Co - : Cordination বা সমন্বয় সাধন;

R-Reporting বা কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করা;

B-Budgeting বা ব্যয় বরাদ্দ নির্ধারণ বা বাজেট প্রণয়ন।

সমাজকর্ম প্রশাসন

সমাজকর্ম প্রশাসনের গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্ম স্বীকৃত। পেশাদার সমাজসেবা কার্যক্রম হিসেবে অতীতের মতো বিচ্ছিন্ন ও স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টার মধ্যে সীমিত নয়। সমাজকর্ম পরিকল্পিত ও সুশৃংখল সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া হিসেবে কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনুশীলন করা হয়। সমাজকর্মীরা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে সমাজকর্মের জ্ঞান, দর্শন, নীতি ও পদ্ধতি মানব কল্যাণে প্রয়োগ করেন। সমাজকর্ম হলো এজেন্সীভিত্তিক অনুশীলন। সমাজকল্যাণ কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করায় প্রশাসনের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন প্রশাসন ছাড়া চলতে পারে না।

যে কোন রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট কতগুলো জনকল্যাণমুখী সামাজিক নীতি থাকে। এসব নীতিগুলো পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবরূপ লাভ করে। পরিকল্পনা ও কর্মসূচির জন্য প্রয়োজন প্রশাসন। সুতরাং বাল যায়, সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরের মূল বাহন হচ্ছে সমাজকর্ম প্রশাসন। সমাজকর্ম প্রশাসন সুচিন্তিত উপায়ে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মচারীদের নির্দেশনা দান এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। একটি প্রতিষ্ঠান সীমিত সম্পদ এবং সামর্থ্যের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও সুদক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে। প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে প্রশাসন।

সমাজকর্ম প্রশাসন

সমাজকর্ম প্রশাসনের গুরুত্ব

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর অন্যতম নীতি হচ্ছে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির আওতাধীন সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান। সমাজকর্ম প্রশাসন সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের সর্বোত্তম উপায় নির্ধারণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। সমাজকর্ম প্রশাসন যৌথ কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। কারণ সমাজকর্ম প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রতিটি পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গৃহীত হয়। ফলে সহযোগিতা মনোভাব এবং সমবেত প্রচেষ্টায় এজেন্সীর লক্ষ্যার্জনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

সমাজসেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম প্রশাসনের ভূমিকা অপরিসীম। সমাজকর্ম প্রশাসন গণতান্ত্রিক উপায়ে যাবতীয় কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি, কর্মচারীদের নির্দেশনা দান, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পনা মোতাবেক যাবতীয় কার্যের সুষ্ঠু সম্পাদন নিশ্চিত করে। একটি প্রতিষ্ঠান আর্থিক দিক দিয়ে অক্ষম হলেও দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সহজে উপনীত হতে পারে। সমাজকর্ম প্রশাসন সমাজসেবা কার্যাবলির সুষ্ঠু ও কার্যকরী বাস্তবায়নের শক্তি, গতি ও দক্ষতা সরবরাহ করে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজকর্ম পদ্ধতি

টপিক – ১০ সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক কার্যক্রম

সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে ইংরেজি Social Action-এর বাংলা পরিভাষা সামাজিক কার্যক্রম ব্যবহার করা হয়েছে। অনেকে Social Action-এর বাংলা পরিভাষা সামাজিক আন্দোলন করে থাকেন। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে ক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট কতিপয় কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে Social Action চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হয়। সমাজকর্ম পেশার জ্ঞান, নীতি, মূল্যবোধ, আদর্শের আওতায় পরিচালিত সমন্বিত ও সংগঠিত প্রচেষ্টা হলো সামাজিক কার্যক্রম।

সামাজিক কার্যক্রম যৌথ এবং সমন্বিত প্রচেষ্টা হিসেবে ক্রমানুযায়ী নির্দিষ্ট কতগুলো কর্মসম্পাদনের মধ্য দিয়ে প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছে।

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রমের সংজ্ঞা

সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি হচ্ছে সামাজিক কার্যক্রম। সামাজিক কার্যক্রম হলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার সুসংগঠিত দলীয় প্রচেষ্টা। সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি ও দর্শনের ভিত্তিতে সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান, আইন ও নীতির পরিবর্তন এবং সংশোধনের লক্ষ্যে পরিচালিত সুশৃংখর যৌথ প্রচেষ্টা হলো সামাজিক কার্যক্রম।

"এরূপ পরিবর্তনের সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা যেমন পেশাদার সমাজকর্মীদের পরিচালনা ও নির্দেশনায় গড়ে উঠতে পারে, তেমনি অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, ধর্ম প্রচারক, সামরিক বাহিনী বা যারা সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত তাদের মাধ্যমেও গড়ে উঠতে পারে।"

আলোচ্য সংজ্ঞায় সামাজিক কার্যক্রমকে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনয়নের সমন্বিত যৌথ প্রচেষ্টা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য সমস্যা সমাধান, অন্যায়-অবিচার দূরীকরণ অথবা জীবন মানোন্নয়ন ব্যবস্থাসমূহ শক্তিশালীকরণ।

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রমের সংজ্ঞা

ডব্লিউএ ফ্রিডল্যান্ডার (WA Friedlander) পেশাদার সমাজকর্মের বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক কার্যক্রমের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, সামাজিক কার্যক্রম হচ্ছে সমাজকর্মের দর্শন এবং প্রয়োগ কাঠামোর আওতায় পরিচালিত ব্যক্তি, দল অথবা সমষ্টির যৌথ প্রচেষ্টা। যার লক্ষ্য সামাজিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক নীতির সংশোধন, সামাজিক আইন এবং স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা কার্যাবলির মান উন্নয়ন।"

সামাজিক কার্যক্রম একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সমাজকর্মের দর্শন, জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলন কাঠামোর আওতায় সমাজকর্মীরা সচেতন, সুশৃংখল এবং সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা সমাধান ব্যবস্থার পরিবর্তন ও সমাজের দুর্বল এবং অরক্ষিত- শ্রেণির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা প্রতিরোধকারী অবস্থার উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়।

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য

সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক কার্যক্রমের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী ডব্লিউএ ফ্রিডল্যান্ডার (WA Friedlander) সামাজিক কার্যক্রমের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে কতগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। এসব বৈশিষ্ট্যগুলো সামাজিক কার্যক্রমকে সমাজকর্মের পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সামাজিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য সেবা প্রদান নয়, বরং সেবা প্রদানের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একে অবশ্যই দলীয় প্রচেষ্টা হতে হবে। সামাজিক কার্যক্রম অবশ্যই পরিকল্পনা মাফিক গড়ে উঠতে হবে। বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠা কোন কার্যক্রমকে সমাজকর্মের দৃষ্টিকোণ হতে সামাজিক কার্যক্রম বলা যাবে না। সামাজিক কার্যক্রমকে অবশ্যই সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে প্রচলিত সামাজিক নীতি, আইন বা সমাজসেবা প্রশাসনের পরিবর্তন, সংশোধন অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন আইন ও নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হতে হবে। যে পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে, সে পরিবর্তনকে সর্বদা সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও কল্যাণের অনুকূল হতে হবে। সমাজের কোন ক্ষুদ্র অংশের স্বার্থ বা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমকে সামাজিক কার্যক্রম বলা যায় না। সামাজিক কার্যক্রম দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কোন পরিবর্তন আনয়নে পরিচালিত হবে না। প্রচলিত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রমে সমাজকর্মের দর্শন, নীতি, জ্ঞান ও মূল্যবোধের যথাযথ প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সামাজিক কার্যক্রম অবশ্যই কোন বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে হবে।

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণের স্বার্থে প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান, নীতি ও সামাজিক আইনের পরিবর্তন এবং সংশোধনের জন্য পেশাদার সমাজকর্ম দর্শন, জ্ঞান ও অনুশীলন কাঠামোর আওতায় সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানোই সামাজিক কার্যক্রমের লক্ষ্য। Encyclopaedia of Social Work (ভারত ১৯৮৭) গ্রন্থে বলা হয়েছে, পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের প্রধান দু'টি ধারণা উন্নয়ন ও কল্যাণ। উন্নয়ন এবং কল্যাণ কর্মসূচিগুলোকে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী শ্রেণির জন্য অধিক কার্যকরী করার জন্য সমাজকর্মীদের ব্যবহৃত অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে সামাজিক কার্যক্রম অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

সামাজিক কার্যক্রম এমন একটি প্রচেষ্টা, যার উদ্দেশ্য সামাজিক পরিবেশকে এমনভাবে পরিবর্তন করা, যাতে সমাজ জীবনে অধিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসে। ব্যক্তি নয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন, প্রথা ও সমষ্টির কল্যাণ সাধনই এর লক্ষ্য। যে পরিবর্তন অভিপ্রেত ও বাঞ্ছিত সে পরিবর্তন আনা এবং সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের পরিপন্থী পরিবর্তনকে শিক্ষা, প্রচার, চাপ প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা দেয়া সামাজিক কার্যক্রমের মূল কাজ।

সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপন সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণের পরিপন্থী সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে নীতি নির্ধারকদের পরামর্শ দান। সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও দক্ষতার যথাযথ প্রয়োগ করে সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত ও তার সমাধানের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এবং পরামর্শ উপস্থাপন সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য।

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

দুঃস্থ, অসহায় ও অবহেলিত জনগণের মুখপাত্র হিসেবে, তাদের সমস্যাবলি তোলে ধরার সুসংগঠিত দলীয় প্রচেষ্টা হিসেবে সামাজিক কার্যক্রম কাজ করে। জনগণের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, উদাসীনতা এবং অদৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন আনয়নে সহায়তা করে সামাজিক কার্যক্রম। যাতে তারা পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণে এবং পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়ে উঠে। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গৃহীত সামাজিক নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ প্রশাসনকে অধিক কার্যকরী করে তোলতে সহায়তা দান।

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

সামাজিক কার্যক্রম সমষ্টির অসুবিধাগ্রস্ত জনগণকে সংগঠিত করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সমাজের প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা পেতে তাদের সাহায্য করে। সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমে জনসমর্থন লাভকরা। যাতে জনগণের সমর্থন নিয়ে সমাজকর্মের দর্শন ও অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ আনয়ন সম্ভব হয়।

সমাজকর্মীরা সমষ্টি, দল, সংগঠনকে কার্যকরী ভূমিকা পালনে অথবা আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে অধিক দায়িত্বশীল আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মানব চাহিদা পূরণের জন্য সামাজিক কার্যক্রম কৌশল ব্যবহারে সম্পৃক্ত হয়।

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান

সামাজিক কার্যক্রম প্রত্যাশিত পরিবর্তন সাধন এবং অপ্রত্যাশিত ক্ষতিকর পরিবর্তন প্রতিরোধের যৌথ ও সমন্বিত প্রচেষ্টা। সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপাদান সম্পর্কে মনীষীরা বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান হিসেবে দলীয় কার্যক্রম (Group action), সম্মিলিত আন্দোলন (Concerted movement), জনগণের স্বার্থ (Interest of the people), আইন (Law), সম্পদ সংগ্রহ (Mobilizing resources) প্রভৃতি চিহ্নিত করা হয়।

সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান হিসেবে Social Work Year Book (1957) পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। এগুলো গবেষণা (Research), পরিকল্পনা ও সমাধান (Planning and Solution), জনগণের সমর্থন লাভ (Enlisting public support), নির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থান (Presentation of a proposal) এবং বাস্তবায়ন (Enforcement)। ৪৭ মনীষীদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক কার্যক্রমের প্রধান উপদানগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান

১. সম্পদের সমাবেশ ঘটানো (Mobilizing of resources): সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান হিসেবে সম্পদের সমাবেশ বলতে মানব সম্পদ সংগ্রহকে (Human resources mobilization) বোঝানো হয়। প্রথম, মানব সম্পদের পরিধিভুক্ত হলো নির্বাচিত লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী। সামাজিক কার্যক্রমের নির্বাচিত লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করতে হয়, কারণ তাদের সমর্থন ছাড়া সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। দ্বিতীয়, সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচন করা। সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচন এবং আগ্রহী নেতাদের চিহ্নিত করে সামাজিক কার্যক্রমের জন্য সচেতন করে তোলা। তৃতীয়, যে বিষয়কে কেন্দ্র করে সামাজিকে কার্যক্রম গড়ে ওঠবে, তার সম্ভাব্য বিরোধীদের চিহ্নিত করে তাদের প্রতি সচেতন থাকা। বিরোধীদের সামাজিক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তাদের মধ্যে সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুভূতি জাগ্রত করা। চতুর্থ, জনসংযোগের মাধ্যমসমূহকে (Public relation media) কাজে লাগিয়ে জনমত সৃষ্টি করা। জনমত ছাড়া সামাজিক কার্যক্রম গড়ে উঠতে পারে না।

সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান

৩. ব্যক্তি ও দলের মধ্যে সামাজিক কার্যক্রমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি (Developing interest among individual and group): সামাজিক কার্যক্রম হলো সমন্বিত যৌথ উদ্যোগ। দলীয় উদ্যোগ হলো এ পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনগণের যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক কার্যক্রম গড়ে উঠে। জনগণের মধ্যে সামাজিক কার্যক্রমের প্রতি ক্রমাগত আগ্রহ গড়ে তোলার জন্য বিশেষ কোন দুঃখজনক বা নাটকীয় ঘটনাকে কাজে লাগানো হয় এবং মানুষের আবেগকে জাগ্রত করে বিশেষ বিষয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়। যেমন যৌতুকের জন্য যদি কেউ আত্মহত্যা করে বা নিহত হয়, তাহলে এ ঘটনাকে ইতিবাচক উপায়ে, কাজে লাগিয়ে জনগণের আবেগকে যৌতুক বিরোধী কার্যক্রমের সমর্থনে জাগ্রত করা যায়।

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান

৪. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন (Changing of attitudes): সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। সনাতন স্থবির দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষের মধ্যে কুসংস্কার সৃষ্টি করে। আর কুসংস্কার থাকলে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে না। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্যই দাসপ্রথা, সতীদাহ প্রথা, বর্ণপ্রথা, নারীদের অমর্যাদা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সামাজিক কার্যক্রম গড়ে উঠেছিল।

অনেক সময় উদাহরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। যেমন-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজের ছেলের সঙ্গে হিন্দু বিধবার বিবাহ সম্পন্ন করার উদাহরণ স্থাপন করে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানোর প্রচেষ্টা চালান। হযরত উমর (রা) নিজে উটের রশি টেনে ভৃত্যকে উটের পিঠে বসায়ে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করেন।

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান

৫. ঐক্যমতের ভিত্তিতে আন্দোলন (Concerted movement): সামাজিক কার্যক্রম ঐকমত্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে হবে। সাধারণ কোন বিষয়ের উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হলে সামাজিক কার্যক্রম গড়ে উঠতে পারে না। সাধারণত অভিন্ন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সামাজিক কার্যক্রম গড়ে উঠে।

৬. আইন (Law) : প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আইনগত কাঠামোর আওতায় প্রত্যাশিত পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালায় সামাজিক কার্যক্রম। প্রচলিত কোন আইনের পরিবর্তনে পরিচালিত সামাজিক কার্যক্রমকেও, আইনগত কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হতে হয়।

৭. জনগণের অংশগ্রহণ (People's participation) : সমাজকর্ম অনুশীলনের সবগুলো প্রক্রিয়া মৌলিক উপাদান হলো জনগণের অংশগ্রহণ। সমাজকর্ম অনুশীলনের স্বতঃসিদ্ধ সত্য হলো "People's participation is fundamental to any process of social work." সামাজিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশে পৌঁছার কৌশল নির্ধারণে জনগণের অংশগ্রহণ আবশ্যক।

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া

সামাজিক কার্যক্রম এমন একটি প্রক্রিয়া যা সমন্বিত উপায়ে পরিচালিত হয়।

মনীষী আর লীস (R Lees) সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া হিসেবে সচেতনতা সৃষ্টি (Developing awareness), সংগঠন (Organization), কৌশল (Strategies) এবং কার্যক্রম (Action)- এ চারটিকে নির্ধারণ করেছেন। এসব প্রক্রিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে গৃহীত কৌশল হিসেবে গবেষণা, শিক্ষা, সহযোগিতা, সংগঠন, মধ্যস্থতা, সমঝোতা, মৃদু শক্তি প্রয়োগ, বৈধ আদর্শ ভঙ্গ, যৌথ কার্যক্রম (Research, education, cooperation, organization, arbitration, negotiation, mild coercion, violation of legal horms, joint action)-এ নয়টির উল্লেখ করেছেন।

মনীষী Arthur Dunhum তাঁর 'Community Welfare Organization' গ্রন্থে (1958) সামাজিক কার্যক্রমের সংজ্ঞায় সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া হিসেবে গবেষণা, পরিকল্পনা, জনসমর্থন, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন এবং বাস্তবায়ন উল্লেখ করেছেন।

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া

১. সমস্যা নির্বাচন (Recognition and formulation of problem) : সামাজিক কার্যক্রমের সূচনা হয় সমস্যা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। যে সমস্যাকে কেন্দ্র করে সামাজিক কার্যক্রম গড়ে তোলা হবে, প্রথম পর্যায়ে সেটি নির্বাচিত করতে হয়। সমস্যা নির্বাচনের সময় সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কল্যাণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা বাঞ্ছনীয়। সামাজিক কার্যক্রমের জন্য সমস্যা নির্বাচনের সময় নিচের কৌশলগুলো গ্রহণ করা হয়-

বিশেষ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ;
সামাজিক জরিপ;
সমস্যা সম্পর্কে জনগণের অভিযোগ ও মতামত সংগ্রহ;
সংবাদপত্রে প্রকাশ;
পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষণ;
সমাজের নেতৃস্থানীয় ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকদের সাক্ষাৎকার এবং মতামত গ্রহণ;
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র ও তথ্যাবলি পর্যালোচনা

সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া

২. সমাধান পরিকল্পনা (Planning for the solution) : সামাজিক কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নকালে সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানসিক ও সামাজিক অবস্থার প্রতি সচেতন থাকতে হয়। পরিকল্পনা অবশ্যই স্বল্পব্যয় সম্পন্ন এবং সহজ বাস্তবায়নযোগ্য হতে হবে।

৩. জনসমর্থন সংগ্রহ (Enlisting the public support) : সামাজিক কার্যক্রমের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে জনসমর্থন। জনসমর্থন সংগ্রহের কৌশল হিসেবে সাধারণত শিক্ষা, যোগাযোগ, প্ররোচণা, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা, চাপ প্রয়োগ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়। তবে কোন অবস্থাতেই বল প্রয়োগ বা বাধ্যতামূলক কোন কর্মসূচির আশ্রয় গ্রহণ করে জনসমর্থন আদায় করা যাবে না।

সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া

৪. যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব পেশ (Presentation of the proposed-suggestion to the appropriate authority) : সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে প্রস্তাবিত সমাধানের উপায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা। কারণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়া সামাজিক কার্যক্রমের চূড়ান্ত লক্ষ্যার্জন সম্ভব নয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষ বলতে আইন প্রণয়নকারী, নীতি নির্ধারক, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি পর্যায়ে কর্তৃপক্ষকে বোঝানো হয়ে থাকে।

৫. বাস্তবায়ন (Enforcement): সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত প্রস্তাব অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা গ্রহণের পর, তা কার্যকরী করা এবং তার সাফল্য ও ব্যর্থতা যাচাই সামাজিক কার্যক্রমের চূড়ান্ত পর্যায়। সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত পরিবর্তনের যৌথ প্রচেষ্টা হিসেবে সামাজিক কার্যক্রম উপরোক্ত পাঁচটি পর্যায়ে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়।

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব

সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে Encyclopaedia of Social Work in India (1965) গ্রন্থে বলা হয়েছে "যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও নীতির সমন্বয়ে সামাজিক পরিবেশ গঠিত সেসব প্রতিষ্ঠান ও নীতির গঠন, পরিবর্ধন অথবা সুবিন্যস্ত করার লক্ষ্যে পরিচালিত সুসংগঠিত সমাজকর্ম কার্যাবলিই সামাজিক কার্যক্রম। এটি মানুষের স্বীকৃত চাহিদা পূরণের স্বার্থে সামাজিক পরিবেশের উত্তম সামঞ্জস্যতা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত। সর্বোত্তম সামাজিক ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয় সামাজিক সম্পর্ক এবং সামঞ্জস্যজনিত অসুবিধা লাঘব করে। সামাজিক কার্যক্রম নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন প্রক্রিয়া সৃষ্টি, সমাজকল্যাণে ভূমিকা পালনে নতুন কর্মসূচি প্রণয়ন, কল্যাণের অন্তরায় সৃষ্টিকারী প্রয়োজন প্রতিরোধে নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক গঠন পদ্ধতির বা উভয়ের পরিবর্তন সাধন করা।"

সামাজিক কার্যক্রম

সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব

সমাজের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যেক সমাজে সামাজিক আইন ও নীতি প্রণীত হয়। কিন্তু সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক সমস্যা ও চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। এজন্য সমাজের বিশেষে অবস্থায় যে আইন ও নীতি প্রণীত হয়। সমাজ পরিবর্তনের প্রভাবে সেগুলোর কার্যকারিতা হ্রাস পায়। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রচলিত আইন ও নীতির পরিবর্তন এবং সংশোধনের পরিবেশ সৃষ্টিতে সামাজিক কার্যক্রমের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক কার্যক্রম গঠনমূলক জনমত সৃষ্টি করে আইন প্রণেতা এবং নীতি নির্ধারকদের উপর সামাজিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে যুগোপযোগী সামাজিক আইন ও নীতি প্রণয়নে সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও নীতির সমন্বয়ে আমাদের সামাজিক পরিবেশ গঠিত, সে পরিবেশের গঠন বা পরিকল্পিত পরিবর্তন সাধনের সুসংগঠিত প্রচেষ্টা হচ্ছে সামাজিক কার্যক্রম।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজকর্ম পদ্ধতি

টপিক – ১১ সমাজকর্ম গবেষণা

সমাজকর্ম গবেষণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সমাজকর্ম গবেষণা

গবেষণা কী?

গবেষণা হচ্ছে কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে সুশৃঙ্খল প্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধান। গবেষণা বলতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত এমন একটি সুশৃঙ্খল ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধানকে বোঝায়, যা বিশেষ ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও সংকলনের মাধ্যমে কোন মতবাদ বা তত্ত্ব গঠন করার লক্ষ্যে পরিচালিত। কোন সত্য, নীতি বা কোন কিছু আবিষ্কারের সচেতন ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান গবেষণা। সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, "তথ্য অথবা সূত্র অনুসন্ধানে ব্যবহৃত সুশংখল প্রক্রিয়া হলো গবেষণা।"

নরম্যান এ পোলানস্কী (Norman A Polansky)-এর মতে, গবেষণা হচ্ছে এমন একটি সুশৃংখল অনুসন্ধান, যা যাচাই এবং প্রচার সাপেক্ষ জ্ঞান দ্বারা প্রচলিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। (Research is systematic investigation intended to add available knowledge in a form that is communicable and verifiable.)**

সমাজকর্ম গবেষণা

গবেষণা কী?

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণ হতে মৌলিক গবেষণা এবং ফলিত গবেষণা এ দু'ভাগে বিভক্ত।

মৌলিক গবেষণা (Basic Research) : প্রাকৃতিক বা সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণা মৌলিক গবেষণা। নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার এবং প্রচলিত বা পুরাতন তত্ত্বের উন্নয়নই মৌলিক গবেষণার প্রধান কাজ।

ফলিত গবেষণা (Applied Research): কোন বাস্তব সমস্যা সমাধানে বা গবেষণা লব্ধ জ্ঞানকে বাস্তব প্রয়োজনে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণা ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণা।

সমাজকর্ম গবেষণা

সামাজিক গবেষণা

সামাজিক গবেষণা বলতে সামাজিক বিজ্ঞানের সত্য ও তত্ত্ব অনুসন্ধানের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণাকেই নির্দেশ করে। গবেষণার বিষয়বস্তু ও পরিধি মানব সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে গড়ে উঠায় একে সামাজিক গবেষণা হিসেবে বিশেষায়িত করা হয়।

সামাজিক গবেষণা হচ্ছে সমাজ জীবন সম্বন্ধে সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ এবং সত্য ও তত্ত্ব গঠনের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। যার লক্ষ্য প্রচলিত জ্ঞানের প্রসার সাধন, সত্যতা যাচাই এবং যথার্থতা নিরূপণ।

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, সামাজিক গবেষণা হলো অনুকল্প পরীক্ষা, তথ্য সংগ্রহ এবং আন্ত ঃমানব সম্পর্ক থেকে সৃষ্টি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নীতি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচালিত সুশৃংখল অনুসন্ধান। (Social research is a systematic investigation, using the principles of the scientific method, to test hypotheses, acquire information and solve problems pertaining to human interrelationship.-1995)

সমাজকর্ম গবেষণা

সামাজিক গবেষণা

মিসেস পি ইয়াং (Mrs. P Young) তাঁর "Scientific Social Survey and Research" গ্রন্থে বলেছেন, ‘‘সামাজিক গবেষণা হচ্ছে একটি সুশৃংখল অনুসন্ধান পদ্ধতি, যা নতুন ঘটনার আবিষ্কার বা পুরাতন ঘটনার যাচাই করে তাদের ফলাফল, পারস্পরিক সম্পর্ক, কার্যকরণ ব্যাখ্যা এবং প্রাকৃতিক নিয়ম, যা তাদের নিয়ন্ত্রণ করে তা আবিষ্কারের চেষ্টা করে।’’ সামাজিক বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যে গবেষণা পরিচালনা করেন তাকেই সামাজিক গবেষণা বলা হয়।

সমাজকর্ম গবেষণা

পেশাদার সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক পদ্ধতি হচ্ছে সমাজকর্ম গবেষণা। ডব্লিউএ ফ্রিডল্যান্ডার (WA Friedlander) সমাজকর্ম গবেষণার সংজ্ঞায় বলেছেন, "সমাজকর্ম গবেষণা বলতে সমাজকর্ম সংগঠন, কার্যক্রম এবং পদ্ধতিসমূহের যথার্থতা যাচাইয়ের সূক্ষ্ম ও বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানকে বোঝায়। যার লক্ষ্য সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, ধারণা এবং তত্ত্বের মূল্যায়ন, প্রসার সাধন ও সাধারণীকরণ।" (Research in social work is the critical inquiry and the scientific testing of the validity of social work organization, function and methods in order to verify, generalize and extend social work knowledge, skill, concepts and theory.)"

সমাজকর্ম গবেষণা হচ্ছে সমাজকর্ম ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রশ্ন এবং সমস্যাবলী সুশৃংখল ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান পদ্ধতি। যার লক্ষ্য সমাজকর্ম সমস্যার সমাধান নির্ণয়, সমাজকর্মের জ্ঞান ও ধারণার প্রসার সাধন। ৫২ সমাজকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, সমাধান এবং সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, ধারণা এবং পদ্ধতির উন্নয়কল্পে পরিচালিত সুশৃংখল ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধানই সমাজকর্ম গবেষণা।

সমাজকর্ম গবেষণা

সমাজকর্ম গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লাভ এবং সে জ্ঞানকে মানব কল্যাণে বাস্তব প্রয়োগ করা সমাজকর্ম গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজকর্মের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং সমাজকর্ম জ্ঞানকে অধিক বিজ্ঞানসম্মত করার লক্ষ্যে সমাজকর্ম গবেষণা পরিচালিত হয়। সমাজকর্ম গবেষণার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো হলো-

১. সমাজকর্মের প্রচলিত পদ্ধতি, কৌশল, দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর উন্নয়নে সাহায্য করা।

২. সমাজকল্যাণ এবং সমাজসেবামূলক কার্যাবলির মান ও কার্যকারিতা উন্নয়নে সাহায্য করা।

৩. সমাজসেবা পরিকল্পনা, নীতি, কর্মসূচি ইত্যাদি প্রণয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সমস্যা, সম্পদ, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব তথ্য সরবরাহ করা।

৪. বাস্তবায়িত বিভিন্ন সমাজসেবা কার্যক্রমের যথার্থতা মূল্যায়ন করা।

৫. সমাজকল্যাণ প্রশাসনের কার্যকারিতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দানের জন্য বিভিন্নভাবে তথ্য সরবরাহ করা।

৬. সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর বাস্তব প্রয়োগে সহায়তাদানে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।

৭. পেশাদার সমাজকর্মের উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে সাহায্য করা।

সমাজকর্ম গবেষণা

সমাজকর্ম গবেষণার ধাপ

সমাজকর্ম গবেষণা হচ্ছে একটি সুশৃংখল অনুসন্ধান পদ্ধতি। গবেষণা পরিচালনায় সুনির্দিষ্টভাবে কতগুলো ধাপ অনুসরণ করতে হয়। প্রতিটি ধাপ বা পর্যায়গুলোর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকলেও এগুলো পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পর্কিত। এজন্য সমাজকর্ম গবেষণা পরিচালনার সময় অনেক ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়েই শেষ পর্যায়ের প্রকৃতি নিরূপণ করতে হয়।

পিভি ইয়ং (PV Young), নরম্যান এ পোল্যানস্কী (Norman A Polansky), সেলটিজ (Claire Seltiz) প্রমুখ মনীষীগণ গবেষণা পরিচালনার সময় নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করার কথা বলেছেন।

১. সমস্যা চিহ্নিতকরণ, ২. সমস্যা নির্বাচন, ৩. সমস্যা সম্পর্কে প্রচলিত জ্ঞান ও মতবাদের সাথে পরিচিত হওয়া, ৪. সমস্যার কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদান, ৫. কার্যকরী অনুকল্প গঠন, ৬. গবেষনা নকশা প্রস্তুত করা, ৭. তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার নির্ণয়, ৮. তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের বিশ্লেষণ, ৯. তথ্যের মূল্যায়ন, ১০. গবেষণার ফলাফল সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ। এখানে ধাপগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

সমাজকর্ম গবেষণার ধাপ

১. সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Identification of the problem): গবেষণার প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে বিরাজমান সমস্যা হতে গবেষণা যোগ্য সমস্যাবলী চিহ্নিত করা। কারণ সমাজে বিরাজমান সব . সমস্যা গবেষণার উপযোগী নয়। গবেষণার সমস্যা চিহ্নিত করার সময় যে বিষয়গুলোর প্রতি সচেতন থাকতে হয়। সেগুলো হলো- যে সব সমস্যা জটিল এবং যেগুলোর সমাধান প্রয়োজন; সমস্যাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনেক কিছু জানার প্রয়োজন রয়েছে; সমস্যাটি বিশ্লেষণ ও পরিমাপে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।

২. গবেষণার জন্য সমস্যা নির্বাচন (Selection of the problem): গবেষণার প্রথম পর্যায়ে চিহ্নিত সমস্যাগুলোর উপর যেহেতু একত্রে গবেষণা করা সম্ভব নয় এবং সব সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সমান নয়, সেহেতু চিহ্নিত সমস্যা হতে গবেষণার জন্য একটি নির্বাচন করতে হয়।

৩. প্রচলিত জ্ঞানের সাথে পরিচিত অথবা সাহিত্য পর্যালোচনা (Acquiantance with the knowledge or Literature Review): গবেষণার জন্য নির্বাচিত সমস্যার উপর প্রকাশিত মন্তব্য, পূর্বোক্ত গবেষণা, মতবাদ এবং সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ, বই-পুস্তক ইত্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা হয়। এতে গবেষক সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভে এবং সংজ্ঞা প্রদানে সক্ষম হন। প্রাসঙ্গিক জ্ঞানের পর্যালোচনা সমস্যার গুরুত্বকে উপলব্ধি এবং গবেষণার প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নে সহায়তা করে।

সমাজকর্ম গবেষণার ধাপ

৪. সমস্যার কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদান (Defining the problem): গবেষণার এপর্যায়ে সমস্যাকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যাতে সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় হতে একে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। এ পর্যায়ে গবেষক সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রত্যয় ও চলকের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেন।

৫. অনুকল্প গঠন (Formulaition of hypothesis): গবেষণার আরম্ভ কিন্দু হচ্ছে অনুকল্প গঠন। অনুকল্প হচ্ছে এমন একটি অন্তবর্তীকালীন সিদ্ধান্ত যাকে গ্রহণ এবং প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে এর সত্যতা প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে। অনুকল্প গবেষণার দিক নির্দেশ করে অন্ধ অনুসন্ধানের হাত থেকে গবেষককে মুক্ত রাখে। যেমন- ধনীদের চেয়ে দরিদ্রদের সন্তান সংখ্যা বেশি।

৬. গবেষণার নকশা প্রস্তুত (Designing the Research) : গবেষণার নকশা গবেষণা মূলক কার্যাবলির পথ-প্রদর্শক (Guide) স্বরূপ। একজন প্রকৌশলীর নিকট নির্মাণ কাজের নক্সা (Blue print) যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গবেষকের নিকটও গবেষণার নকশা প্রয়োজনীয় উপাদান। এতে গবেষণার বিষয়বস্তু, লক্ষ্য যৌক্তিকতা, তথ্যের উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি, তথ্য বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া, নির্ভরযোগ্যতা, সময়, বাজেট গবেষণা কার্যের ব্যবস্থাপনা উপস্থাপন করা হয়।

সমাজকর্ম গবেষণার ধাপ

৭. তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার নির্ণয় (Determining Instruments) : গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কোন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা হবে তা নির্ণয় করা হয়। তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। তথ্য সংগ্রহের কৌশল নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, যাতে এগুলো যথার্থ (Valid), নির্ভরযোগ্য (Reliable), এবং সঠিক (Precise) তথ্য প্রদানে সক্ষম হয়।

৮. তথ্য সংগ্রহ (Data Collection) : তথ্য সংগ্রহকারী, তত্ত্বাবধানকারী, তথ্য সংগ্রহের সময় সীমা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর তথ্যের সঠিকতা ও গুনগতমান নির্ভর করে বলে এক্ষেত্রে গবেষককে অত্যন্ত সচেতন ও সতর্ক থাকতে হয়।

০৯.তথ্য বিশ্লেষণ (Analysis of Data): সংগৃহীত তথ্যসমূহকে প্রক্রিয়াজাত ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষক সমস্যার অনুকল্পের সাথে সংগৃহীত তথ্যের যথার্থতা যাচাই করে দেখেন।

সমাজকর্ম গবেষণা

গবেষণার প্রস্তাবনা

গবেষণার প্রস্তাবনা প্রস্তুতকরণের সময় নিচের প্রশ্নগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন

- কি বিষয়ে কেন গবেষণা করা হবে?
- গবেষণার পরিধি এবং উদ্দেশ্য কি?
- গবেষণার মাধ্যমে কোন ধরনের অনুকল্প যাচাই করা হবে?
- গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলোর কার্যকরি সংজ্ঞা কী হবে?
- কোথায় এবং কোন সময় গবেষণা করা হবে?
- তথ্যের উৎস কি এবং কোন ধরনের তথ্যের প্রয়োজন?.
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও হাতিয়ার কি?
- তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াজাত কীভাবে করা হবে?
- গবেষণার তাৎপর্য কি?
- গবেষণার লক্ষ্যভুক্ত (Target) কারা?
- গবেষণার সময়সীমা এবং কোন পর্যায়ে কত সময় ব্যয় হবে?
- আর্থিক ব্যয় কি পরিমাণ হবে?

গবেষণার প্রস্তাবনা

গবেষণার প্রস্তাবনা হতে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এবং মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। গবেষণার প্রস্তাবনা নমনীয় প্রকৃতির হয়। যেসব ক্ষেত্রে গবেষক স্বয়ং গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন করতে পারেন না, সেক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট গবেষণা প্রকল্প অনুমোদনের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। গবেষণা প্রস্তাবনা হতে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সহজে গবেষণার সমস্যা, উদ্দেশ্য, বাস্তব গুরুত্ব ও উপযোগিতা সম্পর্কে ধারণা লাভে সক্ষম হন। একাডেমিক গবেষণায় অর্থাৎ এমফিল অথবা পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণা করার জন্য গবেষণার প্রস্তাবনার (Research Proposal) গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণার প্রস্তাবনা উপস্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গবেষণার প্রস্তাবনাই গবেষণার বাস্তবতা ও মান সম্পর্কে ধারণা দেয়।

সমাজকর্ম গবেষণা

সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব

সমাজকর্ম গবেষণা সামাজিক গবেষণার বিশেষ দিক। সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সমাজকর্মের বাস্তব প্রয়োগ এবং সমাজকর্মের জ্ঞানকে অধিক বিজ্ঞানসম্মত করার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস সমাজকর্ম গবেষণা। সমাজকর্মের প্রচলিত অনুশীলন পদ্ধতি, কৌশল, দক্ষতা ও নৈপুণ্যের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের হাতিয়ার হচ্ছে সমাজকর্ম গবেষণা। সমাজকর্ম গবেষণা সমাজকর্ম পেশার উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে সাহায্য করে।

সমাজকল্যাণ এবং সমাজসেবামূলক কর্মসূচির মান ও কার্যকারিতা উন্নয়নে সাহায্য করে। সমাজকর্মীগণ, সমাজকর্ম গবেষণার মাধ্যমে প্রচলিত সেবামূলক কার্যাবলির সফলতা, ব্যর্থতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে, চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণে সক্ষম হয়।

সমাজকল্যাণ পরিকল্পনা, নীতি ইত্যাদি প্রণয়নের জন্য সামাজিক সমস্যা, সম্পদ, জনগণের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজকর্ম গবেষণার বাস্তব তথ্য সরবরাহ করে থাকে। সামাজিক অবস্থা ও সামাজিক সমস্যার আলোকে সামাজিক নীতি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি প্রণয়নের বাস্তব তথ্য সরবরাহের বিজ্ঞানসম্মত কৌশল হচ্ছে সমাজকর্ম গবেষণা।

সমাজকর্ম গবেষণা

সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা নিয়ন্ত্রণ ও সমাধান করতে হলে কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। এপর্যায়গুলো হচ্ছে সমস্যা চিহ্নিত করা, সামস্যার কারণ ব্যাখ্যা করা, সমাধানের জন্য বাস্তব ও তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্ত-বায়িত কর্মসূচির মূল্যায়ন। এর প্রতিটি পর্যায়ে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর যথার্থতা নিরূপণের মানদণ্ড হচ্ছে সমাজকর্ম গবেষণা

সমাজকর্ম সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালায়। সমাজকর্ম পদ্ধতিসমূহ সমাজের কোন বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কতখানি প্রয়োগযোগ্য এবং কোন পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান দেয়া যায়, তা নিরূপণে সমাজকর্ম গবেষণা বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে।

'ব্যক্তিগত, দলগত, সমষ্টিগত এবং সামাজিক সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধানের লক্ষ্যে তথ্য সগ্রহ, তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়িত কর্মসূচির যথার্থতা মূল্যায়ন। প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব রয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত পেশাদার সমাজকর্মের উন্নয়নে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজকর্ম পদ্ধতি

টপিক – ১২ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১। সমাজকর্ম পদ্ধতি কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৬টি ঘ. ৫টি

২। নিচের কোনটি ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান?

ক. সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি খ. ব্যক্তি

গ. এজেন্সীতে আগত ব্যক্তি ঘ. সমস্যা সমাধানে সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তি

৩।সরাসরি পরিচয়ের ভিত্তিতে যে সব দল গড়ে উঠে, তাকে বলে-

ক. প্রত্যক্ষ দল খ. পরোক্ষ দল গ. বর্হিদল ঘ. অন্তর্দল

৪। অনুন্নত ও স্থবির সমাজের পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের প্রক্রিয়া হলো-

ক. দল সমাজকর্ম খ. সমষ্টি সংগঠন গ. সমষ্টি উন্নয়ন ঘ. সামাজিক কার্যক্রম

৫।সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় পরিণত করার প্রক্রিয়া হলো-

ক. সামাজিক গবেষণা খ. সমাজকর্ম প্রশাসন

গ. সামাজিক জরিপ ঘ. সামাজিক কার্যক্রম

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬।সমাজকর্ম জ্ঞান, নীতি ও দর্শনের আওতায় সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি পরিবর্তনের যৌথ প্রচেষ্টা হলো-

ক. সমাজসংস্কার
খ. সামাজিক আন্দোলন
গ. সামাজিক কার্যক্রম
ঘ. সামাজিক উন্নয়ন

৭।অনুন্নত দেশে এবং উন্নত দেশের অনুন্নত এলাকার উন্নয়নে প্রয়োগ করা হয়-

i. সমষ্টি সংগঠন
ii. সমষ্টি উন্নয়ন
iii. সমাজকর্ম গবেষণা

নিচের কোনটি সঠিক?ছি

ক. iii
খ. ii এবং I
গ. ii এবং iii
ঘ. ii

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্রদের ব্যাংকিং সেবা প্রদানে নিয়োজিত। গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের দলভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। দুঃস্থ অসহায়দের কর্মভিত্তিক দল গঠন করে উৎপাদন খাতে ঋণ প্রদান করা হয়। ব্যক্তির চেয়ে দলীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের প্রতি এতে গুরুত্ব দেয়া হয়।

৮।অনুচ্ছেদে কোন ধরনের দলের উল্লেখ রয়েছে?

ক. প্রত্যক্ষ দল খ. পরোক্ষ দল গ. ট্রিটম্যান্ট গ্রুপ ঘ. টাস্ক গ্রুপ

৯।নিচের কোনটি দল সমাজকর্মের উপাদান-

ক. দলীয় প্রক্রিয়া খ. দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া

গ. সামাজিক প্রক্রিয়া ঘ. দলীয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজকর্ম পদ্ধতি

টপিক – ১৩ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আরমান আলী একজন সচ্ছল কৃষক ছিলেন। তার দুই ছেলে। বড় ছেলে কবীর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় শেষ করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী গ্রহণ করে। বছর খানেকের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি কথ হয়ে যায়। ফলে কবীর বেকার হয়ে পড়ে। ছোট ছেলে সগীর মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে কর্মসংস্থানের অভাবে দেশে ফিরে আসে। এভাবে আরমান আলীর দুই ছেলেই বেকার হয়ে পড়ে। বর্তমানে আরমান আলীর অল্প কিছু জমি ছাড়া পরিবারের ভরণপোষণ চালাবার মত আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এ অবস্থায় জনৈক সমাজকর্মী তার দুই ছেলেকে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠাতে বলেন এবং সেখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বেকার সমস্যা দূরীকরণের পরামর্শ দেন।

ক. পদ্ধতি বলতে কী বুঝ?

খ. ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির ধরনটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের সমাজকর্মের ধারণা পাওয়া যায়? বুঝিয়ে দাও।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজকর্মের উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ কর।